প্রাথমিক শিক্ষায় ডিপ্লোমা
(ডি. এল. এড্)
(DIPLOMA IN ELEMENTARY EDUCATION)
(D.El.Ed)

কোর্স - 506

অন্তর্ভুক্তির পটভূমিতে শিশুকে বোঝা

ব্লক - 3

অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা

রাষ্ট্রীয় মুক্ত বিদ্যালয়ী শিক্ষা সংস্থান

A-24/25 প্রতিষ্ঠানিক এলাকা, সেকটর-62, নয়ডা

গৌতম বুদ্ধ নগর, ইউ পি-201309

ওয়েব সাইট : www.nios.ac.in

শিক্ষার্থী সহায়ক কেন্দ্র টোল ফ্রি নম্বর : 1800 180 9393

ই-মেল : lsc@nios.ac.in

কোর্স - 506 ''অন্তর্ভুক্তির পটভূমিতে শিশুকে বোঝা''
পাঠ্যক্রমের ধারণার চিত্রপট

ব্লক	একক	এককের নাম	প্রতিপাদ্য বিষয়ের সময় (ঘন্টা)		ব্যবহারিক পাঠ
			বিষয়	কর্মসূচি	
ব্লক-1 শিশুর বৃদ্ধি ও বিকাশ : প্রাথমিক	একক-1	শিশুকে বোঝা	6	3	আপনার বিদ্যালয়ের শিশুদের বৃদ্ধি এবং বিকাশের প্রভাবক সমূহের সনাক্তকরণ
	একক-2	বংশগতি এবং পরিবেশ	6	3	আপনার শ্রেণির শিক্ষার্থীদের বংশগতির প্রভাবসমূহের তালিকা প্রস্তুত করুন
ব্লক-2 শিশুদের ব্যক্তিত্বের বিকাশ	একক-3	ব্যক্তিত্বের বিকাশ এবং এর নির্ধারণ	8	4	আপনাক শ্রেণির শিক্ষার্থীদের মধ্যে ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্যাবলী, পার্থক্যসমূহ চিহ্নিত করুণ
	একক-4	চিন্তাশক্তির বিকাশ	8	4	আপনার শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রশ্ন করার দক্ষতার বিকাশ ঘটানোর ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ সমূহের সনাক্তকরণ
	একক-5	আত্মবিকাশ	10	5	আত্মবিকাশের জন্য শ্রেণিকক্ষের পরিস্থিতি নির্ধারণ
	একক-6	শিশুর সৃজনশীলতার বিকাশ	9	7	শিক্ষক হিসেবে আপনার শ্রেণিতে সৃজনশীলতাকে দৃঢ় করার জন্য পরিস্থিতি
ব্লক-3 অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা	একক-7	অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষার ধারণা	6	3	আপনার বিদ্যালয়ে অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষার কার্যকরী প্রভাবসমূহের তালিকা প্রস্তুতকরণ
	একক-8	বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুর সম্পর্কে ধারণা	7	4	আপনার বিদ্যালয়ে বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুর শিখন উপযোগী উপাদানের সনাক্তকরণ
	একক-9	বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুর শিক্ষা	9	6	গৃহভিত্তিক শিক্ষার কার্যকরী পরিকল্পনার প্রস্তুতকরণ
	একক-10	গ্রহণক্ষমতার বিকাশ, সহায়ক, উপাদান, বিশেষ চিকিৎসা	9	3	আপনার বিদ্যালয়ের কোনো বিশেষ অক্ষমতাযুক্ত শিশুর বিশেষ চিকিৎসা বিষয়ক আলোচনা সভা

ব্লক	একক	এককের নাম	প্রতিপাদ্য বিষয়ের সময় (ঘন্টা)		ব্যবহারিক পাঠ
			বিষয়	কর্মসূচি	
ব্লক-4 মেয়ে শিশু এবং শিশুর অধিকার	একক-11	শিক্ষায় লিঙ্গ সমস্যা	9	6	লিঙ্গ বৈষম্য সমস্যায় আপনার জীবনশৈলীর বিকাশে আপনার ভূমিকা নির্ধারণ
	একক-12	মেয়ে শিশুকে শক্তিপ্রদান	9	6	আপনার বিদ্যালয়ে মেয়েদের জীবনশৈলীর বিকাশে আপনার ভূমিকা নির্ধারণ
	একক-13	শিশু অধিকার এবং আইন দ্বারা অধিকার মঞ্জুর	9	6	আপনাক বিদ্যালয়ে এবং এলাকায় শিশু অধিকার নিয়ে হিংস্রতা
		শিক্ষকতা	15		
			120	60	60
	সর্বমোট				120 + 60 + 60 = 240 ঘন্টা

ব্লক - 3

অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা

ব্লক এককসমূহ (Block Units)

একক 7 অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষার সূচনা

একক 8 বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুর ধারণা

একক 9 বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুর শিক্ষা

একক 10 গ্রহণ ক্ষমতার বিকাশ, সহায়ক উপাদান, বিশেষ চিকিৎসা

ব্লক সূচনা :

ব্লক - 3 : অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা

একজন শিক্ষার্থী হিসেবে আপনি ব্লক-3 পাঠ করবেন : অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা এই ব্লকটি চারটি একক দ্বারা গঠিত যেগুলি অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা সংক্রান্ত বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের ধারণা এবং তাদের শিক্ষা, গ্রহণ ক্ষমতার বিকাশ, সহায়ক উপাদান এবং বিশেষ চিকিৎসা, প্রতিটি একক কতকগুলি বিভাগ এবং উপবিভাগে বিভক্ত। আগে আপনারা ব্লক-1 এ পড়েছেন শিশুর বৃদ্ধি ও বিকাশের নীতি এবং ব্লক-2 এ শিশুদের ব্যক্তিত্বের বিকাশ।

একক - 7 : অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষার ভূমিকা

এই এককটি আপনাকে বিশেষ শিক্ষার ধারণা এবং প্রকৃতি, একীভূত শিক্ষা এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা কাকে বলে তা বুঝতে সহায়তা করবে। আপনি অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষার বিদ্যালয় এবং শ্রেণিকক্ষের বিভিন্ন প্রভাবক সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন। আপনি অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা প্রসঙ্গে শিখন উপকরণ, ভৌত পরিবেশ এবং শ্রেণিকক্ষ পরিচালনা সম্পর্কে জানবেন যেখানে দলিত, আদিবাসী এবং মেয়ে শিশু অন্তর্ভুক্ত।

একক - 8 : বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুর ধারণা

এই এককটি পাঠ করার পর আপনি বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুর সংজ্ঞা দিতে পারবেন। আপনি বিভিন্ন ধরনের অক্ষমতা সনাক্ত করতে পারবেন যেমন—মানসিক, শারীরিক, ভাব উদ্দীপনাময়, আচরণগত, শিখনগত ইত্যাদি অক্ষমতা আপনি অক্ষমতার দ্রুত সনাক্তকরণ ও নির্ধারণ সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন। এছাড়াও আপনি অক্ষমতা সংক্রান্ত বিভিন্ন নীতি সম্পর্কে জানবেন যেমন PWD Act 1995, অক্ষমতাযুক্ত ব্যক্তিদের অধিকার বিল 2011 ইত্যাদি।

একক - 9 : বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের শিক্ষা

এই এককটি সম্পন্ন করার পর আপনি বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুর শিক্ষার লড়াই, শিখন বৈশিষ্ট্য এবং চাহিদা সম্পর্কে বুঝতে সক্ষম হবেন। আপনি পাঠ্যক্রমের অভিযোজন এবং এর প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আলোচনা বুঝতে সহায়তা করবে। আপনি গৃহভিত্তিক শিক্ষার ধারণা ও পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।

একক - 10 : গ্রহণ ক্ষমতার বিকাশ, সহায়ক উপাদান, বিশেষ চিকিৎসা বা প্রকৌশলসমূহ

এই এককটি আপনাকে গ্রহণ করার ক্ষমতা এবং সাহায্যকারী সামগ্রীর অর্থ সম্পর্কে বুঝতে সাহায্য করবে। শ্রবণ ও বাক্‌শক্তি অক্ষম, বহুবিধ অক্ষম এবং মস্তিষ্ক পক্ষাঘাতগ্রস্ত শিশুদের জন্য উপযুক্ত সহায়তাকারী সামগ্রী সনাক্ত করতে আপনি সক্ষম হবেন। শ্রেণিকক্ষে শিখন অক্ষম, বৌদ্ধিক অক্ষম, দৃষ্টি অক্ষম শিশুদের প্রয়োজনে শিক্ষকের ভূমিকা বুঝতে পারবেন। আপনি কিছু বিশেষ পদ্ধতি সম্পর্কে ধারণা পাবেন যেগুলি কার্যকরী শিখনের জন্য প্রয়োজনীয়।

সূচিপত্র

ক্রমিক সংখ্যা	এককের নাম	পৃষ্ঠা সংখ্যা
1	একক-7 : অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা—ভূমিকা	1
2	একক-8 : বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুর ধারণা	24
3	একক-9 : বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুর শিক্ষা	55
4	একক-10 : গ্রহণ ক্ষমতার বিকাশ, সহায়ক উপাদান, বিশেষ চিকিৎসাসমূহ	72

নোট

একক - 7 অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষার পরিচয়

গঠন

7.0 – ভূমিকা

7.1 – শিখন উদ্দেশ্য

7.2 – অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষার ধারণা

7.2.1 – অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষার অর্থ এবং প্রকৃতি

7.2.2 – অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা এবং গুরুত্ব

7.2.3 – অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা অন্যান্য সম্পর্কিত ধারণা থেকে পৃথক

7.3 – অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষার প্রভাবকসমূহ

7.3.1 – শিক্ষার্থীদের বৈচিত্র্যতা

7.3.2 – শিক্ষকদের প্রস্তুতি

7.3.3 – পরিকাঠামো

7.3.4 – সম্পদের সহজলভ্যতা

7.3.5 – মূল্যায়ন ব্যবস্থা

7.4 – অন্তর্ভুক্তিমূলক শ্রেণিকক্ষ তৈরি

7.4.1 – শিখন উপকরণের ব্যবহার

7.4.2 – ভৌত পরিবেশের রূপান্তর

7.4.3 – শ্রেণিকক্ষ ব্যবস্থাপনার সাধারণ প্রকৌশল আয়ত্ত

7.4.4 – শিশুর বন্ধুত্বপূর্ণ মূল্যায়ন ব্যবস্থার প্রচলন

7.5 – শিশুদের শিক্ষাব্যবস্থা থেকে বহিষ্কৃত হওয়ার ঝুঁকি

7.5.1 – অক্ষমতাযুক্ত শিশু

7.5.2 – দলিত পরিবেশের শিশু

7.5.3 – মেয়ে শিশু

7.5.4 - মেধাবী এবং সৃজনশীল শিশু

7.5.5 – অন্যান্য-পিছিয়ে পড়া বা অনুন্নত সম্প্রদায়, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়, ভৌগোলিক বাধা

7.6 – সারাংশ

7.7 – প্রস্তাবিত পাঠ এবং প্রসঙ্গ

7.8 – পঠন অন্তিম অনুশীলনী

নোট

7.0 ভূমিকা

প্রতিটি শিশু তার জাতির কাছে গুরুত্বপূর্ণ। তারা হল দেশের ভবিষ্যৎ নাগরিক। প্রতিটি নাগরিকের প্রচেষ্টার ফলে জাতির উন্নয়ন সম্ভব। সকল শিশুর স্বাস্থ্য, সুখ, উন্নতি, সুরক্ষা এবং সাফল্যের বিষয়ে জাতি উদ্বিগ্ন। শিশুর অবৈতনিক এবং বাধ্যতামূলক শিক্ষার অধিকার আইন (RTE Act 2009) খুব গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ শিক্ষার লক্ষ্যে পৌঁছানোর ক্ষেত্রে। জাতীয় কর্মকান্ডকে বাস্তবায়িত করতে শিক্ষক হিসেবে আমাদের উপর চূড়ান্ত দায়িত্ব বর্তায়। এইভাবে আমাদের সক্রিয় অংশগ্রহণ সকল শিক্ষার্থীকে তাদের বৈষম্যের নির্বিচারে শক্তি প্রদান করতে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষার্থীদের মধ্যে বৈষম্য দেখা যেতে পারে শিখন সামর্থে, আর্থ সামাজিক পরিস্থিতিতে, সংস্কৃতিক বৈপরীত্যে অথবা আবেগপ্রবণ স্বভাবগত আচরণে। শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রতিটি শিশুর সমান সুযোগ প্রয়োজন তার আশাব্যঞ্জক উন্নতির জন্য। অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা উপরোক্ত এই দৃষ্টিভঙ্গির সম্মুখীন হতে নির্দেশমূলক নীতি প্রকাশ করতে সচেষ্ট হয়েছে। এই এককে প্রথমে আমরা শিখব অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা কী। আমরা বুঝব যে কেন আমরা এই নীতিসমূহ পালন করব এবং যে যে প্রভাবক অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা পদ্ধতির ক্ষতিসাধন করছে সেগুলো জানব। আসুন আমরা এমন একটি শ্রেণিকক্ষে শিক্ষকের ভূমিকা বুঝতে পারার চেষ্টা করি। চূড়ান্তভাবে আমাদের একটি স্বচ্ছ ধারণা হওয়া উচিৎ সেসকল শিশুর প্রতি যারা শ্রেণিকক্ষে মানিয়ে চলার জন্য লড়াই করে। যখন আমরা এই এককটি পড়ব, প্রতি ধাপে আমরা আমাদের ভূমিকা বিশ্লেষণ করব।

7.1 শিখন উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করার পর আপনি সক্ষম হবেন—

- অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা কী তা ব্যাখ্যা করতে
- অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষার চাহিদা বিচার করতে
- একীভূত শিক্ষা এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষার পার্থক্য করতে
- অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষার প্রভাবকসমূহের তালিকা তৈরি করতে
- শ্রেণিকক্ষ এবং বিদ্যালয়ে অন্তর্ভুক্তি সুনিশ্চিত করতে শিক্ষকের ভূমিকা বর্ণনা করতে

7.2 অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষার ধারণা

আমাদের গণতান্ত্রিক দেশে সুযোগের সমান অধিকার নাগরিকদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ। সাংবিধানিক অধিকার থাকা সত্ত্বেও অপ্রথাগত পৃথকীকরণ আমাদের উপর বর্তায়। নানা বিধিনিষেধ আরোপিত হয় সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, দৈহিক, বুদ্ধিগত এবং আচরণগত পরিস্থিতির ভিত্তিতে।

নোট

এটা শুধু অগণতান্ত্রিক নয় অস্বাভাবিকও বটে। প্রকৃতির নিয়মে পৃথকীকরণ খাটে না। সূর্যের কোনো বাধানিষেধ নেই আলো ও উত্তাপ ছড়ানোর ক্ষেত্রে তেমন বাতাসও পৃথিবীতে কারোকে বঞ্চিত করে না। প্রকৃতি সকলকে সমান সুযোগ দেয় ক্ষমতার পরিপূর্ণ উন্নতি করতে।

কিছু বিদ্যালয় কয়েকজন শিক্ষার্থীকে ভর্তি করতে চায় না। কেন? কয়েকজন শিশু শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়। তারা কারা? শিক্ষায় পৃথকীকরণের অভ্যাস সমাজের বুকে বিদ্যালয়মুখী শিশুদের বিদ্যালয়ে যাওয়ার অধিকার ছিনিয়ে নেওয়ার নামান্তর। এই পরিস্থিতিতে ব্যক্তিভিত্তিক ক্ষমতা সম্পূর্ণরূপে অবহেলিত হয়। এইসব চিন্তা করে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক কর্মসূচিতে বিদ্যালয়ে কোনোরকম পৃথকীকরণ ছাড়া সকল শিশুকে অন্তর্ভুক্ত করার প্রচেষ্ট শুরু হয়েছে। সুতরাং সকল শিক্ষা পরিকল্পনা এবং নীতি এমন এক শিক্ষা ব্যবস্থার কথা বলছে যা সকল শিশুকে শিক্ষায় সমান সুযোগ প্রদান করবে। পৃথিবীব্যাপী গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় এই দর্শন মেনে কাজ চলছে। শিক্ষাক্ষেত্রে এই নীতি অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা নামে পরিচিত হয়েছে। অন্তর্ভুক্তি হল শিশুদের মধ্যে অন্তরশক্তি এবং আত্মবিশ্বাস বাড়ানোর রূপরেখা তৈরি করা। অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা বিষমতাকে মূল্য দেয় কিন্তু বাহ্যিক প্রভাবকের অনাবশ্যক সীমাবদ্ধতাকে প্রশ্রয় দেয় না।

"The problem is not to wipe out the differences but how to unite with the differences intacte."

—Rabindranath Tagore

7.2.1 অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষার অর্থ এবং প্রকৃতি :

পেশাদার হিসেবে একজন চিকিৎসক একসাথে একজন রোগীর চিকিৎসা করতে পারেন; একজন আইনজীবি একসাথে একজনকেই পরামর্শদান করতে পারেন। কিন্তু একজন পেশাদার হিসেবে আমরা একসাথে একদল কচি মন নিয়ে কাজ করি। এই চিন্তাভাবনায় একটি দলের প্রতিটি সদস্যের মূল্য দিয়ে গুণগত শিক্ষা প্রদান করাই অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা। আপনি বিস্মিত হতে পারেন যে আপনি এই কাজটি করেছেন কিন্তু এই অভ্যাসের কোনো নির্দিষ্ট নাম ছিল না। আপনি সঠিক; প্রাচীনকাল থেকেই আমরা অসম পটভূমিতে থাকা সত্ত্বেও এমন প্রতিটি শিশুকে শিক্ষা প্রদান করে এসেছি। আমাদের প্রতিটি শিশুকে তাদের ক্ষমতা অনুযায়ী তৈরি করতে হবে এবং তাদের আত্মনির্ভর এবং সামাজিক প্রতিভূ হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। দেরিতে হলেও শিক্ষা জগতের বিভিন্ন বিভাগ থেকে চাপ সৃষ্টি করার দরুন আমরা এই গণতান্ত্রিক আদর্শের অভ্যাসে অভ্যস্ত হয়েছি। আসুন আমরা এখন শিখি যে শিক্ষাক্ষেত্রের দৃষ্টিভঙ্গিতে অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা কী?

অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা হল একটা পথ যাতে শিক্ষাব্যবস্থায় অবহেলিত বা ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় আছে এমন সকল শিশুকে শিক্ষাদান করা যায়। এটি সাধারণ শিক্ষা গ্রহণের জন্য উপযুক্ত পরিসরে একসাথে সকল শিক্ষার্থীর শিক্ষার সুযোগ করে। শিক্ষাব্যবস্থার চূড়ান্ত সমালোচক হলেন পিতামাতা, সমাজ,

নোট

শিক্ষক-শিক্ষিকা, প্রশাসক এবং নীতি নির্ধারক। এদের সকলেরই শিশুদের অসম চাহিদাগুলির প্রতি যত্নবান হওয়া উচিৎ। অসম চাহিদাগুলিকে সমস্যা হিসেবে বিবেচনা না করে অভিজ্ঞতা হিসেবে দেখা উচিৎ।

অন্তর্ভুক্তির শ্রেণিকক্ষে আমাদের প্রধান কেন্দ্রীভূত বিষয় কী হওয়া উচিৎ?

একটা পরিস্থিতির বিচারে এটি দেখা যাক।

লতা চতুর্থ শ্রেণির শিক্ষার্থীদের পাঠদান করার জন্য ভাষাশিক্ষার পাঠ্যপুস্তক থেকে 'আম' পাঠ এককটি প্রস্তুত করছিলেন। তিনি পরিকল্পনা করেন যে এই বিষয়টি তিনি সেই ঋতুতেই উপস্থাপন করবেন যখন প্রচুর পরিমাণে আম পাওয়া যায়। তিনি প্রত্যেক শিশুর থেকে একটাকা করে সংগ্রহ করেন এবং শ্রেণিতে পাকা আম কিনে আনেন। শিক্ষার্থীদের ছোটো ছোটো দলে ভাগ করে দেন। তারা সকলেই স্কুলের কাছে একটা বড়ো আম গাছের নীচে জড়ো হয়। প্রতিটি দলের সামনে দুটি করে আম রাখা হয়। রঙ, গন্ধ, আকার, গঠন পাঠে উল্লেখ করা হয়েছে যেটা শিক্ষিকা পড়িয়েছেন। সব শিক্ষার্থীরাই নতুন শব্দগুলি লিখেছিল যেগুলি পাঠ থেকে এসেছে। শিক্ষিকা তাদের সামনে শব্দার্থগুলি একত্রিত করেন। শিক্ষার্থীরা স্পর্শ করে, গন্ধ নেয় এবং ফলটির যথার্থ আকৃতি পর্যবেক্ষণ করে। 'আমের আকার' যা কিনা খুবই পরিচিত তা শিক্ষিকার শাড়িতে আঁকা আছে তা শিক্ষার্থীরা সনাক্ত করে। তিনি শিক্ষার্থীদের কতকগুলি বিয়ের কার্ড এবং গ্রীটিংস্ কার্ড দেখান যেখানে আমের আদলটি ছাপা রয়েছে। আমের স্বাদ ছাড়া প্রতিটি বিষয় ভালোভাবে ব্যাখ্যা করা হয়। পাঠ এককটি সারসংক্ষেপ করার আগে লতা সব শিক্ষার্থীদের আম গাছের তলায় ধরে রাখা জলে হাত ধুয়ে নেওয়ার নির্দেশ দেয়। প্রতিটি দলের একজন করে শিক্ষার্থী অন্যদের হাত ধোওয়ার জন্য জল ঢেলে দেয়। তিনি প্রতিটি দলের আমগুলি কাটেন। রসাল পুষ্ট হলুদ আমগুলির মিষ্টি স্বাদ শিশু শিক্ষার্থীরা আনন্দ করে উপভোগ করে। সমগ্র পাঠটিতে শিক্ষিকা কী কী করেছিলেন?

- তিনি প্রত্যেকে শিশুকে দলের একজন সদস্য হিসেবে বিবেচনা করেছেন।
- শ্রেণিকক্ষের গঠনবিন্যাস এমনভাবে করেন যাতে শারীরিকভাবে এবং চালচলনগতভাবে সকল শিক্ষার্থীর চাহিদা পূরণ করা সম্ভব হয়।
- সক্রিয়তাভিত্তিক কাজের পরিকল্পনা করেন এমনভাবে যাতে সকল শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণ সুনিশ্চিত করা যায়।
- তাঁর মূল কেন্দ্রীভূত বিষয় ছিল বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের বিষমতা অনুযায়ী উত্তর দেওয়ার রীতি প্রচলন করা।

এইরকম অনেক কিছু আপনি উপরোক্ত বর্ণনা থেকে গ্রহণ করতে পারেন। সেগুলি নিম্নের প্রদত্ত স্থানে তালিকাভুক্ত করুন।

নোট

.....

.....

.....

এইভাবে অন্তর্ভুক্তি হল সকল শিশুর কাছে কার্যকরী শিখন। এটি সমান সুযোগের সামাজিক আদর্শের উপর ভিত্তিশীল। প্রকৃতি এবং মানবতার অংশ হিসেবে বৈষম্য বা বৈপরীত্যকে গ্রহণ করে তার প্রতি শ্রদ্ধার নীতিতে এই রীতির ভিত্তি রচিত হয়েছে।

7.2.2 অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা এবং গুরুত্ব

প্রতিটি শিশুর শিক্ষা গ্রহণের অধিকার আছে। জাতির উন্নয়নের জন্য সমাজের বিভিন্ন ধরনের মানুষের প্রয়োজন আছে। অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা এটি পূরণ করার জন্য গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে। আসুন আমরা বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা পর্যবেক্ষণ করি।

মানবাধিকার

- সকল শিশুর একসাথে শিক্ষ গ্রহণের অধিকার আছে।
- কোনো কেউ শিশুদের পৃথক করতে পারেন না তাদের শিখন ক্ষমতা, সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও পারিবারিক পটভূমির সাপেক্ষে।

শিক্ষা:

- গবেষণা বলছে শিশুরা অন্তর্ভুক্তির পরিসারে শিক্ষাগতভাবে এবং সামাজিকভাবে উন্নতি করতে পারে।
- অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা হল শিক্ষা সম্পদের ব্যবহার করতে অধিক কার্যকরী।

সামাজিক

- সব শিশুরা তাদের মধ্যে বিভিন্ন জনের সাথে সম্পর্ক গড়তে পারে যেটি তাদের জীবনে মূলস্রোতে যাওয়ার জন্য উপযোগী।
- অন্তর্ভুক্তির প্রচ্ছন্ন বিষয় হল শিশুদের মধ্যে ভয় কমিয়ে বন্ধুত্ব গড়ে তোলা।
- প্রত্যেক বন্ধুর প্রতি পারস্পরিক শ্রদ্ধা, বোঝাপড়া এবং ভালোবাসা বেড়ে ওঠে

মনোবিজ্ঞানসম্মত:

- দলের মধ্যে প্রতিটি শিশুর স্থান নিশ্চিত ও নিরাপদ-এই বোধ তাদের মধ্যে জাগিয়ে তোলে।
- বৈষম্যের মাঝেও প্রত্যেকের মধ্যে আত্মবিশ্বাস জাগিয়ে তোলে।

নোট

অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা বিভিন্ন পথে শিশুদের উন্নয়নে সাহায্য করে। নির্দিষ্ট প্রতিস্পর্দ্ধিতাসম্পন্ন শিশুদের শারীরিক, বৌদ্ধিক, সামাজিক এবং অঙ্গসঞ্চালনগত উন্নতি ঘটতে পারে। যখন চারপাশের সাধারণ পরিবেশ প্রতিস্পর্ধী শিশুদের সাথে মানিয়ে চলে তখন তারাও উন্নতি করতে পারে এবং ভালো কাজের পরিচয় রাখতে পারে। বিদ্যালয়ের শিশুরা তাদের ধৈর্য্যের উচ্চসীমার উন্নতি ঘটাতে পারে সাধারণের থেকে আলাদা এমন মানুষ জনের সাথে এবং বঞ্চিত মানুষজনের সাথে মানিয়ে চলার জন্য। যখন আমরা শিশুদের শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে দূরে রাখি সমাজের বুকে একটা দাগ বা কলঙ্ক তৈরি হয়। পরবর্তী ক্ষেত্রে এদের সমাজের কোনো কাজে অন্তর্ভুক্ত করা কঠিন হয়ে যায়। এইভাবেই অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা বৈচিত্র্যকে বা বৈষম্যকে গুরুত্ব দিয়ে অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজের গ্রহণযোগ্যতা বাড়িয়ে তুলেছে।

অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষার উপকারিতা

- অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা দারিদ্র এবং বর্জনের চক্র ভাঙতে সাহায্য করে।
- এটি শিশুদের পরিবার এবং সমাজের সাথে থাকতে অনুপ্রাণিত করে।
- বিদ্যালয়ের পরিবেশ সকল শিক্ষার্থীদের উন্নতি করতে পারে।
- পৃথকীকরণ যা কিনা সমাজের সর্বস্তরে ছড়িয়ে আছে তা জয় করতে সাহায্য করতে পারে।
- জাতির উন্নয়নের জন্য প্রত্যেকের অন্তর্ভুক্তিকরণকে উৎসাহিত করে।

আপনি আপনার চিন্তাভাবনায় অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষার প্রাসঙ্গিকতার আরো উদাহরণ তালিকাভুক্ত করতে পারেন।

.....

.....

.....

7.2.3 অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা অন্যান্য সম্পর্কিত ধারণা থেকে সম্পূর্ণ পৃথক

অনেক বছর ধরে 'একীভূত শিক্ষা' নামক শব্দটির জায়গায় 'অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা' স্থান পেয়েছে। শিক্ষাক্ষেত্রে কর্মরত বহু মানুষ দুটি পদকেই এক বা সমান হিসেবে বিবেচনা করে এসেছেন। তারা মনে করেন এটা শুধুমাত্র নামের পরিবর্তন। কিন্তু অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষার অর্থ একীভূত শিক্ষার অর্থের থেকে ব্যাপক বা বিস্তৃত। একীভবন এবং মূলস্রোতীকরণ পদ দুটি বছরের পর বছর ধরে ব্যবহার হয়ে আসছে শিক্ষাক্ষেত্রে অক্ষমতাযুক্ত শিশুদের পৃথকীকরণ বন্ধ করার প্রয়াস চিহ্নিত করার জন্য। অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা একটি বিস্তৃত শব্দ বা পদ যেটি শিক্ষাক্ষেত্রে শিশুদের পৃথকীকরণ বন্ধ করে।

মূলস্রোতীকরণ:

প্রাথমিকভাবে সাধারণ শিক্ষাক্ষেত্রে অক্ষমতাযুক্ত শিশুদের শিক্ষাদান করার প্রতি নজর দিতে একটা প্রয়াস তৈরি হয়েছিল। এই অনুযায়ী বিশেষ বিদ্যালয়গুলি অক্ষমতাযুক্ত শিশুকে কোনো শ্রেণিতে অথবা পাঠ্যক্রমের জন্য নির্বাচিত হওয়ার উপযুক্ত হতে প্রস্তুত করেছিল। বহু শিশু বিশেষ ব্যবস্থাপনা থেকে সাধারণ শিক্ষাক্ষেত্রে স্থানান্তরিত হওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়েছিল। এখানে প্রস্তুতি বলতে বিদ্যালয়ের পঠন-পাঠনের চাহিদা এবং সামাজিক চাহিদার সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারার কথা বোঝানো হয়। এই পদ্ধতি মূলস্রোতীকরণ নামে পরিচিত।

একীভবন:

একীভবন কথাটি ব্যবহার হয় শিক্ষাক্ষেত্রে কোনো কমসূচি বা কার্যক্রমে অক্ষমতাহীন শিশুদের মাঝে অক্ষমতাযুক্ত শিশুদের অংশগ্রহণ ব্যাখ্যা করতে। এখানে অংশগ্রহণের দায়িত্বভার ছিল শিশুর উপর। শ্রেণিকক্ষ এবং বিদ্যালয় শিক্ষণ-শিখনের পদ্ধতি অথবা উপকরণের সাথে শিশুর চাহিদা এবং প্রয়োজনকে মানিয়ে নেওয়ার উপযুক্ত ছিল না। স্থানান্তরণ ছিল অনেক বেশী সময়সাপেক্ষ।

অন্তর্ভুক্তিকরণ:

উপরোক্ত চিন্তাসমূহ বা ধারণা নিঃসন্দেহে একটি বিস্তৃত এবং গণতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রস্তুত করার ক্ষেত্র তৈরি করে—অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা। এটি বিদ্যালয়ের পুনর্গঠন করার কথা বলে যেখানে একটা সাধারণ পরিবেশে সকল শিশু কোনো পৃথকীকরণ ছাড়া শেখার সুযোগ পেতে পারে। অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষার সাধারণ দর্শন একই শ্রেণিকক্ষে সকল শিশুর জন্য শিক্ষার গুণগতমান উন্নয়ন করতে, শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীর মধ্যে সুস্থ-স্বাভাবিক সম্পর্ক গড়তে এবং ভালো শিক্ষকতা অভ্যাস করার সুযোগ দেয়। সাধারণ শ্রেণিকক্ষের পরিবেশ প্রত্যেকের চাহিদা পূরণের উপযুক্ত হয়। একীভবন অনুযায়ী স্থান সংক্রান্ত এবং সময় সংক্রান্ত ব্যবস্থাপন সদ্ব্যবহৃত হয় পাঠ্যক্রমের অভিযোজন অতিরিক্ত সময় প্রদান, শিক্ষণের উপযুক্ত পদ্ধতির সাথে অভিযোজন এবং পূর্ণবয়স্কদের অতিরিক্ত সাহায্যের মাধ্যমে শিশুর সুবিধা লাভে।

অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা এবং একীভূত শিক্ষার মধ্যে পার্থক্য:

দু'য়েরই একটি সাধারণ লক্ষ্য আছে যে দুটিই অক্ষমতাযুক্ত শিশুদের সাধারণ বিদ্যালয়ে যোগদানকে বিবেচনা করে। এই সাধারণত্ব ছাড়া উভয়ই বিভিন্ন দিক থেকে আলাদা।

একীভবন হল এমন এক পদ্ধতি যা অক্ষমতাযুক্ত শিশু এবং অল্প বয়সী মানুষজনকে মূলস্রোতের বিদ্যালয়ে উপযোগী করে। ব্যবস্থাপনার সাথে শিশুকে উপযুক্ত করতে একীভবন জোর দেয়। একীভবনে অক্ষমতাযুক্ত শিশুদের অন্য ব্যবস্থায় উপযোগী হতে প্রস্তুত হতেই হয়। শিশুকে প্রস্তুত করার সময় শ্রেণিকক্ষের চাহিদার সাথে মানিয়ে নেওয়ার উপযুক্ত হওয়ার দিকে আলোকপাত করা হয়। উদাহরণস্বরূপ, শ্রবণ অক্ষমতাযুক্ত শিশুদের উপযুক্ত শব্দ বিবর্ধকের (শ্রবণযন্ত্র) সাথে মানিয়ে চলার উপযোগী হতে হবে। শ্রবণ-বাক্ প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে সম্পদ কক্ষে। দৃষ্টি অক্ষম এক শিশুকে

নোট

হয় সম্পদ কক্ষে পাঠানো হবে অথবা বিশেষ কোনো কেন্দ্রে ব্রেইল পদ্ধতি শেখার জন্য পাঠানো হবে। অঙ্গসঞ্চালনগতভাবে অক্ষম এক শিশুকে চলমান সহায়ক দেওয়া হবে। বিদ্যালয়ের বা শ্রেণিকক্ষের ভৌত পরিকাঠামো রূপান্তরিত হবে যাতে শিশু মুক্তভাবে বিদ্যালয়ে ঘোরাফেরার সুযোগ পায়। জনসাধারণের মানসিকতার পরিবর্তন আনতে এই প্রয়াস স্বাগত। একীভবন নিঃসন্দেহে অন্তর্ভুক্তিকরণকে কার্যকরী করার ক্ষেত্র রচনা করে। অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা একটা পদ্ধতি যা সকল শিক্ষার্থীকে সব পরিস্থিতিতে গ্রহণ করে। অন্তর্ভুক্তিকরণ একটা শিশুকে পরিবর্তিত করার চেয়ে সমগ্র ব্যবস্থাটির পরিবর্তন করার উপর জোর দেয়। অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষায় অক্ষমতাযুক্ত শিশু এবং অন্যান্য অবহেলিত শিশু যারা ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় রয়েছে তারা পরিপূর্ণ সময়ের জন্য সাধারণ শ্রেণিকক্ষের সদস্য। এখানে শ্রেণিকক্ষে সক্রিয়তাভিত্তিক কাজে অংশগ্রহণের জন্য প্রতিটি শিশুকে সুযোগ দেওয়ার উপর জোর দেওয়া হয়। এই ব্যবস্থাপনার অভিযোজিত হওয়া দরকার এইভাবে যাতে এটি অভিযোজিত পাঠ্যক্রম, উপকরণ এবং নির্দেশনার উপযুক্ত কৌশলের সাহায্যে শিশুদের চাহিদা এবং প্রয়োজন পূরণ করতে পারে। শিক্ষক-শিক্ষিকা ছাড়া অন্যান্য কর্মীদেরও বিশেষ প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে সহায়ক করে তোলা যেতে পারে। এখানে দক্ষ পরামর্শদাতার সাহায্যও নেওয়া হয়। পাঠ্যক্রমিক এবং সহপাঠ্যক্রমিক কার্যাবলীকে রূপান্তরিত করা হয় এই ভেবে যে সকল শিক্ষার্থী যথাযথভাবে অংশগ্রহণ করতে পারে, কোনো পরিস্থিতিতে অক্ষমতা যেন বাধা হয়ে না দাঁড়ায়।

তালিকা—একীভূত শিক্ষা এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষার মধ্যে পার্থক্যঃ

একীভূত শিক্ষা	অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা
সাধারণ বিদ্যালয়ে অক্ষমতাযুক্ত শিশুর স্থানান্তর	নিকটবর্তী বিদ্যালয়ে অন্যান্য শিশুদের সাথে অক্ষমতাযুক্ত শিশু যারা ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় আছে তারা অবশ্যই একটা স্থান পাবে।
অক্ষমতাযুক্ত শিশুদের কোনো পৃথকীকরণ নয়।	অক্ষমতাযুক্ত শিশু, সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক এবং ভাষাগতভাবে অবহেলিত শিশুদের কোনো পৃথকীকরণ নয়।
শিক্ষার্থীরা অন্য শিক্ষাব্যবস্থায় মানিয়ে নেবে এটি আশা করা হয়।	শিক্ষা ব্যবস্থা শিক্ষার্থীদের চাহিদা অনুযায়ী উপযুক্তভাবে রূপান্তরিত হবে।
অতিরিক্ত সহায়তার জন্য শিশুকে সম্পদ কক্ষে পাঠানো হয়।	সাধারণ শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনীয় সবরকম সহায়তা প্রদান করা হবে।
শিক্ষার্থীদের অসম্পূর্ণতাকে উল্লেখ করা হয়।	নির্দিষ্ট প্রয়োজন অনুযায়ী পাঠ্যক্রমিক এবং সহপাঠ্যক্রমিকক্ক ার্যাবলীর রূপান্তর করা হয় যাতে শিক্ষার্থীরা কখনও নিজেদের অসম্পূর্ণ বা অক্ষম বলে মনে করে না।

নোট

অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষার পরিচয়

ভারতীয় সমাজের অসামান্যতা হল বৈচিত্র্যের মধ্যে একতা। একটি দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা সামাজিক ব্যবস্থার সাথে এক রেখায় বা একযোগে কাজ করে। বিকাশ এবং উন্নতির পথে এখন একতার থেকে বৈপরীত্য বেশী দেখা যাচ্ছে। জাতপাতের বিচার, অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, লিঙ্গ, অসম শহুরে কার্যকলাপ একটা কৃত্রিম বাধা সৃষ্টি করেছে সকল শিশুর শিক্ষা গ্রহণের পথে। এখন জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংস্থা সম্মিলিতভাবে এই প্রতিশ্রুতি দিয়েছে যে সমাজে দলিত বা অবহেলিত শিশুদের অধিকার অনুযায়ী শিক্ষার প্রসার ঘটাতে অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষার বিস্তৃত ছাতার তলায় সকলকে ঐক্যবদ্ধ করা হবে। বৈপরীত্যের প্রসার ঘটলেও শ্রেণিকক্ষে আমাদের একতার অধিকার প্রমাণ করতে সচেষ্ট হতে হবে।

আপনার অগ্রগতি যাচাই করুন—1

1. অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা কী?

.....

.....

.....

2. অন্তর্ভুক্তিমূলক শ্রেণিকক্ষে একজন শিক্ষকের আলোকপাত করার দুটি ক্ষেত্র উল্লেখ করুন।

.....

.....

.....

3. অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষার দুটি উপকারিতা তালিকাবদ্ধ করুন।

.....

.....

.....

4. একীভূত শিক্ষা এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষার যে-কোনো দুটি পার্থক্য উল্লেখ করুন।

.....

.....

.....

নোট

7.3 অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষার ক্ষতিকর প্রভাবকসমূহ

আমরা সকলেই জানি শিক্ষায় অন্তর্ভুক্তিকরণ হল একটা বিশ্বজনীন চিন্তাধারা। এই কর্মসূচীকে সাফল্যমন্ডিত করার জন্য কার্যকরী সকল সংস্থা শিশুদের অধিকারসমূহকে গ্রহণ করেছে। বিদ্যালয়ের উচিৎ সকল শিশুদের চাহিদা পূরণ করা তাদের সক্ষমতা যাই হোক না কেন। মনে হয় যেন এই চিন্তা-ভাবনাটি খুব সাধারণ কিন্তু এই লক্ষ্যে পৌঁছোতে অনেক তাৎপর্যপূর্ণ বাধা সামনে এসে দাঁড়ায়। বহু বিষয় আছে যেগুলি অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষার স্বপ্নপূরণের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। সেইরকম কতকগুলি প্রভাবক সম্পর্কে এই বিভাগে আলোচনা করা হল।

7.3.1 শিক্ষার্থীদের বৈচিত্র্যতা

একই বয়সের একদল শিশুর মধ্যে অনেক বৈষম্য দেখা যায়। শিশুদের মধ্যে তফাত দেখা যায় তাদের গৃহ পরিবেশের পটভূমিতে, শিখন ক্ষমতায়, ব্যক্তিগত চালচলনে যা শিক্ষায় সাফল্য আনে, আচরণে, আগ্রহে এবং প্রতিশ্রুতিতে। এই ব্যাপক বিভিন্নতাকে মনে রেখে একটা দলে নির্দেশনাদান খুবই কঠিন কাজ।

7.3.2 শিক্ষকদের প্রস্তুতি

একটি শিশুর চাহিদা ভিন্নরকম এটি সনাক্তকরণে শিক্ষকের ভূমিকা অনস্বীকার্য। শিক্ষকের এই ব্যাপারে দক্ষতা থাকা দরকার। কিন্তু শিক্ষকের প্রস্তুতি কার্যক্রমে এই বিষয়কে কোনওরকমে উল্লেখ করা হয়। নিত্যকার শ্রেণিকক্ষে বৈষম্যকে সামলাতে শিক্ষকের নির্দিষ্ট বিশেষ প্রশিক্ষণ প্রয়োজন। আমাদের দেশে এই প্রয়োজন পূরণ করা হয় না। সুতরাং অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষার কার্যকরণ করতে শিক্ষকদের বাধাপ্রাপ্ত হতে হয়।

7.3.3 পরিকাঠামো

শ্রেণিকক্ষের অবস্থান, বিস্তৃতিসহ সজ্জাবিন্যাস অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষার বাস্তবায়নে খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রভাবক। আমাদের দেশের বেশীরভাগ বিদ্যালয় শিখনের জন্য উপযুক্ত ন্যূনতম সুবিধা দেওয়ার ক্ষেত্রে শূন্য। অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষাকে সহায়তা করতে শ্রেণিকক্ষের অবস্থান কোলাহল থেকে দূরে হওয়া উচিৎ, উপযুক্ত বায়ুচলাচল ব্যবস্থা থাকা উচিৎ, শ্রেণির ভিতরে ও বাহিরে বাধাহীন চলাচলের জন্য স্থান প্রয়োজন, খেলার মাঠ থাকা উচিৎ এবং পাঠ্যক্রমিক ও সহপাঠ্যক্রমিক কার্যাবলী সম্পাদনের জন্য উপযুক্ত স্থান প্রয়োজন।

7.3.4 সম্পদের সহজলভ্যতা

আমাদের বিদ্যালয়গুলি শিশুদের শিখন পদ্ধতিতে প্রয়োজন এমন সম্পদে পরিপূর্ণ নয়। শিক্ষক নিজেও সকল প্রকার শিখন সহায়ক উপকরণ তথা শিখনে সহায়তাকারী যন্ত্রাদি পরিচালনায় দক্ষ নন। শ্রেণিতে বিভিন্ন শিশুর বিভিন্ন শিখন চাহিদা পূরণ করা শিক্ষকের পক্ষে খুবই মুশকিল যদি না তাঁর কাছে যথাযথ উপকরণ থাকে।

কিছু দলের শিশুদের পরিচালনা করতে পেশাদারের একান্ত প্রয়োজন। চিকিৎসা মনোবিজ্ঞানী, সমাজকর্মী, শ্রবণ পরীক্ষক, বাক্-ভাষা চিকিৎসক, ফিজিওথেরাপিস্ট্, বৃত্তিগত পরামর্শদাতাসহ দক্ষ ব্যক্তিত্বের প্রয়োজন যাঁরা কতিপয় শিশুর শিক্ষায় সাহায্য করে থাকেন। কিন্তু আমাদের খুব কম সংখ্যক মানুষজন এই ক্ষেত্রগুলিতে কাজ করেন। বিদ্যালয়ে বিশেষত গ্রাম্য এলাকার বিদ্যালয়ে উপরোক্ত পেশাদারের সাহায্য পাওয়া খুবই মুশকিল।

"Alone we do so little, together we do so much"—Helen Keller

7.3.5 মূল্যায়ন ব্যবস্থা

আমাদের মূল্যায়ন ব্যবস্থায় এতটাই দৃঢ়তা আছে যে তাতে শিশুদের ভুলভাবে যাচাই করা হয়। বৈষম্যযুক্ত শিক্ষার্থীর জন্য ভিন্ন ধরনের মূল্যায়ন ব্যবস্থা প্রয়োজন। একটি শিশুর সবরকম সক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও যদি সে লিখতে না পারে তাহলে তার কোনো ক্ষমতাই উল্লেখ করা হয় না। যদি একটি শিশুর পঠন এবং লিখন ছাড়া অন্য কোনো উপায়ে মূল্যায়নের প্রয়োজন হয় আমরা সেই শিশুকে আর কোনো আলাদা উপায়ে মূল্যায়ন করি না। এইভাবে শিক্ষার্থী হতাশায় চলে যায় এবং কিছুদিন পর শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে নিজেকে সরিয়ে নেয় যা অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষায় একটা বড় প্রতিরোধক হিসেবে দেখা দেয়।

"Everyone is a genius. But if you judge afish on its ability to climb the tree, it will live its whole life believing that it is stupid—Albert Einstein

আপনার অগ্রগতি যাচাই করুন—2

1. যেকোনো চারটি প্রভাবকের তালিকা তৈরি করুন যেগুলি অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষাকে ব্যাহত করে।

.....

.....

.....

7.4 অন্তর্ভুক্তিমূলক শ্রেণিকক্ষ তৈরি

উপরোক্ত বিভাগে আমরা দেখলাম যে শিক্ষাক্ষেত্রে কতকগুলি বাধা আসছে যেগুলি যথার্থ স্বপ্নপূরণের বিপরীতপন্থী। অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষাকে কার্যকরী করতে কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারের যাই নীতিই থাকুক না কেন সেটি শ্রেণিকক্ষে বাস্তবায়িত করবেন শিক্ষক নিজে। তাই আসুন আমরা শ্রেণিকক্ষে নিজেদের ফলপ্রসূ ভূমিকা সম্পর্কে স্বচ্ছভাবে জানি।

একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক শ্রেণিকক্ষ তৈরিতে শিক্ষক হিসেবে কী ভূমিকা পালন করা উচিৎ?

নোট

7.4.1 শিখন উপকরণের ব্যবহার

শ্রেণিতে শিখনে সাহায্য করতে গেলে বা শিখনের গুণগতমান উন্নত করতে চাইলে শিক্ষকের উপযুক্ত উপকরণের ব্যবহার প্রয়োজন। একটি শিশুকে পুরোপুরিভাবে শ্রেণির শিখনে অংশগ্রহণ করাতে চাইলে বিভিন্ন উপকরণের ব্যবহার অত্যাবশ্যক।

দৃশ্য উপকরণ যেমন—ছবি অথবা প্রতিবিম্ব বা প্রতিকৃতি ব্যবহৃত হয় যেখানে সেটি ব্যবহার করা বাঞ্ছনীয় শিখনকে সহায়তা করার প্রয়োজনে। যদি একটা 'সমুদ্রঘোটক' বা 'তাজমহল'-এর ছবি দেখানো যায় তবে সেটি শুধুমাত্র মৌখিকভাবে পাঠদানের থেকে বেশী ফলদায়ক হবে। মহান ব্যক্তিবর্গের ছবি, দুর্লভ প্রাণী এবং উদ্ভিদের ছবি, ঐতিহাসিক স্থানের ছবি এবং ঘটনার চিত্রায়ণ শিশুদের সঠিক দিকে চিন্তা করতে সাহায্য করে।

স্পর্শকাতর উপাদানসমূহ যেমন প্রকৃত বস্তু অথবা প্রতিরূপ কোনো বিষয়ের ধারণা স্পষ্ট করে। যথার্থ প্রতিরূপ ছাড়া প্রিজমের গঠন যতই বক্তৃতা পদ্ধতিতে পাঠদান করা হোক বা ছবি দেখানো হোক কোনোভাবে ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। শরীরের ভিতরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, ত্রিমাত্রিক জ্যামিতিক গঠন সবচেয়ে ভালোভাবে ব্যাখ্যা করা সম্ভব হবে প্রতিরূপের সাহায্যে। স্পর্শ উপাদান হতে পারে প্রকৃত বস্তু যেগুলি সহজলভ্য যেমন জবা ফুল। একটি ফুলের গঠন ব্যাখ্যা করতে জবাফুল ব্যবহার করা যেতে পারে যেহেতু এটি সহজে জোগাড় করা সম্ভব হয়। একটা সত্যিকারের আম ফলের রাজা'র পরিচয় দিতে ব্যবহার করা যায়।

আমাদের আশপাশের পরিবেশ শিখন সহায়ক উপকরণে সমৃদ্ধি হয়ে রয়েছে। বিরুৎ, গুল্ম, বৃক্ষ, আরোহী, লতানে প্রভৃতি উদ্ভিদ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা তৈরি করানো যেতে পারে আমাদের আমাদের আশপাশের পরিবেশের সাহায্যেই। এছাড়া পোস্ট অফিস, ব্যাঙ্ক এবং ডাক্তারখানা বা চিকিৎসাকেন্দ্র দেখিয়ে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে সেইসব কেন্দ্রে কিভাবে লোকজন কাজ করেন এবং আমাদের উপকার করেন।

হাতের কাছে পাওয়া যায় এমন উপাদান দিয়ে নানারকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে শিশুদের শিখনকে সুনিশ্চিত করা একটা অন্য উপায়। একটা স্বচ্ছ প্লাস্টিকের ঢাকনা এবং এক টুকরো সুতো ব্যবহার করা যেতে পারে গাছের পাতা দিয়ে বাষ্পমোচন প্রক্রিয়া দেখানোর ক্ষেত্রে। পরিত্যক্ত কার্ড ব্যবহার করে উপপাদ্যের প্রমাণ নিপুণতার সাহায্যে করা যায় এবং জ্যামিতিক চিত্রের ক্ষেত্রফল নির্ণয়ের সূত্র প্রতিষ্ঠা করাও সম্ভব হয়।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বৈদ্যুতিন যন্ত্রচালিত শিখন উপকরণের সীমাহীন ব্যবহারের সুযোগ দেয়। আমরা যদি জানি যে কীভাবে কম্পিউটার ব্যবহার করতে হয় তাহলে এর সাহায্যে আমরা প্রকৃত উপাদান না এনে অনেক বিষয় শ্রেণিতে উপস্থাপন করতে পারি। সমস্ত বিদ্যালয়ে কোথাও প্রিজ্‌ম্‌ নেই। কিন্তু আমরা প্রিজ্‌ম্‌-এর ত্রিমাত্রিক চিত্র দেখাতে পারি যেখানে চলমান চিত্রের সাহায্যে প্রিজ্‌ম্‌-এর সকল দিকই দেখানো সম্ভব। কম্পিউটার বহুমাধ্যমের সহায়তায় আমরা এটিও দেখাতে

নোট

পারি যে কীভাবে আমাদের শরীরে পরিপাকতন্ত্রে জটিল পদ্ধতিতে খাদ্যদ্রব্য পরিপাক হচ্ছে। কম্পিউটার-এর সহায়তায় শ্রবণ, দর্শন এবং মুদ্রণের মাধ্যমে এটিও প্রদর্শন করা যেতে পারে যে কীভাবে বিভিন্ন প্রকার রাসায়নিক বন্ধনে ইলেকট্রনস্ (Electrons) অংশগ্রহণ করে।

শিক্ষণে শিক্ষকের তৈরি স্বল্পমূল্যের শিখন উপকরণ ব্যবহার করা হল সবচেয়ে ভালো। আমাদের আশেপশে পড়ে থাকা কাঁচা উপাদান দিয়েও শিক্ষক শিখন উপকরণ প্রস্তুত করতে পারেন। একবার আমরা যদি এইসব অব্যবহৃত বা পরিত্যক্ত উপাদানসমূহকে শ্রেণিতে পাঠদানকালে ব্যবহার করতে শুরু করি তাহলে আমাদের আশপাশের সব জিনিসই ব্যবহারযোগ্য মনে হবে। শিশুদের আনন্দ সহকারে সক্রিয়তাভিত্তিক অংশগ্রহণ শিক্ষককে আশপাশের সকল জিনিসকে সৃজনশীল মন নিয়ে দেখতে অভ্যস্ত করে। বিবাহের রঙীন কার্ডগুলি দিয়ে বিভিন্ন প্রকারের বাড়ির আকার তৈরি করা যায়। ফলের বীজ দিয়ে সংখ্যা গণনার কাজ শেখানো যায় যা শিশুরা আনন্দ করে শেখে। সাটিনের সরু ফিতে দিয়ে রঙীন সীমারেখা টানা যায় আমাদের দেশের রাজ্যগুলির সীমানা চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে। পুরোনো ম্যাগাজিনগুলি শিখন উপকরণ তৈরি করার কাজে সোনার খনি হিসেবে বিবেচনা করা যায়। এই রকম বহু কিছু আছে যেগুলি শিখন উপকরণ প্রস্তুতিতে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আসুন আমরা শুরু করি; আমরা আমাদের তফাতটা উপভোগ করি। বিভিন্ন ধরনের শিখন উপকরণের শ্রেণির শিখনে শিশুদের সক্রিয়তাভিত্তিক অংশগ্রহণ করানোর ক্ষেত্রে একটা বড়সড় ভূমিকা আছে। শিখন উপকরণ ব্যবহার করা হলে শিশুরা একঘেয়েমি থেকে বেরিয়ে এসে প্রতিদিন বিদ্যালয়মুখী হয়।

7.4.2 ভৌত পরিবেশের রূপান্তর

একটা জায়গা যেখানে আমরা থাকি সেটি সব দিক থেকে উপযুক্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। যদি একটি শিশু বিদ্যালয়ে কোনো স্থান থেকে কোনো স্থানে যেতে সমস্যা বোধ করে তাহলে শিশুর প্রয়োজন পূরণে সেই স্থানের পরিবর্তন বা রূপান্তর দরকার। শ্রেণিকক্ষ ওপরতলা থেকে নীচতলায় স্থানান্তরিত করতে হতে পারে যদি শিশুটির সিঁড়িতে উঠতে অসুবিধা হয়। শ্রেণিকক্ষটি দূরবর্তী স্থান থেকে প্রধান ফটকের কাছাকাছি আনতে হতে পারে যদি শিশুটির দূরের শ্রেণিতে পৌঁছোতে কষ্টবোধ হয় বা প্রচুর সময় লাগে।

শ্রেণিকক্ষের ভিতরের স্থান হল মনোযোগ আকৃষ্ট করার অন্য আরেকটি বিষয়। শ্রেণিকক্ষে আসবাবপত্রের সজ্জারীতি কখনই শিশুর অবাধ চলাচলের ক্ষেত্রে যেন বাধা হয়ে না দাঁড়ায়। শিশুদের আসন গ্রহণের সজ্জাবিন্যাস যেন তাদের চাহিদা এবং প্রয়োজন অনুযায়ী হয়। যেমন একটি শ্রবণ প্রতিস্পর্ধী শিশুকে সর্বদা প্রথম সারিতে স্থান দিতে হবে যেখান থেকে সে শিক্ষকের প্রতিটি কথা ভালোভাবে শুনতে পায় এবং ওষ্ঠপাঠ করতে পারে। একটি শিশু যার শিক্ষকের সম্পূর্ণ মনোযোগ সর্বদা প্রয়োজন তাকে এমন জায়গায় বসাতে হবে যাতে সে খুব সহজে সর্বদা শিক্ষকের কাছে যাতায়াত করতে পারে। আবার একটি শিশু যে দেখতে অসুবিধা বোধ করে তাকে এমন স্থানে

নোট

বসাতে হবে যেখান থেকে সে ব্ল্যাকবোর্ডটি স্পষ্টভাবে দেখতে পায় এবং কোনো উজ্জ্বল আলো যেন তার মুখের ওপর না পড়ে।

শ্রেণিকক্ষের ভিতরের এবং বাইরের আওয়াজ নিয়ন্ত্রণে থাকা দরকার। শব্দ সৃষ্টিকারী আসবাবসমূহ শব্দ প্রতিরোধকারী উপাদান যেমন রাবার প্যাড দ্বারা আচ্ছাদিত করে লাগানো উচিৎ যাতে অতিরিক্ত শব্দ বাধা পায়। যতটা সম্ভব প্রাকৃতিক আলো হাওয়া চলাচল করতে পারে সে ব্যবস্থা থাকতে হবে। অনেক শিশুরা বৈদ্যুতিন আলো ও পাখায় অসুবিধা বোধ করে। শ্রেণিতে চার্ট ঝোলালে চার্টের দোলার আওয়াজ অনেক সময় শিশুদের অন্যমনস্ক করে তোলে। তাই শ্রেণির দেওয়ালে চার্টটি লাগিয়ে দেওয়াই শ্রেয়।

উপরোক্ত সবকিছু ঠিকঠাক রাখা ছাড়াও আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল পরিচ্ছন্নতা। শ্রেণির পরিচ্ছন্ন বজায় রাখার ক্ষেত্রে শিক্ষক হিসেবে আমাদের একটি বড় ভূমিকা আছে। শিক্ষার্থীদের মধ্যে পালাবদল করিয়ে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করার দায়িত্বভার অর্পণ করা যেতে পারে। সঠিক পরিকল্পনা এবং রুচিমাফিক দেওয়ালে চার্ট এবং নানাবিধ উপকরণ ঝোলাতে হবে। শ্রেণিকক্ষের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা এবং সঠিক সজ্জাবিন্যাস শিশুদের শিখনের জন্য প্রস্তুত করে তোলে।

7.4.3 শ্রেণিকক্ষ ব্যবস্থাপনার সাধারণ প্রকৌশল আয়ত্ত

যখন একই শ্রেণিতে ভিন্ন চাহিদা সম্পন্ন শিশুরা থাকে আমাদের তখন নানা চ্যালেঞ্জ বা দ্বন্দ্বযুদ্ধের সম্মুখীন হতে হয়। আমাদের নানা কৌশল অবলম্বন করতে হয় যেগুলি পরিস্থিতির উপর ভিত্তি করে রচিত। হ্যাঁ আমাদের প্রস্তুতি রোজকার পরিচালিত শ্রেণিকক্ষে সকল ভিন্নতাকে সঠিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে সাহায্য করে।

সুরজ তার দুষ্ট স্বভাবের জন্য পরিচিত। সে তার চারপাশে বসে থাকা সহপাঠীদের বিরক্ত করতে পছন্দ করে। যদি আমরা তার ব্যবহার নিয়ে স্পর্শকাতর হই তবে একবার তার দিকে তাকিয়ে জানিয়ে দিই যে ''আমি তোমাকে লক্ষ্য করছি'' সে সচেতন হয়ে যাবে। প্রিয়া সাথীর চুল টানতে আনন্দ পায় যেহেতু সাথী খুব শান্ত এবং কখনও সে শিক্ষককে নালিশ করে না। প্রিয়ার আচরণের পরিবর্তন ঘটাতে চাইলে হয় তার আর না হলে সাথীর বসার জায়গার পরিবর্তন করতে হবে। এই দুই পরিস্থিতিতে যদি আমরা শিক্ষার্থীদের সামনে একটা দীর্ঘ বক্তৃতা রাখি যে কীভাবে শ্রেণিকক্ষে আচরণ করতে হবে তবে সেটা আমাদের কাছে সময় নষ্টেরই নামান্তর হবে এবং কোনোভাবেই আমাদের ইচ্ছা শিক্ষার্থীদের কাছে গুরুত্ব পাবে না। অনিল তার শিক্ষকের এবং সহপাঠীদের মনোযোগ আকর্ষণ করার জন্য জোরে চিৎকার করে। যদি অনিল সময়মতো শ্রেণিতে সঠিক উত্তরপ্রদান করতে পারে তবে তার প্রচেষ্টাটি প্রশংসিত করা হবে, সে এইরকম শব্দ বা আওয়াজ করা থেকে বিরত হবে। শুভা তার সব অঙ্কের ক্লাসে সমস্যার সমাধান করতে অত্যন্ত পরিশ্রম করে। যখন শ্রেণিতে অন্যান্যরা নিজেদের কাজে মগ্ন থাকে তখন শিক্ষক তার পাশে বসে থেকে সমস্যার সমাধান করতে তাকে সাহায্য করেন। রমা ব্ল্যাকবোর্ড থেকে লেখা খাতায় তুলতে চায় না কারণ সে দেখেছে

নোট

লেখায় তার ছোটোখাটো ভুল হয়। শিক্ষক তার কাছে যান এবং ব্ল্যাকবোর্ড থেকে লেখা খাতায় তুলতে উৎসাহিত করেন। সন্তোষ অনেক কষ্ট করে পড়ে এবং পড়ার সময় অনেক ভুল হয়। সারা ক্লাস হাসে এবং সে অপমানিত বোধ করে। শিক্ষক তাকে অন্য কাজ দেন যেটিতে সে অন্যদের ছাড়িয়ে যায়। খুব বেশী প্রচেষ্টা না করেও তার আত্মবিশ্বাসের মাত্রা বাড়ে।

শ্রেণিকক্ষ পরিচালনা বা শ্রেণিকক্ষ ব্যবস্থাপনা আমাদের অভিজ্ঞতার সাথে শোধিত হয়। খুব কম সময় এবং প্রচেষ্টা দিয়ে দিনের পর দিন সমস্যাগুলিকে সামলানো যায়। সব কিছুর মূলে প্রয়োজন হয় শ্রেণিতে শিশুদের প্রতি আমাদের ভালোবাসা এবং বিশ্বাস।

7.4.4 শিশুর বন্ধুত্বপূর্ণ মূল্যায়ন ব্যবস্থার প্রচলন

অন্তর্ভুক্তিমূলক শ্রেণিকক্ষে দৃঢ় বা কঠোর মূল্যায়ন ব্যবস্থা বাস্তবিক নয়। মূল্যায়নের দ্বারা শিশু কি করতে পারে না সেটির থেকে কি করতে পারে তা যাচাই করা উচিৎ। আমরা দেখব যে কীভাবে শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে সকল শিক্ষার্থীকে মূল্যায়ন ব্যবস্থার সাথে খাপ খাইয়ে নিতে পারেন।

শ্রুতি চতুর্থ শ্রেণির এক ছাত্রী। সে শ্রেণির পাঠ অনুসরণ করতে সক্ষম। কিন্তু মৌখিক পরীক্ষায় শিক্ষক যখন তাকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন সে বলতে পারে না। তার সমস্যা হল হয় সে ভাষায় প্রকাশ করতে পারে না আর নাহলে শিক্ষকের সামনে উত্তর দিতে লজ্জা বোধ করে। আমাদের বিবেচ্য বিষয় হল তার শিখন স্তর সম্পর্কে জানা, তার প্রকাশ করার ক্ষমতা সম্পর্কে জানা নয়। এই পরিস্থিতিতে একজন শিক্ষক হিসেবে সবচেয়ে ভালো অন্য আর কী ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে তার শিখন স্তর নির্ধারণ করার জন্য? আমরা উত্তর পাওয়ার জন্য রূপান্তরিত বা পরিমার্জিত করতে পারি এইভাবে যে মৌখিক উত্তর প্রদানের পরিবর্তে কম্পিউটারের মাধ্যমে, ছবির মাধ্যমে অথবা শিশুর ক্ষমতা বা দক্ষতার সাপেক্ষে লিখিত আকারের সাহায্যে উত্তর গ্রহণ করা যেতে পারে। এটি হল **পরিমার্জন কৌশল।**

এক শিশু যে কিনা তার দেখার সমস্যার জন্য মুদ্রিত লেখা পড়তে অক্ষম শিক্ষকের উচিৎ ছোটো লেখার পরিবর্তে ব্রেইল অথবা বড় আকারের অক্ষরে মুদ্রিত উপাদানের সাহায্যে তার মূল্যায়ন করা। এটি হল **পরিবর্তন কৌশল।**

বিক্রম ১৩ বছর বয়সী সপ্তম শ্রেণির এক ছাত্র। তার সব বিষয়ে বিমূর্ত ধারণা বুঝতে পারার ক্ষমতা বয়সের তুলনায় কম। কিন্তু সে সহজ-সরল প্রশ্নের উত্তর দিতে সক্ষম। কীভাবে একজন শিক্ষক এই ছেলের শিখন স্তর নির্ধারণ করার পরিকল্পনা করবেন? এখানে ভালো হল **বাতিল নীতি গ্রহণ।** শিক্ষক যেহেতু বিক্রমকে জানেন তাই তিনি ছেলেটির শিখন স্তর নিরূপণ করার সময় জটিল বিষয়গুলি বাদ দিয়ে যেমন প্রশ্নের সে উত্তর দিতে পারবে তেমন প্রশ্ন করবেন।

কয়েকটি শিশুর ন্যূনতম পুঁথিগত দক্ষতা নাও থাকতে পারে। কিন্তু তাদের হয়তো অন্য কোনো ক্ষেত্রে পারদর্শিতা আছে। এখানে শিক্ষককে **ক্ষতিপূরণ কৌশল** ব্যবহার করতে হবে এইরকম

নোট

শিশুদের শিখন সামর্থ্য যাচাই করার জন্য। এখানে ব্যক্তিভিত্তিকভাবে বৃত্তিগত ক্ষেত্রে এবং নিজের প্রতি যত্নশীল হওয়ার ক্ষেত্রে দক্ষতা যাচাই করতে হয়।

আমাদের বোধগম্যতার সাপেক্ষে একটি শিশুকে মূল্যায়ন করার ক্ষেত্রে যদি আমরা স্বাধীনতা পাই তাহলে বিদ্যালয় একটি সুন্দর স্থান হবে। পরীক্ষার ভয় শিশুদের মধ্যে থেকে দূরীভূত হবে।

আপনার অগ্রগতির পরীক্ষা—3

চারটি উপায় কী কী যেগুলির দ্বারা মূল্যায়নের কঠোরতা দূর করা সম্ভব হয়?

.....

.....

.....

7.5 শিশুদের শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে বহিষ্কৃত হওয়ার ঝুঁকি

অসংখ্য শিশু এবং যুবক তাদের শিক্ষার অধিকার থেকে বঞ্চিত হয় এবং তারা পর্যাপ্ত পরিমাণে বা যথাযথভাবে বিদ্যালয়ের সুযোগ সঠিক পরিবেশে পায় না। এদের মধ্যে বেশীরভাগের কাছে বিদ্যালয়ের পরিবেশ পথপ্রদর্শক বা উপযুক্ত নয়। তারা হয় পার্শ্ববর্তী বিদ্যালয়ে ভর্তি হতে চায় না অথবা বিদ্যালয় পরিবেশ থেকে বলপূর্বক দূরে চলে যায়। আসুন আমরা সংক্ষিপ্তভাবে সেইসব দলের কথা জানি যারা বিদ্যালয় থেকে দূরে সরে যাওয়ার ঝুঁকিতে আছে।

7.5.1 অক্ষমতাযুক্ত শিশু

অক্ষমতাযুক্ত শিশু শিক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রে অনেক সময় ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় থাকে কারণ তারা তাদের অক্ষমতার দরুন শিক্ষাক্ষেত্রে যথাযথ শিখন স্তরে পৌঁছোতে পারে না। নানাবিধ সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। আমরা সংক্ষিপ্তভাবে সেইসব অক্ষমতা খুঁজব যারা শিক্ষা পদ্ধতিতে ভীতির মুখোমুখি হয়।

(ক) বৌদ্ধিক অক্ষমতা এবং/অথবা শিখন অক্ষমতাযুক্ত শিশু:

শিশুরা যারা মানসিক প্রতিবন্ধকতার বিভিন্ন মাত্রায় আছে তারা তাদের বৌদ্ধিক ক্ষমতার সীমাবদ্ধতার জন্য শ্রেণির পাঠের ন্যূনতম স্তরে পৌঁছোতে অনেক পরিশ্রম করে বা যন্ত্রণা ভোগ করে। শিখনের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় দক্ষতা যেমন—পঠন, লিখন, গণনা করা ইত্যাদিতে নানা অসুবিধা দেখা যায় বিভিন্ন ধরনের শিখন অক্ষম শিশুর। বেশীরভাগ এমন শিশুদের সমস্যাগুলি শ্রেণিকক্ষে পাঠ চলাকালীন শিক্ষকের দ্বারা সনাক্তকৃত হয় না।

(খ) সামাজিক, আবেগগত এবং আচরণগতভাবে অক্ষমতাযুক্ত শিশু:

এমন কিছু নির্দিষ্ট অক্ষমতা আছে যেখানে শিশুরা শ্রেণিকক্ষের কোনো কর্ম সম্পাদনে অংশ নিতে

নোট

অসুবিধা বোধ করে। এটা সামাজিক ক্ষমতার ঘাটতির জন্য হতে পারে আবার আবেগগত টানাপোড়েন অথবা আচরণগত সমস্যার জন্যও অংশগ্রহণে বিমুখ হয়। এহেন শিশুরা সকলের ভুল বোঝার শিকার হয়।

(গ) ভাষা এবং যোগাযোগগতভাবে সমস্যাযুক্ত শিশু:

শিশুদের তাদের সমবয়সী বন্ধুদের সাথে বাহ্যিক দিক থেকে প্রায় একইরকম লাগে। কিন্তু এই সকল শিশুদের মধ্যে অনেকেরই বুঝতে পারার ক্ষেত্রে এবং/অথবা নির্দিষ্ট ভাষায় নিজেদের প্রকাশ করার ক্ষেত্রে বড়সড় সমস্যা থাকে। এহেন শিশুরা বিদ্যালয়ে পড়াশোনা এবং পড়াশোনার বাইরে অন্যান্য কাজে সমস্যার সম্মুখীন হয়।

(ঘ) ইন্দ্রিয়গত সমস্যা:

আমরা বিদ্যালয়ে হঠাৎ এমন শিশুদের দেখতে পাই যাদের দৃষ্টিগত অথবা শ্রবণগত অক্ষমতা রয়েছে। এই সমস্যার সীমা মৃদু থেকে চূড়ান্ত হতে পারে। এই সমস্যা শিশুকে শ্রেণিতে অন্যান্য শিশুদের সাথে পেরে উঠতে দেয় না। ক্ষীণদৃষ্টি এবং মৃদু শ্রবণ অক্ষমতাযুক্ত শিশুদেরও প্রচুর শিক্ষাগত বাধার মুখোমুখি হতে হয়।

(ঙ) শারীরিক ত্রুটি:

বিদ্যালয়ে যাওয়ার বয়সে বহু শিশুদের মধ্যে অঙ্গসংস্থানগত বিকাশের ত্রুটি লক্ষ্য করা যায়। যার ফলে চলাফেরা করতে অথবা সূক্ষ্ম কাজ যেমন লেখা, আঁকা ইত্যাদিতে অসুবিধার সৃষ্টি হয়। অস্থি সংক্রান্ত, স্নায়ু সংক্রান্ত এবং পেশী সংক্রান্ত ত্রুটি বিচ্যুতির জন্য শারীরিক অঙ্গসমূহের সমন্বয় সাধনে বাধা তৈরি হয়। বিদ্যালয়ে এইরকম অসুবিধা মৃদু থেকে চূড়ান্ত মাত্রা পর্যন্ত দেখতে পাওয়া যায়।

(চ) স্বাস্থ্যগত সমস্যা:

এমন কতকগুলি স্বাস্থ্যগত সমস্যা আছে যেগুলি শিশুদের দীর্ঘদিন ধরে বিদ্যালয়ে অনুপস্থিত থাকতে বাধ্য করে। শিক্ষাগ্রহণ থেকে হঠাৎ পিছিয়ে পড়ার বা সরে আসার অন্যতম কারণ হল স্বাস্থ্যহীনতা। বিভিন্ন প্রকার রোগের দরুন অসুস্থতা বিদ্যালয় বিমুখিনতার অন্যতম কারণ। শৈশবকালীন মধুমেহ, বাতজ ব্যাথা, মৃগীরোগ, অপুষ্টি দুর্বলতা সৃষ্টি করে যার ফলে প্রাথমিক স্তরের শিশুদের অনেক সময় বিদ্যালয় থেকে পিছু হটতে দেখা যায়।

উপরোক্ত নানা বিষয় যেগুলি অক্ষমতা প্রকাশ করছে সেগুলি শিশুদের নিরন্তর শিখনের পথে বা প্রতিনিয়ত বিদ্যালয়গামী হওয়ার পথে বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। শিক্ষক হিসেবে আমাদের সংবেদনশীল হওয়া উচিত যাতে আমরা শিশুদের সমস্যার অতি ক্ষুদ্র দিক্‌গুলিও চিহ্নিত করতে পারি এবং সেইমতো শিশুর প্রতি নজর রাখতে সক্ষম হই। এই ব্লকের অন্যান্য এককগুলি আপনাদের কাছে বিস্তারিতভাবে প্রতিটি পরিস্থিতির আলোচনা করবে এবং সেই পরিস্থিতিতে কীভাবে শ্রেণিতে

নোট

শিশুদের পরিচালনা করে তাদের শিখনকে সুনিশ্চিত করবেন তার দিশাও দেখাবে। যদি পরিস্থিতি আপনার সীমার বাইরে চলে যায় সবচেয়ে ভালো হল বেশী সময় নষ্ট না করে তাকে কোনো পেশাদারের কাছে পাঠানো।

7.5.2 দলিত পরিবেশের শিশু

এটি একটি বিধিবদ্ধ বিষয় বা ঘটনা যে বসবাস করার পরিবেশে যদি অবহেলিত হতে হয় তবে তার সরাসরি প্রভাব পড়ে শিক্ষাক্ষেত্রে। সাধারণত যেসব শিশু দারিদ্র পরিবেষ্টিত পরিবার, দিনমজুরী করে চলে এমন পরিবার, বস্তি অঞ্চলে বসবাসকারী এমন পরিবার থেকে আসে এবং অভাবগ্রস্ত পরিবার থেকে আসে তারা অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং মানসিক দিকে অনেক সমস্যা ভোগ করে।

7.5.3 মেয়ে শিশু

শারীরিক, সামাজিক এবং সংস্কৃতিগত কারণে অনেক সময় মেয়েরা অবহেলিত হয়। বিশেষত গ্রাম্য পরিবারে এবং রক্ষণশীল প্রাচীনপন্থী পরিবারে মেয়েদের অন্যভাবে দেখা হয়। মেয়েদের শিক্ষার চাহিদাকে অবজ্ঞা করে পরিবারের সিদ্ধান্ত তাদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়। কিছু পরিবারে অল্পবয়সী মেয়েদেরও শিক্ষা অর্জনের জন্য কোনোরকমভাবে অনুপ্রাণিত করা হয় না। সুতরাং মেয়েরা হল সুরক্ষিত নয় এমন দল যারা স্কুল থেকে পশ্চাৎপদ অনুসরণ করতে পারে। মেয়ে শিশুর সমস্যা এবং সেই সমস্যায় শিশুকে পরিচালনা করার উপায় নিয়ে এই পাঠ্যক্রমের ব্লক-৪-এ আলোচনা করা হয়েছে।

7.5.4 মেধাবী এবং সৃজনশীল শিশু

অনেক সময় শিশুদের মধ্যে বিশেষ গুণ দেখা যায় খেলা, গান, নাচ, আঁকা প্রভৃতি ক্ষেত্রে। বিশেষ পারদর্শিতা পাঠ্য বিষয় যেমন বিজ্ঞান, গণিত অথবা ভাষার ক্ষেত্রেও দেখা যায়। তারা শ্রেণিকক্ষের ভিতরে একঘেয়েমি বোধ করে যেহেতু আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় এমন কোনো উপায় নেই যাতে সে শ্রেণিকক্ষে তার বিশেষ গুণটি নিয়ে ব্যস্ত থাকার সুযোগ পায়। এইরকম কিছু শিশু তাদের বিশেষ চিন্তা-ভাবনা ও ভিন্ন ধরনের কাজকর্মের সাপেক্ষে শ্রেণিতে বিরক্তি উদ্রেককারী শিশু হিসেবে চিহ্নিত হয়। বর্তমানে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা পাঠ্য বিষয়ের সাফল্যের প্রতি নজর রেখে শিশুদের রৈখিক বৃদ্ধি ও বিকাশকে গুরুত্ব দিয়েছে। এই ব্যবস্থা মেধাবী এবং সৃজনশীল শিশুকে বিদ্যালয়ের নানা কার্যক্রম থেকে প্রতিকূলে ঠেলেছে। এদের মধ্যে স্কুলছুট হওয়ার নেশা প্রবলভাবে বিদ্যমান।

7.5.5 অন্যান্য: পিছিয়ে পড়া বা অনুন্নত সম্প্রদায়, সংখ্যালঘু সম্প্রদায় এবং ভৌগোলিক বাধাগ্রস্ত শিশু

পিছিয়ে পড়া শিশু হল বিদ্যালয়ের আরেকটি দল যারা তাদের সম্পূর্ণ কর্মশক্তি দিয়ে কর্ম সম্পাদন করতে পারে না। কতিপয় শিশুর সম্পূর্ণ ক্ষমতা পরিবেশের পার্থক্যের জন্য প্রস্ফুটিত হতে পারে না। পরিবেশে নানারকম চিত্ত বিনোদনের বিষয় আছে যেমন টিভি, কম্পিউটার এবং সহজলভ্য

নোট

অন্যান্য আনন্দদায়ক বস্তু। কার্য সম্পাদনের চাপ, বিদ্যালয়ের অতিরিক্ত আশা-আকাঙ্খা, পিতামাতাসহ নিজের প্রবল উচ্চাশা এবং একঘেয়ে বিদ্যালয় জীবন শিশুদের অবনতির পথে নিয়ে যায়।

এমন কিছু সম্প্রদায় আছে যারা তাদের নিজস্ব শারীরিক, ভাষাগত এবং সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যের জন্য সমাজে সমষ্টিগত পৃথকীকরণ অনুভব করে। তাদের জীবনশৈলী, ভাষা, সংস্কৃতি, উৎপত্তি অথবা বিশ্বাস আশপাশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষজনের থেকে তাদের আলাদা করে। তারা সংখ্যালঘু সম্প্রদায় হিসেবে বিবেচিত হয়। এদের অসুবিধা আরো বহুগুণ বেড়ে যায় যদি এর সাথে দারিদ্র এবং অক্ষমতা সহাবস্থান করে।

অনেক সময় উপযুক্ত পরিবেশে শিক্ষা গ্রহণের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায় ভৌগোলিক পরিবেশ। পাহাড়ি অঞ্চল, খুব দূরবর্তী অঞ্চল এবং দুর্বল যোগাযোগ ব্যবস্থা সম্বলিত অঞ্চলের শিশুদের পক্ষে অনেক সময় বিদ্যালয়ে নিত্য আসা-যাওয়া সম্ভব হয়ে ওঠে না।

আপনার অগ্রগতি যাচাই করুন—4

1. শ্রেণিতে দেখা যায় এমন দুই ধরনের ইন্দ্রিয়গত অক্ষমতা উল্লেখ করুন।

   .....

   .....

   .....

2. প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষা গ্রহণের বয়সে দেখা যায় এমন দুটি শারীরিক স্বাস্থ্য সমস্যার নাম করুন।

   .....

   .....

   .....

3. প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের মধ্যে পিছিয়ে পড়ার সম্ভাব্য কারণগুলি কী কী?

   .....

   .....

   .....

নোট

আপনার অগ্রগতি যাচাই করতে উত্তর প্রদান করুন

আপনার অগ্রগতি যাচাই করুন—1

1. অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা হল শিক্ষাব্যবস্থায় অবহেলিত এমন ঝুঁকিপূর্ণ সকল শিশুদের শিক্ষাদান করার একটা দৃষ্টিভঙ্গী।
2. সকল শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণকে সুনিশ্চিত করতে প্রতিটি শিশুকে একই দলের সদস্য হিসেবে গ্রহণ করতে হবে এবং প্রয়োজনে শ্রেণিকক্ষের সাংস্কৃতিক পরিমন্ডলের পুনর্গঠন করতে হবে।
3. বিদ্যালয়ের পরিবেশ সকল শিক্ষার্থীর উন্নতি করতে পারে। আমাদের সমাজের প্রতিটি কোনায় পৃথকীকরণ বিস্তৃত হয়েছে যা দূরীকরণের জন্য সচেষ্ট হতে হবে।
4. একীভূত শিক্ষায় আশা করা হয় যে শিক্ষার্থীরা সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থার সাথে খাপ খাইয়ে নেবে এবং অতিরিক্ত সহায়তার প্রয়োজনে শিশুকে সম্পদ কক্ষে স্থানান্তরিত করা হবে। অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষায় শিক্ষা ব্যবস্থার রূপান্তরের দ্বারা শিশুর চাহিদা পূরণ হবে এবং সবরকম প্রয়োজনীয় সহায়তা শ্রেণিকক্ষে সরবরাহ করা হবে।

আপনার অগ্রগতি যাচাই করুন—2

1. শিক্ষার্থীর মধ্যে বিভিন্নতা, শিখন সামগ্রীর সহজলভ্যতা, শিক্ষকের প্রস্তুতি এবং দৃঢ় মূল্যায়ন ব্যবস্থা।

আপনার অগ্রগতি যাচাই করুন—3

1. রূপান্তর, পরিবর্তন, বর্জন, ক্ষতিপূরণ।

আপনার অগ্রগতি যাচাই করুন—4

1. শ্রবণ অক্ষমতা এবং দৃষ্টি অক্ষমতা।
2. শৈশবকালীন মধুমেহ, বাতজ যন্ত্রণা, মৃগীরোগ, অপুষ্টি সাধারণ দুর্বলতা সৃষ্টি করে।

7.6 সারাংশ

জাতি সকল শিশুর ন্যূনতম অনুকূল বিকাশের ব্যবস্থা করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। ''অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা'' এই নীতিকে পালন করতে উদ্যোগী হয়েছে। অধুনা যেসব পরিকল্পনা এবং নীতি শিক্ষা ব্যবস্থাকে সাহায্য করতে রচিত হয়েছে সেগুলি শিক্ষাক্ষেত্রে কোনো শিশুকে না বলতে বাধাপ্রদান করছে। অন্তর্ভুক্তিকরণ শিশুর ভিতরের শক্তিকে জাগিয়ে তোলে এবং তাদের আত্মবিশ্বাসের মাত্রা বাড়ায়। এটি বিষমতা বা বিভিন্নতাকে মূল্য দেয় এবং বাহ্যিক প্রভাবকের সীমাবদ্ধতাকে দূর করে। বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের বিভিন্নতার প্রতি সাড়া প্রদান করার অভ্যাস শিক্ষকের থাকা দরকার। একীভবন শব্দটি

নোট

এটি ব্যাখ্যা করতে ব্যবহৃত হয় যে শিক্ষাক্ষেত্রের অন্যান্য শিশুদের সাথে অক্ষমতাযুক্ত শিশুরাও শিক্ষা কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করবে। নিঃসন্দেহে একীভবনের মাধ্যমে অন্তর্ভুক্তিকরণের ভিত রচিত হয়। অন্তর্ভুক্তিকরণ একটি শিশুর পরিবর্তনের থেকে শিশুটি যে ব্যবস্থার অন্তর্গত সেটির পরিবর্তনের উপর আলোকপাত করে। শিক্ষার্থীদের মধ্যে বৈষম্য, শিক্ষকদের প্রস্তুতি, খারাপ বা অনুন্নত পরিকাঠামো, সম্পদের দুষ্প্রাপ্যতা এবং কঠোর মূল্যায়ন ব্যবস্থা হল প্রধান কারণসমূহ যেগুলি লক্ষ্যে পৌঁছানোর ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক শ্রেণিকক্ষ তৈরিতে শিক্ষকের প্রধান ভূমিকা থাকে। অক্ষমতাযুক্ত শিশু, মেধাবী এবং সৃজনশীল শিশু, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের শিশু এবং অর্থনৈতিকভাবে ব্যথিত শিশু যারা সকলে বিদ্যালয়ে সমস্যা ভোগ করে তাদের সকলকে একসাথে শিক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা করতে হবে। শ্রেণিকক্ষে উপযুক্ত শিখন উপকরণের ব্যবহার করে এবং কতকগুলি সহজ-সরল কৌশল অবলম্বন করে শিক্ষার্থীদের চাহিদা পূরণ করতে সচেষ্ট হতে হবে।

7.7 প্রস্তাবিত পাঠ এবং প্রসঙ্গ

1. Jhulka, A. (2006) "Including children and youth with disabilities in education—a guide for practitioners" NCERT, New Delhi.
2. Right to Education Bill (2005 Draft, enacted 2009) available online.
3. Internet Source, SSA (2002). 'Basic features of SSA', Inclusive education in SSA, Retrieved from www.ssa.nic.in/inclusive-education/ssa-plan-manualavailable online
4. Mani, M.N.G (2000). Inclusive Education in Indian Context. International Human Resource Development Centre (IHRDC) for the Disabled, Coimbatore: Ramakrishna Mission Vivekananda University.
5. Swarup, S. (2007). Inclusive Education, Sixth Survey of Educational Research 1993 N. Delhi: 2000 NCERT.
6. Hallahan, D. P., Kauffma, J. M., Pullen, P. C. (2009). Exceptional learners: An Introduction to Education (11th ed.), USA: Allyn & Bacon, Pearson Education, Inc.
7. Alur, M. & Batch, M. (2005) "Inclusive Education—From Rhetoric to Reality. The North South Dialogue II" Viva Books Pvt. Ltd. New Delhi.

নোট

8. Hwang, Y. S., & Evans, D. (2011) "Attitude towards Inclusive Education: Gaps Between Belief and Practice". International Journal of Special Education. Vol 26, No.1.

9. Kalyanpur, M. (2007) "Equality, Quality and Quantity: Challenges in Inclusive Education Policy and Services Provision in India." International Journal of Inclusive Education, 2007, Vol 20, No 1.

7.8 পঠন অন্তিম অনুশীলনী

1. অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা কী?
2. অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষার গুরুত্ব আলোচনা করুন।
3. কীভাবে অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা একীভূত শিক্ষার থেকে আলাদা?
4. আপনার অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে যেকোনো দুটি প্রভাবকের উল্লেখ করুন যেগুলি অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষার ক্ষেত্রে ক্ষতিকারক।
5. কীভাবে আমরা শ্রেণিকক্ষের ভৌত পরিকাঠামোর রূপান্তর ঘটাতে পারি যেখানে সকল শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণ সুনিশ্চিত হয়?
6. অক্ষম শিশুরা শিক্ষার জন্য ঝুঁকিপূর্ণ—বিবৃতিতে আলোকপাত করুন।
7. বঞ্চিত গৃহ পরিবেশ কীভাবে একটি শিশুর গুণগতমান সম্পন্ন শিক্ষা পাওয়ার ক্ষেত্রে ক্ষতি করে?

নোট

একক 8 CWSN-এর ধারণা (Children with special need) বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশু সম্বন্ধে ধারণা

গঠন

8.0 – ভূমিকা

8.1 – শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ

8.2 – বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের বোঝার ক্ষমতা

- 8.2.1 – বুদ্ধিগত অক্ষমতা
- 8.2.2 – বাচন ও শ্রবণের দূর্বলতা
- 8.2.3 – কথা বলা বা বাচনিক দূর্বলতা
- 8.2.4 – দৃষ্টিশক্তির দূর্বলতা
- 8.2.5 – গতিশীলতার অক্ষমতা
- 8.2.6 – নানাধরনের অক্ষমতা বা দূর্বলতা
- 8.2.7 – শিক্ষা গ্রহণের অপারগতা
- 8.2.8 – আবেগপ্রবণতা ও আচরণগত বিশৃঙ্খলা
- 8.2.9 – 'অপেক্ষমান শিশু' বিষয়ক ধারণা

8.3 – প্রাথমিক চিহ্নিতকরণ, মূল্যায়ন ও মধ্যস্থতাকরণ

- 8.3.1 – অক্ষমতাকে চিহ্নিতকরণ/সনাক্তকরণ
- 8.3.2 – মূল্যায়ন
- 8.3.3 – প্রাথমিক ব্যবস্থাগ্রহণ বা হস্তক্ষেপ

8.4 – অক্ষমতা বিষয়ক নীতি ও আইন

- 8.4.1 – অক্ষম মানুষদের অধিকার সংক্রান্ত সম্মেলন বা অধিবেশন
- 8.4.2 – অক্ষমতাজনিত আইন-1995
- 8.4.3 – 2011 সালের অক্ষমজনিত আইন ও দাবী অনুযায়ী তাদের অধিকার

8.5 – উপসংহার

8.6 – আপনার অগ্রগতি পরীক্ষার জন্য উত্তর

8.7 – প্রস্তাবিত পাঠ ও তথ্যসূচি

8.8 – একক শেষের অনুশীলনী

নোট

8.0 ভূমিকা

এর আগের এককে আপনারা বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের বিষয়ে জেনেছেন। এই এককে আমরা সে বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করবো।

যে সব শিশুরা অন্য শিশুদের তুলনায় বেশি মনোযোগ ও বিশেষ সুবিধার প্রয়োজনীয়তা দাবী করে তাদেরই বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশু বলা হয়, সব শ্রেণীকক্ষেই বিভিন্ন ধরনের শিশু থাকে। শ্রেণীকক্ষের এই বিভিন্ন বৈচিত্র্য বোঝা খুবই জরুরী। আমাদের স্কুল বা কলেজ জীবনে আমাদের প্রত্যেকেরই কোনো না কোনোভাবে বিশেষ চাহিদার ব্যাপারে অভিজ্ঞতা আছে।

এই বিশেষ চাহিদা আর কিছুই নয়। কোনো বিশেষ বিষয়ের (সঙ্গীত, শিল্প বা অন্য কিছু) ধারণা বোঝার ক্ষেত্রে বাড়তি সাহায্য করার সদর্থক দিক। কোনো মানুষই স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়—যে কোনো সমস্যা-সামাজিক, বৌদ্ধিক, স্নায়বিক বা দীর্ঘস্থায়ী অসুস্থতা, শিক্ষাগ্রহণের ক্ষেত্রে অসুবিধাজনক। এই এককে আপনারা জানতে পারবেন বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের প্রাথমিক ভাবে চিহ্নিত করে তাদের সম্বন্ধে গৃহীত জাতীয় নীতি কেমন করে প্রয়োগ করে তাদের শিক্ষাদান করা যেতে পারে।

8.1 শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ

এই একক পাঠের পরে আপনারা জানতে পারবেন—

- বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের সংজ্ঞা কি?
- বিভিন্ন ধরনের অপারগতা (অক্ষমতা) চিহ্নিত করা। শ্রবণের অক্ষমতা, বাচনের অক্ষমতা, শিক্ষা গ্রহণের অক্ষমতাসহ নানাবিধ অক্ষমতা।
- প্রতি ধরনের অক্ষমতা প্রাথমিক ভাবে চিহ্নিত করা এবং মূল্যায়ন করার প্রয়োজনীয়তা।
- CWSN অর্থাৎ বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের চিহ্নিত করে তাদের সঙ্গে যথাযথ আচরণের ক্ষেত্রে শিক্ষকদের ভূমিকা আলোচনা করা।
- প্রতি বিভাগের বিশেষ শিশুদের কি ধরনের শিক্ষাদান করা উচিত সে সম্বন্ধে কিছু প্রস্তাব করা প্রয়োজন।
- PWD ACT 1995, UNCRPD নির্দেশিত প্রধান নীতিগুলিকে উল্লেখ করুন।
- বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন (CWSN) শিশুদের বিষয়ে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারগুলির ভূমিকা বর্ণনা করুন।

8.2 বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের বোঝার ক্ষমতা

আমার সন্তান কি বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশু—এমন প্রশ্ন বহু শিশুদের বাবা-মাই করে থাকেন।

নোট

এর সঙ্গে আর একটি প্রশ্ন এসেই যায়—'বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন' বলতে কী বোঝায়? একটি 14 মাসের শিশু হয়তো সেই বয়সের অন্য শিশুদের মতো হাঁটতে পারে না। সেই শিশুটির কি বিশেষ কোনো সহায়তা প্রয়োজন? অন্য একটি বাচ্চা হয়তো একই কথা বারবার বলতে থাকে। টেলিভিশনে দেখা বা শোনা বিষয় বারবার উচ্চারণ করতে থাকে। সেটি কি বিশেষ কোনো দুর্বলতা? এছাড়া যদি দেখা যায় একটি শিশুর একাধিক বিষয়ে দুর্বলতা ও অক্ষমতা-সেক্ষেত্রে তার পরিবার কোথায় গেলে কিভাবে সাহায্য পেতে পারে জানা দরকার। সেক্ষেত্রে একজন শিক্ষকই প্রথম ব্যক্তি যার কাছে উদ্বিগ্ন পিতা-মাতা সাহায্যের জন্য গিয়ে থাকেন। একজন শিক্ষককে প্রথমেই জানতে হবে কোন্ শিশুটি বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন যেসব শিশু শারিরীক প্রতিবন্ধকতা বা দুর্বলতাসম্পন্ন অথবা যারা মানসিকভাবে প্রতিবন্ধী তাদেরই CWSN বা বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশু বলে চিহ্নিত করতে হবে। ভারী কোন কাজ তাদের দিয়ে করানো যাবে না। নিজেরা খাবার খাওয়া বা সাধারণ কাজকর্ম তারা কারোর সাহায্য ছাড়া করতে পারে না। ''বিশেষ চাহিদা'' শব্দটির নানাবিধ সংজ্ঞা আছে। তা সামান্য দুর্বলতা বা অক্ষমতা থেকে মানসিক প্রতিবন্ধকতা চরম অসুস্থতা, বিশেষ খাদ্যবস্তুতে 'এলার্জি' নানা ধরনের হতে পারে। সেক্ষেত্রে একটি শিশুর যখন সাহায্যের প্রয়োজন হয়। (যা সাধারণের হয় না) তাদের বিভিন্ন চাহিদা পূরণের জন্য ভিন্ন প্রক্রিয়ার প্রয়োজন।

অক্ষমতার সংজ্ঞাঃ WHO-র ব্যাখ্যানুসারে অক্ষমতা (disability) বিভিন্ন ধরনের অসুবিধাজনক হয় দেখা, শোনা, শেখা, চলাফেরা, সংযোগ, নানাবিষয় সংক্রান্ত।

বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের ঠিকমতো বুঝতে গেলে যেসব ভাষায় তাদের বর্ণনা দেওয়া হয়-সেই বিশেষ (term বা) সংজ্ঞা আমাদের জানা দরকার। অযোগ্যতা, অক্ষমতা, প্রতিবন্ধকতা এই শব্দবন্ধগুলি প্রায়ই ব্যবহৃত হয়। তবে এই শব্দগুলির মধ্যে প্রকৃতিগত পার্থক্য আছে। এই পার্থক্যগুলি বিষয়ে WHO-র নির্দেশনায় স্পষ্ট করে তফাৎগুলি বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে—দুর্বলতা, অক্ষমতা ও প্রতিবন্ধকতা প্রকৃতিগত ভাবে ভিন্ন।

দুর্বলতা (impairment) হল গঠনগত ত্রুটি, (disability) অক্ষমতা হল দেহের অপারগতা এবং প্রতিবন্ধী (handicapped) হল মানসিক বা সামাজিক প্রতিকূলতা।

এবার দেখা যাক অক্ষমতার কারণ, অর্থ ও সম্ভাব্য ফলগুলি কী কী।

8.2.1 বুদ্ধিগত অক্ষমতা

এই শব্দবন্ধ তখন প্রয়োগ করা হয় যখন কোনো ব্যক্তির মানসিক বিকাশ ও কর্মক্ষমতা, যেমন পারস্পরিক সংযোগ কিংবা নিজের প্রতি যত্ন বা খেয়াল রাখা অথবা সামাজিক আচরণের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা থাকে। এসব ক্ষেত্রে সাধারণ শিশুর চেয়ে এইসব শিশুদের বিকাশ ও মানসিক বৃদ্ধি কম হয়ে থাকে। মানসিক প্রতিবন্ধী শিশুরা অনেক দেরীতে কথা বলতে ও বুঝতে পারে, তাদের নিজেদের চাহিদা অনুসারে খেতে বা কাজ করতে পারে। বিদ্যালয় শিক্ষাগ্রহণে

নোট

তারা নানা অসুবিধা ভোগ করে। তারা শেখে—অনেক দেরীতে। আবার এমন কিছু বিষয় আছে যা তারা শিখতে পারে না।

মানসিক প্রতিবন্ধী শিশুর বুদ্ধি সাধারণের চেয়ে অনেক কম হয় এবং তাদের বুদ্ধির বিকাশ অনেক কম ও বিলম্বিত হয়। এই প্রতিবন্ধকতা কম আবার কখনও বেশি হয়ে থাকে। এই বৌদ্ধিক বিকাশ বেড়ে ওঠার সময় থেকেই হয়।

(ক) **অর্থঃ** সাম্প্রতিককালে পুরোনো সংজ্ঞা মানসিক প্রতিবন্ধীর (mental retardation) পরিবর্তে বুদ্ধিগত অক্ষমতা (cognitive disability) শব্দটি ব্যবহার করা হয়। 'অক্ষম', 'অপরাগ', 'প্রতিবন্ধী' ইত্যাদি শব্দ দিয়ে তাদের চিহ্নিত করার বিষয়টিকে বাদ দিয়ে অন্যভাবে দেখার জন্যই এই ভাষাগত পরিবর্তন আনা হয়েছে।

মানসিক প্রতিবন্ধী শিশুর 'IQ' সাধারণের চেয়ে নিম্নস্তরের হয়ে থাকে। তাদের অনেককে সাধারণ শিশুদের সঙ্গে একই ক্লাসে বসিয়ে শেখানো যেতে পারে—যাতে তারা নিজেরা এবং সামাজিক ভাবে সক্ষম হয়ে উঠতে পারে। কিন্তু অনেকে এমনভাবে মানসিক বৈকল্যের শিকার যে তারা কোনোভাবেই কোনো কাজের উপযোগী হতে পারে না। সুতরাং কিছু মানসিক দুর্বল শিশুরা শিক্ষার উপযোগী হতে পারে, বাকিরা অতিরিক্ত মানসিক প্রতিবন্ধের কারণে কোনোমতে শিক্ষাগ্রহণের উপযোগী মাত্র।

IQ-র ওপর ভিত্তি করে মানসিক প্রতিবন্ধকতার শ্রেণীভেদ (বুদ্ধিগত অক্ষমতার শ্রেণীভেদ)

অক্ষমতার স্তর	**IQ-র সীমা**
সামান্য মানসিক প্রতিবন্ধী	50-75
অল্প মানসিক প্রতিবন্ধী	35-49
অতিমাত্রায় মানসিক প্রতিবন্ধী	20-34
সাংঘাতিক মানসিক প্রতিবন্ধী	20-র নীচে

(খ) **কারণঃ** বুদ্ধিগত অক্ষমতার (cognitive disabilities) কিছু জানা ও প্রধান কারণগুলি হলঃ

1. সংক্রমণ ও নেশা (সিফিলিস, এনকেফেলাইটিস, মেনিনজাইটিস)
2. অতিরিক্ত ভয় ও শারীরিক ক্ষতি (দুর্ঘটনাজনিত, জন্মের আগে বা পরে)
3. হজম ও পুষ্টির
4. মস্তিষ্কের অসুখ (টিউমার জাতীয়)
5. জন্মের পূর্বের কোনো ঘটনা
6. ক্রোমোজোম ঘটিত অস্বাভাবিকতা (ডাউন সিনড্রোম)

নোট

7. মনস্তাত্ত্বিক বিকলন

(গ) **বুদ্ধিগত দুর্বলতার কারণে জাত কিছু বিষয়ঃ** বুদ্ধিগত দুর্বলতাঘটিত শিশুর স্মৃতিশক্তির সমস্যা হতে পারে, সচেতনা বিষয়ে সমস্যা হতে পারে, সমস্যা সমাধানে অক্ষমতা হতে পারে, ভাষাগত প্রয়োগের ফলে বোঝার অসুবিধা হতে পারে। কথা বলা, ভাব প্রকাশেও সমস্যা হতে পারে। Cognitive impairment বা বুদ্ধিগত দুর্বলতা নানা ধরনের হতে পারে। সাংঘাতিক প্রতিবন্ধকতা, মনে রাখার অক্ষমতা, ভাষা প্রয়োগের অক্ষমতা প্রভৃতি। এই কারণে তাদের আচরণে ও কাজে নানাবিধ সীমাবদ্ধতা ও প্রতিবন্ধকতা আছে।

8.2.2 শ্রবণ ও বাচনের দুর্বলতা

(ক) **অর্থঃ** শ্রবণের অক্ষমতা বলতে নানা ধরনের শোনার অক্ষমতা বোঝায়। আর বধিরতা বলতে কোনোরকম কথা কান দিয়ে শোনার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ অক্ষমতা বোঝায়। সুতরাং যে শিশুরা শ্রবণজনিত দুর্বলতায় আক্রান্ত তারা কথোপকথন শুনতে বা বুঝতে পারে না। যাদের শ্রবণজনিত দুর্বলতা অপেক্ষাকৃত কম তাদের বলা হয় 'কানে খাটো'। সাধারণত একজন ব্যক্তিকে সম্পূর্ণ বধির তখনই মনে করা হয় যখন 90 ডেসিবল (সাধারণের চেয়ে 5 থেকে 10 বেশী) শুনতে পায় এমনকি মাইক দ্বারা ঘোষিত শব্দও পুরোপুরি বুঝতে পারে না।

শ্রবণশক্তির অক্ষমতা ইন্দ্রিয়গত অথবা সঞ্চালনা জাত হতে পারে। ইন্দ্রিয়গতর ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় স্নায়বিক দুর্বলতার কারণে শ্রবণপথের ক্ষতি হতে পারে—যার ফলে মস্তিষ্কে সঞ্চালন ক্ষমতা বাধাপ্রাপ্ত হয়ে থাকে। Conductive শ্রবণ দুর্বলতা কাজের বাইরের বা মধ্যকার কোনো ক্ষতির কারণে হয়।

(খ) **কারণঃ** বধিরতার প্রধান কারণগুলি হল বংশগত, দুর্ঘটনাজনিত বা অসুস্থতাজনিত। বধিরতার ক্ষেত্রে প্রায় 50% (পঞ্চাশ শতাংশই) বংশগত কারণে হয়ে থাকে। অনেক ক্ষেত্রে পরিবেশগত কারণেও (অসুস্থতা, দুর্ঘটনা, মাদক নেশা) বধিরতা আসে। গর্ভবতী মায়ের কোনো ভাইরাল সংক্রমণের ফলে অজাত সন্তানের বধিরতা হতে পারে। তাছাড়া শিশুর জন্মকালের কোনো বিপত্তির কারণে (অক্সিজেন সরবরাহের অপ্রতুলতা) শ্রবণযন্ত্রের দুর্বলতা ঘটে থাকে। অসুস্থতা বা কোনো সংক্রমণের কারণেও শিশুদের শ্রবণযন্ত্র ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। অবিরত উচ্চকিত শব্দদূষণও শ্রবণশক্তিকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে। আবার টিউমার, অতিমাত্রায় শব্দদূষণ বা মাথার খুলির কোনো আঘাতেও বধিরতার সৃষ্টি হতে পারে।

(গ) **দুর্বল শ্রবণশক্তির কারণে জাত কিছু তথ্য**—যেসব শিশু সাংঘাতিক ভাবে বধির তাদের অনেক সময় ধরে কথা বলা, সংযোগের বিষয়টি শেখানো উচিত যা তাদের শিক্ষগ্রহণে সাহায্য করে কর্মে দক্ষতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করবে।

নোট

8.2.3 কথা বলা বা বাচনিক দুর্বলতা

(ক) **অর্থঃ** বাচনিক দুর্বলতায় ভাব প্রকাশের সমস্যা, স্বর ক্ষেপণের অক্ষমতা বা সম্পূর্ণভাবে কথা বলার অক্ষমতা হতে পারে। অথবা কর্কশ বাচন, কিংবা তোতলামিও হয়ে থাকে। বাচনিক দুর্বলতা, মস্তিষ্কের রোগ, শ্রবণে অক্ষমতা বা মস্তিষ্কের আঘাতের কারণে হতে পারে। যেসব শিশুরা কথা বলতে অসুবিধা বোধ করে, তাদের বোঝারও অসুবিধা হয় এবং সেই কারণে ভাব প্রকাশেও বাধা আসে।

(খ) **কারণসমূহঃ** দেরীতে বা বিলম্বিত কথন—এক্ষেত্রে নানা কারণ আছে। মানসিক প্রতিবন্ধকতা, শ্রবণজনিত দুর্বলতা ও আচরণগত অস্বাভাবিকতার কারণে শিশুরা দেরীতে কথা বলতে পারে।

তালুর অপূর্ণতাঃ তালুর ফাঁক বা গঠনগত ত্রুটির কারণে বা ওষ্ঠের ত্রুটির জন্যও কথা বলা বাধাপ্রাপ্ত হয়। আবার অতিমাত্রায় আবেগ বা মানসিক উত্তেজনার কারণেও বাক্য বাধাপ্রাপ্ত হতে পারে। অতিমাত্রায় উত্তেজিত অবস্থা, আচরণগত ত্রুটি এবং বংশানুক্রমিক ধারাও এর কারণ হতে পারে।

(গ) **Speech disorder বা বাচনিক দুর্বলতার কারণে সৃষ্ট কিছু তথ্য**—কথা বলায় দুর্বলতার অনেক নেতিবাচক সামাজিক দিক আছে। বিশেষত ছোটো শিশুরা এতে মানসিক দুর্বলতায় ভোগে। যারা ঠিকমত কথা বলতে পারে না। তারা অনেক সময়ই সেজন্য উপহাসের পাত্র হয়। এর ফলে তাদের আত্মবিশ্বাস কমে যায়। তবে বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এই উপহাসের ব্যাপারটি অনেক কমে যায়। কারণ তখন মানুষ অনেক সংবেদনশীল হয়ে ওঠে।

8.2.4 দৃষ্টিশক্তির দুর্বলতা

(ক) দৃষ্টিশক্তির দুর্বলতা বলতে বোঝায় যেসব শিশুর দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ, যারা আলোটুকু দেখে কিন্তু আকার বুঝতে পারে না অথবা যাদের আলো সম্বন্ধে কোনো ধারণাই নেই। সাধারণভাবে দুটি শ্রেণীতে এদের ভাগ করে আলোচনা করা যেতে পারে—এক ক্ষীণ দৃষ্টিসম্পন্ন এবং দুই পুরোপুরি দৃষ্টিহীন।

সম্পূর্ণ দৃষ্টিহীন বলতে সেইসব শিশুকে বোঝায় যাদের দৃষ্টি ক্ষমতা (দৃষ্টির তীক্ষ্ণতা) 20/200 অথবা তার চেয়েও খারাপ, অথবা যাদের দৃষ্টির সীমা 20 ডিগ্রী পর্যন্ত। ক্ষীণ দৃষ্টি হল আবছা দেখা, ঝাপসা দেখা, চোখের ওপর পর্দার মত অনুভূতি, কাছে ও দূরের অস্পষ্টতা, চোখে দাগ বা বিন্দুর উপস্থিতি, রঙের তারতম্যহীনতা, আলোর দিকে তাকানোর অস্বস্তি এবং রাত্রে পুরোপুরি দৃষ্টিহীনতা।

(খ) **কারণসমূহঃ** দৃষ্টিশক্তির অক্ষমতার প্রধান কারণগুলি হল—

1. ভিটামিন ‘এ’-র অভাব

নোট

2. জন্মকালীন কিছু অস্বাভাবিকতা অথবা বংশানুক্রমিকতা

3. জন্মকালে (পুরো সময়ের আগে জন্মানো) অতিরিক্ত অক্সিজেন সরবরাহের ফলে 'রেটিনো প্যাথি' দেখা দিতে পারে—যা সম্পূর্ণ দৃষ্টিহীন করে দেয়।

4. ছানি—সাধারণত মধ্যবয়স্কে হয়। এই অবস্থা অবশ্য অস্ত্রোপচারের দ্বারা সারিয়ে তোলা যায়।

5. গ্লুকোমা—চোখের রক্তচাপ বেড়ে যাওয়ার ফলে রেটিনা ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

(গ) **দৃষ্টিশক্তির দুর্বলতা থেকে আসা নানা অসুবিধাঃ** এর ফলে এলোমেলো দেখা, অস্পষ্ট ছবি আসে। এছাড়া কার্যের ক্ষেত্রে যন্ত্রচালনা বিষয়ে (হাত দিয়ে) অসুবিধা দেখা যায় (যেমন কম্পিউটার চালনার ক্ষেত্রে mouse ব্যবহার) লেখালেখির ক্ষেত্রে অস্পষ্টতা দেখা দেয়। দক্ষতা ব্যাহত হয়।

রঙের অন্ধতার ক্ষেত্রে বিভিন্ন রঙের তারতম্য বোঝার ক্ষেত্রে অসুবিধা হয়। এটি অবশ্য বিশেষ সমস্যা নয়-কেবল যারা রঙ সম্বন্ধীয় কাজের সঙ্গে যুক্ত—তাদেরই সমস্যা।

8.2.5 গতিশীলতার অক্ষমতা (Locomotor impairment)

Locomotor impairment অর্থাৎ গতিশীলতার অক্ষমতার কারণেও শিশুরা 'বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন' বলে চিহ্নিত হয়। এদের সঙ্গে অবশ্য সাধারণ শিশুদের তেমন কোনো পার্থক্য থাকে না। আগে তাদের ওপর করুণা করে কিছুটা হীনদৃষ্টিতে দেখা হত—কিন্তু বর্তমানে সামাজিক সচেতনতা ও সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গির প্রসারতার ফলে সেই অবস্থার পরিবর্তন ঘটেছে।

কারণসমূহঃ আর্থারাইটিস—এই রোগে শরীরের গ্রন্থিতে যন্ত্রণা অনুভূত হয় এবং চলাফেরায় অসুবিধা দেখা দেয়। 'রিউমাটয়েড আর্থারাইটিস' একটি দীর্ঘকাল স্থায়ী (chronic) রোগ। 'অস্টিওআর্থারাইটিস' হল শরীরের গ্রন্থিগুলির ক্ষয়জনিত রোগ।

সেরিব্রাল পলিসি (CP)—এই রোগ মস্তিষ্ক (বা ব্রেন) পুরোপুরি গঠনের আগে গতির (motor) জায়গাগুলিতে ক্ষতিসাধন করে (বেশির ভাগ ক্ষেত্রে জন্মের আগে, গর্ভকালীন অবস্থায় বা জন্মের কিছু পরে এটি হয়ে থাকে)। সেরিব্রাল পলসি হল এক ধরনের আঘাতজনিত অক্ষমতা। এটি অসুস্থতা নয় (যদিও অসুস্থতার কারণেও এটি হতে পারে) সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এই অবস্থার অবশ্য তারতম্য ঘটে না। এটি অবশ্য কোনোদিন সারে না।

স্পাইনাল কর্ডের ক্ষতি (মেরুদন্ডের আঘাত)—

মেরুদন্ড পক্ষাঘাতের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। মেরুদণ্ড কতটা আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে তার ওপর এর ক্ষতি নির্ভর করে এবং মূলগ্রন্থির (cord) কতটা ক্ষতি হয়েছে তাও বোঝা যায়।

মাথার আঘাত (Head injury) মস্তিষ্কের ট্রমা—

'হেড ইনজুরি' শব্দ বিশেষ ধরনের আঘাতকে বোঝায়, যার মধ্যে আছে মস্তিষ্কের কঠিন

নোট

আঘাত, ব্রেনের গ্রন্থির আঘাত, মাথার আঘাত, মস্তিষ্কের রক্তক্ষরণ, মাথার খুলির গঠনগত চিড়, এবং মাথায় কোনো বুলেট বা বিজাতীয় বস্তুর উপস্থিতি।

স্ট্রোক (Cerebral vascular accident)

স্ট্রোকের তিনটি প্রধান হল 'থ্রমবোসিস (রক্ত জমাট বেঁধে মস্তিষ্কে রক্ত চলাচলের অসুবিধা), রক্তক্ষরণ (হেমারেজ) যা মস্তিষ্কের টিসুতে রক্তপাত ঘটায় যা উচ্চরক্তচাপের ফল এবং বিরাট এক জমাট বাঁধা রক্তের কারণে মস্তিষ্কের শিরায় রক্তচলাচল ব্যাহত হওয়া।

অঙ্গপ্রত্যঙ্গের হানি (জন্মগত বা অস্ত্রোপচার হেতু)—
এই হানি নানাকারণে ঘটতে পারে—কোনো বিস্ফোরণ জনিত ভীতি অথবা যন্ত্রে আঘাত প্রাপ্তি অথবা অস্ত্রোপচার কালের অসাবধানতায় কিংবা ক্যান্সার ডায়াবিটিসের কারণে।

পার্কিনসনস—এটি সাধারণত পেশীগত অসুবিধার কারণে বয়স্কদের মধ্যে দেখা যায়, যাতে অঙ্গের সঞ্চালনশক্তি হ্রাস পায় এবং একধরনের কম্পন ঘটতে থাকে। এটি কিন্তু পক্ষাঘাত নয়।

নানাবিধ স্কিলরোসিস (MS)—M.S বা multiple sclerosis হল কেন্দ্রীয় স্নায়বিক তন্ত্রের একধরনের রোগ, যা স্নায়ুর সূক্ষ্ম পর্দার আঘাত জনিত কারণে ঘটে থাকে।

পেশীগত ডিসট্রপি—এটি বংশগত একটি রোগ, যার ফলে পেশীর দুর্বলতা, পেশী সঞ্চালনের শক্তি হ্রাস, চলাফেরা, শ্বাসগ্রহণ ও হস্তসঞ্চালনে দুর্বলতা ঘটে।

গতিশীল দুর্বলতার কারণে ঘটিত কিছু অসুবিধাঃ

গতিশীলতার দুর্বলতাজনিত অসুস্থতায় পেশীর ওপর নিয়ন্ত্রণ কমে যায়, শারীরিক দুর্বলতা, ক্লান্তি বোধ আসে, কথা বলা, চলাফেরা, দেখাশোনা, অঙ্গসঞ্চালনার শক্তি হ্রাস পায়। শরীরের অংশের নড়াচড়া, ঘোরানোর ক্ষমতাও কমে যায়, মেরুদন্ডের আঘাতের ফলে শিশু তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সঞ্চালনে বাধা পায়। এই ধরনের শারীরিক অক্ষমতায় (সেরিব্রাল পালসি, মেরুদন্ডের আঘাত, আর্থারাইটিস, পেশীর রোগ) নড়াচড়া বা অঙ্গ সঞ্চালনা কষ্টকর বা অসম্ভব হয়ে ওঠে।

8.2.6 নানাধরনের অক্ষমতা বা দুর্বলতা

অর্থ—সাধারণত দেখা যায় এক ধরনের দুর্বলতা থেকে অন্য ধরনের প্রতিবন্ধকতা জন্ম নেয়। এটি তীব্র ভয় (ট্রমা) থেকে ঘটে থাকে আবার বয়সের কারণেও বেড়ে যেতে পারে।

বধিরতা ও দৃষ্টিহীনতা অনেক সময় একই সঙ্গে ঘটে থাকে। এই ধরনের ব্যক্তিরা পুরোপুরি বধির নয়, আবার সম্পূর্ণ অন্ধও নয় কিন্তু দৃষ্টি ও শ্রবণের অক্ষমতা এমন অবস্থায় পৌঁছোয় যে শ্রবণহীনতা ও দৃষ্টিহীনতার বিষয়টিকে বিচ্ছিন্ন করে দেখা হয় না। যেসব লোকের ক্রমবর্ধমান অক্ষমতার প্রবণতা আছে। তাদের একই সঙ্গে মানসিক ও শারীরিক প্রতিবন্ধকতা দেখা দিতে পারে যার ফলে তাদের জীবনধারণের ক্ষেত্রে তিনটি বা তার বেশি অংশের কর্মক্ষমতা বাধাপ্রাপ্ত

নোট

হয়ে পড়ে। ডায়াবিটিস যার ফলে দৃষ্টিহীনতা ঘটতে পারে। অনেক ক্ষেত্রেই তার কারণে আঙুলের সাড় (বা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতা) কমে যায়। তার ফলে ব্রেইল পদ্ধতিতে পড়াশোনা করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। সেরিব্রাল পালসির সঙ্গে দৃষ্টিক্ষমতা কমে যাওয়ার সম্পর্ক আছে। যেমন আছে শ্রবণজনিত দুর্বলতা ও গতিশীলতা হ্রাসের সম্পর্ক।

(খ) **কারণসমূহঃ** বিভিন্ন ধরনের প্রতিবন্ধকতার সামাজিক পরিবেশ সংক্রান্ত ও শারীরিক কারণ আছে। যদিও এর সঠিক ও নির্দিষ্ট কারণ এখনও জানা যায়নি। বিভিন্ন ধরনের প্রতিবন্ধকতা যে যে কারণে ঘটতে পারে—

- জন্মের আগে, জন্মকালীন বা জন্মের পরে মস্তিষ্কের আঘাত বা সংক্রমণ থেকে।
- বেড়ে ওঠা বা পুষ্টিগত সমস্যা (জন্মের আগে বা পরে)।
- ক্রোমোজোম ও জীন সংক্রান্ত অস্বাভাবিকতা।
- নির্দিষ্ট জন্ম সময়ের অনেক আগে জন্মানোর ফলে অতিমাত্রায় অপরিণত জন্ম (premature) বলা হয়।
- মায়ের পর্যাপ্ত খাদ্য গ্রহণ না করা এবং স্বাস্থ্য সচেতনতার অভাব।
- গর্ভকালীন অবস্থায় মাদকাশক্তি এবং ধূমপান ও মদ্যপানের ফলে।
- প্রসবের আগে মাদক সংক্রান্ত খাদ্য গ্রহণের বদভ্যাস।
- সাংঘাতিক শারীরিক অত্যাচার যার ফলে মস্তিষ্কে আঘাত লাগে এবং তার কারণে একটি শিশুর শিক্ষা গ্রহণের ক্ষমতা হ্রাস প্রাপ্ত হয় এবং সামাজিক আবেগের উন্নতি ব্যাহত হয়।

8.2.7 শিক্ষাগ্রহণে অপারগতা

অর্থ—Learning disability বা শিক্ষাগ্রহণে অপারগতা হল এক ধরনের প্রতিবন্ধকতা যা স্নায়ুর কোনো কারণে উদ্ভূত হয়ে দেখাশোনার ক্ষেত্রে অথবা উভয় ক্ষেত্রে অসুবিধার সৃষ্টি করে।

শিক্ষাগ্রহণের অসুবিধা সাধারণত গতানুগতিক বা তার অতিরিক্ত বুদ্ধিসম্পন্ন শিশুদের মধ্যে দেখা যায় যারা কথা বলা ও লেখার বিষয়ে মৌখিক পদ্ধতি অবলম্বন করে থাকে।

এদের মধ্যে যে সব অসুবিধা ও বাধা আসে তা হল পড়ার ক্ষেত্রে (ডিসলোকাসিয়া), মেধার ক্ষেত্রে (ডিসগ্রাফিয়া) এবং গাণিতিক হিসাবের ক্ষেত্রে (ডিসক্যালকুলিয়া)। প্রতিটি বিষয়ে ভিন্ন ধরনের প্রতিক্রিয়া ঘটে। বুদ্ধিগত গ্রহণ ক্ষমতা, তার প্রয়োগ ও ফলাফল (ভাবপ্রকাশ ও আদানপ্রদান)-এর ভিন্নতা হেতু শিক্ষাগ্রহণে অপারগতা (learning disability) ঘটে।

নোট

কারণসমূহঃ শিক্ষাগ্রহণে অপারগতার যথার্থ কারণগুলি এখনও নিরুপিত হয়নি, এবং অনেকসময় এর কোনো কারণও বোঝা যায় না। তবে স্নায়বিক কারণে কিছু কিছু ঘটে থাকে, যার মধ্যে আছে—

- বংশগত কারণ—শিক্ষাগত অপারগতা সাধারণত বংশগত হয়ে থাকে।
- গর্ভকালীন অবস্থা এবং জন্মের সময় উদ্ভূত কিছু সমস্যা। এই অসুবিধা মস্তিষ্কের গঠনের কিছু ত্রুটি, রোগ বা আঘাতের কারণে হতে পারে—যা মাদক বা সুরাপানের ফলে মারাত্মক হয়ে থাকে; আবার জন্মগত অস্বাভাবিক কম ওজন অক্সিজেন গ্রহণে অক্ষমতা কিংবা অপূর্ণ অবস্থায় (premature) জন্ম বা দীর্ঘকালীন প্রসবযন্ত্রণার ফলেও হতে পারে।
- জন্মের পরে দুর্ঘটনা—মাথায় আঘাত, অপুষ্টি, পরিবেশ দূষণের ফলে শেখার ক্ষেত্রে অসুবিধা সৃষ্টি হতে পারে।

8.2.8 আবেগ প্রবণতা ও আচরণগত বিশৃঙ্খলা (disorder)

(ক) অর্থ—আবেগ ও আচরণগত বিশৃঙ্খলা (EBD) একটি বিশেষ বিভাগ যা সাধারণত শিক্ষার পরিকাঠামোতে লক্ষ্য করা যায়, যা শিশু ও বয়ঃসন্ধিকালের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়।

নিম্নলিখিত বিষয়ের এক বা একাধিক বৈশিষ্ট্য একটি শিশুর মধ্যে দেখা যায় যার দীর্ঘমেয়াদী প্রয়োগের ফলে শিক্ষাক্ষেত্রে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে—

1. শিক্ষাগ্রহণে অপারগতা যা বৌদ্ধিক, ইন্দ্রিয়গত বা স্বাস্থ্যগত কারণে ব্যাখ্যা করা যায় না।
2. গুরুজন ও শিক্ষকদের সঙ্গে সন্তোষজনক সম্পর্ক গঠন ও সম্পর্ক বজায় রাখার ক্ষেত্রে অসুবিধা।
3. সাধারণ অবস্থা ও পরিবেশে যথার্থ স্বাভাবিক আচরণ না করা।
4. বিবৃত ভাব বা অসুখী মনোভাব ও হতাশা।
5. শারীরিক উপসর্গ বেড়ে ওঠার প্রবণতা এবং ব্যক্তিগত ও বিদ্যালয় সংক্রান্ত কোনো বিষয়ে ভীতির আশংকা।

(খ) **কারণসমূহঃ** জীনগত কারণ একটি প্রধান বিষয়। আবেগ-অনুভূতি ও আচরণগত বিশৃঙ্খলা বংশগত কারণে হতে পারে। জন্মকালে মস্তিষ্কের ভারসাম্যহীনতা ঘটিত হতে পারে যা মস্তিষ্কের কোনো আঘাতের ফল। কোনো ব্যক্তির পারিপার্শ্বিক পরিমণ্ডলও এর কারণ হতে পারে। যদি অল্পবয়সে কোনো দুর্ব্যবহার, অস্বাভাবিক মানসিক চাপ কোনো মৃত্যু বা পরিবারের কোনো বিপদ অথবা সন্ত্রাস দেখা যায় তাহলেও সেই ছেলে অথবা মেয়েটির মধ্যে এ ধরণের অস্বাভাবিকতা দেখা যায়।

নোট

8.2.9 'অপেক্ষমান শিশু' বিষয়ক ধারণা

যেসব শিশুরা দত্তক গ্রহণের জন্য অপেক্ষা করে থাকে তারা আইনত দত্তকের জন্য প্রতীক্ষিত। তারা শিশু কল্যাণমূলক সংস্থার অধীনে থাকে; তাদের জন্মস্থানে ফিরে যেতে পারে না—এবং কোনো পরিবারে স্থায়ী আশ্রয়ের জন্য অপেক্ষায় থাকে।

Waiting child বা 'অপেক্ষিত শিশু' শব্দবন্ধটি সাধারণত (একেবারে শিশু নয়) যারা বিদ্যালয়ে যাবার মত বয়সী তাদেরই বোঝায় যারা আইনত দত্তক নেবার উপযুক্ত। তারা শিশু লালন কেন্দ্র বা ঐ জাতীয় সংস্থার অধীনে আইনত আশ্রিত থাকে। ঐসব সংস্থায় তাদের আসার নানাবিধ কারণ থাকে যেমন—পিতামাতা কর্তৃক পরিত্যক্ত, অবাঞ্ছিত অথবা পারিবারিক দুর্দশা বা দারিদ্র্যের শিকার।

এইসব 'অপেক্ষিত' শিশুদের অনেকেরই ভাইবোন থাকে তাদেরও দত্তক গ্রহণের জন্য রাখা হয়; তারা একই পরিবারের আশ্রয়ে থাকতে চায়। ভৌগোলিক অবস্থান অনুযায়ী এইসব 'অপেক্ষিত' শিশুদের অর্ধেকেরও বেশি ভিন্নজাতীয় হয়ে থাকে যাদের মধ্যে কৃষ্ণাঙ্গ সম্প্রদায়ের শিশুও আছে। তবে দুটি বৈশিষ্ট্য এইসব waiting children দের ক্ষেত্রে সমান তাহল—1. একটি দায়িত্বশীল পরিবারের স্থায়ী সদস্য হবার ইচ্ছা, যেখানে তারা স্নেহ ভালোবাসা পাবে এবং পরিপূর্ণ বিকাশের সুযোগ থাকবে এবং 2. যদিও কিছুটা দুরাশা ও আন্তরিক আকাঙ্খা তবু তারা আশা করে যে নতুন পরিবারে গিয়ে তারা পূর্ণ আনন্দ পাবে ও দিতে পারবে।

ভারতীয় দত্তক গ্রহণের আইন ও রীতি অনুযায়ী দেখা গেছে যে হিন্দুরা ছাড়া ভারতীয় আইন অন্য কোনো ক্ষেত্রে দত্তকের জায়গা রাখেনি। তাই দত্তক গ্রহণকারী বাবা-মার আশ্রয়ে তারা থাকে, যতদিন না দেশ ছেড়ে চলে যায় এবং দত্তক প্রক্রিয়া পালক পিতামাতার দেশেই সম্পন্ন হয়।

আপনার অগ্রগতি যাচাই করুন—

1. যেসব শিশুরা দত্তক গ্রহণের অপেক্ষায় আছে, যারা দত্তক হবার জন্য আইনী হিসাবে উপযুক্ত তাদের বলে ————
2. একটি শিশুকে সম্পূর্ণরূপে দৃষ্টিহীন বলা যায় যখন তার দৃষ্টিশক্তির তীক্ষ্ণতা ———— (20/20, 20/200, 10/200, 20/2000)
3. দুর্বল শ্রবণশক্তি সম্পন্ন শিশুর শিক্ষার জন্য যেখানে সময় ব্যয় করা উচিত ———— (ভাষা, ব্রেল, লেখা, পড়া)
4. ভিটামিন 'এ'-র অভাব এগুলির মধ্যে অন্যতম কারণ ———— (শ্রবণজনিত দুর্বলতা, গতিশীল দুর্বলতা, বুদ্ধিগত দুর্বলতা ও দৃষ্টিশক্তির দুর্বলতা)

নোট

8.3 প্রাথমিক চিহ্নিতকরণ, মূল্যায়ন ও মধ্যস্থতাকরণ

শিশুদের প্রাথমিক পর্যায় থেকে যত্ন নেওয়ার বিষয়টি ভারতে কেন্দ্র ও রাজ্য উভয় সরকারের দ্বারা অনুমোদিত। শিশুদের বিদ্যালয়ে ভর্তির প্রস্তুতি নেওয়ার জন্য এবং প্রাথমিক ও পরবর্তী পর্যায়ের বাধা দূর করার জন্য প্রথমেই মধ্যস্থতা করার ব্যাপারটিও অনুমোদিত। সেইসঙ্গে এটা স্বভাবিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ যাতে প্রতি শিশুর মধ্যেকার সম্ভাবনার পূর্ণ ব্যবহার করা যায়। কারণ তার ফলেই শিশুর ভবিষ্যতের ভিত সুদৃঢ় হতে পারে এবং তার সর্বাঙ্গীন বিকাশের সহায়ক হয়।

বিশেষজ্ঞদের মতানুসারে প্রাথমিক স্তরে এই মধ্যস্থতা বা হস্তক্ষেপের বিষয়টি শিশুর পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে স্বীকৃত। শিশুর বিকাশের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় বলে ICDS মান্যতা পেলেও এটি কিন্তু পুষ্টি বা নিউটিশনের বিষয়ে বিশেষ জোর দেয়। পরবর্তীকালে এই প্রক্রিয়া আরো ব্যাপ্তি লাভ করে বয়ঃসন্ধিকালের বালিকাদের গর্ভপূর্ব ও গর্ভ পরবর্তী অবস্থার যত্নসাধকে তৎপর হয়েছে এবং 6 বছর বয়স পর্যন্ত শিশুদের বিদ্যালয় পূর্ব অবস্থার শিক্ষার ব্যবস্থা করেছে। তৃণমূল স্তরের (অঙ্গনওয়াড়ী) কর্মীদের শিক্ষণের ক্ষেত্রে অক্ষমতা সংক্রান্ত সচেতনতা বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে। তবে নানাবিধ প্রতিবন্ধকতা বিশিষ্ট শিশুদের অবশ্য অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। দুর্বল বা অক্ষম (5 বছরের কম বয়সী) শিশুদের ক্ষেত্রে প্রথমস্তরেই চিহ্নিতকরণ ও মধ্যস্থতার মাধ্যমে নানা প্রযুক্তির যথাযথ ব্যবহার করে পরবর্তীকালের নানা কঠিন সমস্যা ও প্রতিবন্ধকতা থেকে তাদের রফা করতে সাহায্য করে।

অনেক বাবা-মার ধারণা ও উদ্বেগ যে তাদের শিশুসন্তানকে বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন বা দুর্বল বলে চিহ্নিত করলে তারা ভয় পেয়ে সঙ্কুচিত হয়ে থাকবে। তাদের ধারণা যে বিশেষ বলে চিহ্নিতকরণ তাদের সন্তানদের ক্ষেত্রে যেটি আশংকার কারণ হবে এবং স্বাভাবিক কাজকর্ম থেকে তাদের বাদ দিলে তারা অস্বস্তি অনুভব করবে। সেজন্য বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের যত তাড়াতাড়ি সম্ভব চিহ্নিত করে সেইমত শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন যাতে তারা বিশেষ ধরণের সাহায্য পেয়ে ভালোভাবে জীবনযাপন করার উপযুক্ত হয়ে ওঠে।

এক্ষেত্রে একজন শিক্ষকের ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমে তিনি শিশুটির মধ্যে এই এককে উল্লিখিত বিশেষ কয়েকটি লক্ষণ খুঁজে বার করবেন, তারপর ঠিকমত বিষয়টি লক্ষ্য করে যথাযথ ব্যবস্থা নেবার জন্য বিশেষজ্ঞদের কাছে পাঠাবেন।

শৈশবে সাধারণ বিকাশের ক্ষেত্রে কয়েকটি **সাবধানসূচক লক্ষণ—**

- উচ্চগ্রাসের শব্দ বা কোলাহলে কোনো প্রতিক্রিয়া না করা
- নিজেদের হাত সম্বন্ধে অচেতনতা, এবং মুখে হাত না দেওয়া
- চোখ দিয়ে কোনো জিনিস না দেখা কিংবা কোনো শব্দ শুনে ঘাড় না ফেরানো
- খেলনা ধরতে না পারা

নোট

- অঙ্গপ্রত্যঙ্গ হয় খুব শক্ত বা খুব নড়বড়ে (শিথিল)
- দেহের একপাশে ফিরে থাকা পছন্দ
- ছোট জিনিস তুলতে না পারা
- নড়বড়ে এবং প্রায়ই পড়ে যায়
- সবসময় দোলা
- অন্য শিশুদের সঙ্গে খেলতে আগ্রহী না হওয়া
- সাধারণ নির্দেশ বুঝাতে না পারা
- মার কাছ থেকে নিয়ে এলে ভয় পাওয়া
- অচেনা লোকদের দেখে ভয় পাওয়া
- বল ছোঁড়া, দৌড়ানো বা লাফ দিতে না পারা
- যে কোনো কাজে অতি তাড়াতাড়ি উৎসাহ হারিয়ে ফেলা

8.3.1 অক্ষমতাকে সনাক্তকরণ

সময়মত অসুবিধা ও প্রতিবন্ধকতার সনাক্তকরণ, তা নিবারণ করার প্রয়াস শিশুদের কর্মক্ষমতার দুর্বলতা বা অক্ষমতাকে অনেকটাই কমাতে পারে যা তাদের প্রতিবন্ধী অবস্থাকে কিছুটা কমাতে সাহায্য করে। প্রাথমিক ভাবে তাদের বাবা-মারই এই অবস্থাকে বুঝতে পারার কথা এবং তারপর অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র বা স্কুল বা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে তার যথাযথ পরীক্ষা ও মূল্যায়নের পর বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে যোগাযোগ করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া উচিত।

সরকারী বিদ্যালয়ের (প্রাথমিক, উচ্চপ্রাথমিক ও মাধ্যমিক) শিক্ষক/শিক্ষিকাদের প্রাথমিক দায়িত্ব শিশুদের অক্ষমতার বিষয়টি লক্ষ্য করে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ। বিদ্যালয়ের শিক্ষক/শিক্ষিকাদের এবং ছাত্রদের বাবা-মার এ ধরনের শিশুদের তালিকার দিকে লক্ষ্য করে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত।

CWSN (Children with Special Need)

CWSN-এর ধারণা

অক্ষমতা	লক্ষণসমূহ	
দৃষ্টিগত—	1. চোখে জল আসা 2. লাল হয়ে যাওয়া 3. অনবরত চুলকানি 4. বারবার চোখ পিটপিট করা	এই চারটি লক্ষণ যদি দেখা দেয় তাহলে অভিজ্ঞ চিকিৎসক দিয়ে পরীক্ষা করানো উচিত যাতে যথাযথ চিকিৎসা করে বা চশমা পরে অবস্থার উন্নতি হয়।

নোট

5. ট্যারা
6. জিনিসের ওপর বা অন্য লোকের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়া
7. মাথা টলটল করা এবং চোখ বন্ধ হয়ে যাওয়া
8. একমিটার দূরবর্তী ছড়ানো হাতের আঙুল গোনার ক্ষেত্রে অসুবিধা
9. পড়তে বসে বারবার দুদিকে মাথা ঘোরানো
10. দূরের জিনিস দেখার অসুবিধা
11. সূক্ষ্ম কাজ করার জন্য তীক্ষ্ণ দৃষ্টির অভাবে অক্ষমতা বা অসুবিধা
12. বই পড়ার সময় খুব কাছে অথবা খুব দূর থেকে দেখা
13. ব্ল্যাকবোর্ড থেকে লেখা টুকে নেবার সময় বারবার সহপাঠীদের জিজ্ঞেস করা
14. ব্ল্যাকবোর্ড থেকে লেখা পড়ার অসুবিধা
15. পাশের জিনিসকে আঘাত করা

দৃষ্টিগত—
1. কানের গঠনে ত্রুটি
2. কান থেকে পুঁজ পড়া
3. কান ব্যাথা
4. কানে চুলকানি
5. অনেক কাছ থেকে শোনার চেষ্টা
6. কোনো কথা বারবার শুনতে চাওয়া
7. ঠিকমত লিখতে না পারা
8. বক্তার কথার চেয়ে পুনরুক্তি শোনার প্রবণতা

এই লক্ষণগুলির মধ্যে 3 অথবা 4টি যদি দেখা যায় তাহলে বুঝতে হবে কথা বলা ও শোনার ত্রুটি আছে। তখন শিশুটিকে কান-নাক-গলার বিশেষজ্ঞ (ENT) দেখাতে হবে, সেই সঙ্গে কথা বলার জন্য speech therapist-এর সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে। শিশুর বয়স যদি 4/5 বছরের কম হয়, তাহলে এক মনস্তাত্ত্বিককে যোগাযোগ করে সমস্যার সমাধান করতে হবে।

9. ব্ল্যাকবোর্ড থেকে লিখতে গিয়ে ভুল করা
10. সহপাঠীকে বারবার তার খাতা দেখানোর কথা বলা
11. ক্লাসে যথাযথ মনোযোগ দেওয়ার অভাব
12. শোনার জন্য একটি কান ব্যবহার করার চেষ্টা
13. পিছন থেকে বক্তার কথা শোনায় অসুবিধা
14. শিশু খুব জোরে অথবা খুব আস্তে কথা বলে
15. কণ্ঠস্বর ও উচ্চারণের ত্রুটি
16. টি.ভি ও রেডিও খুব জোরে চালিয়ে রাখা
17. এলোমেলো উত্তর প্রদান
18. তার সমবয়বী বন্ধুদের থেকে দূরে থাকার প্রবণতা

নোট

19. অন্য ঘর থেকে ডাকলে উত্তর দিতে না পারা
20. বারবার এককথা বললে তবেই শিশু বুঝতে পারে

Speech বাক্য উচ্চারণঃ

1. বাক্যে অনুপযোগী শব্দ বা ধ্বনি প্রয়োগ
2. তোতলানো
3. আধো আধো কথা বলা
4. সঠিক শব্দ শেখায় অসুবিধা এবং ভুল শব্দ বলা
5. দুর্বোধ্য ভাষা প্রয়োগ

গতিশীল প্রতিবন্ধকতা (Locomotor disability)ঃ

1. গলা, হাত-পা, কোমর ও আঙুলেরএর কোনো একটি লক্ষণ দেখা গঠনগত ত্রুটি গেলে শিশুকে অস্থিবিষেষজ্ঞ শল্য
2. মেঝেতে জিনিস রাখতে গিয়ে চিকিৎসককে দেখানো উচিত জিনিস তোলা, ধরার অসুবিধা এবং ফিজিওথেরাপিস্ট বা শিক্ষণপ্রাপ্ত
3. শরীরের কোনো অংশ নড়াচড়া ব্যক্তিকে দিয়ে চিকিৎসা করানো দরকার। করার অসুবিধা
4. কলম ধরতে অসুবিধা
5. চলতে গেলে লাঠির সাহায্য দরকার
6. চলার সময় ঝাঁকুনি
7. শরীরের ভারসাম্য বজায় না রাখা
8. মৃগী রোগের মত লক্ষণ ও কাঁপুনি
9. গ্রন্থিতে ব্যাথা
10. শরীরের কোনো অংশে ছেদন
11. চলা ফেরা, বসা, দাঁড়ানোয় অসুবিধা

বুদ্ধিগম্য অক্ষমতা (মানসিক প্রতিবন্ধকতা)ঃ

1. একটি শিশুর কোনো অবলম্বন এর যে কোনো চারটি লক্ষণ যদি দেখা যায় ছাড়া বসতে না পারা তাহলে, শিশুটিকে একজন দক্ষ ও অভিজ্ঞ (12 থেকে 15 মাস বয়সে) মনস্তাত্ত্বিকের কাছে নিয়ে যাওয়া উচিত
2. আড়াই বছর বয়সে চলতে না পারা অথবা এমন একজন শিক্ষকের কাছে পাঠানো

নোট

3. আড়াই বছরেও কথা বলতে উচিত যিনি মানসিক প্রতিবন্ধী শিশুকে
4. 6 বছর বয়স হলেও যদি এর বিশেষ যত্নের সঙ্গে শেখাবেন
   কোনো 1টি নিজে করতে না পারা
   (ক) খাওয়া (খ) জামা না পড়া (গ) বাথরুমে যাওয়া
5. পেন্সিল ঠিকমত ধরতে না পারা বা কাঁচি ধরতে না পারা
6. বল নিয়ে খেলতে না পারা বা
   অন্যদের সঙ্গে 'গুলিডান্ডা' খেলতে অক্ষম
7. সঙ্গীদের সঙ্গে খেলতে গিয়ে চেঁচামেচি করা
8. কোনো কথা বা নির্দেশ শোনার ক্ষেত্রে অমনোযোগিতা
9. একটি সাধারণ বিষয়ও মনে রাখার জন্য বারবার শোনার প্রবণতা
10. অন্তত পাঁচটি ফল, সবজি ও গাছের নাম বলতে না পারার সমস্যা
11. সপ্তাহের 7টি বারের নাম না বলতে পারা
12. নিজের কোনো সমস্যার কথা স্পষ্টভাষায় বলতে না পারা
13. খুব কম সময়ের জন্যও কাজে মনযোগ দিতে না পারা
14. সঠিকভাবে কথা বলতে না পারা
15. নতুন জিনিস শেখার ক্ষেত্রে অসুবিধা
16. কোনো কিছুর ধারণা সম্বন্ধে অস্পষ্টতা
17. সমবয়সী সাথীদের সঙ্গে ঠিকমত মিশতে না পারা
18. অন্য বাচ্চাদের তুলনায় কিছু বোঝা বা করার ক্ষেত্রে অনেক সময় লাগা
19. কোনো কাজ সঠিকভাবে সম্পন্ন করতে গেলে অস্বাভাবিক বেশি সময় নেওয়া
20. পড়াশোনার ফল অতি নিম্নমানের
21. শিক্ষা নিতে গিয়ে পড়ার চেয়ে দেখা বা অন্যজিনিসের প্রতি নির্ভরতা।

শিক্ষাগ্রহণে দুর্বলতাঃ

1. গমনকার্যে (শুনতে) অক্ষমতা
2. অমনোযোগী বাড়িতে অথবা স্কুলে পড়ার চেয়ে অন্য বিষয়ে আকর্ষিত হওয়া
3. শ্রেণীকক্ষে শান্তভাবে বসে থাকার অক্ষমতা
4. মুখে বলা কথা ঠিকমত লিখতে না পারা
5. সঠিক শব্দের পরিবর্তে অন্য শব্দ বলা-যেমন 'স্কুল' না বলে 'ইস্কুল'

এই লক্ষণগুলির তিন থেকে পাঁচটি উপসর্গ দেখা গেলে শিশুকে উপযুক্ত মনস্তাত্ত্বিক, শিশুরোগ বিশেষজ্ঞের কাছে নিয়ে যাওয়া প্রয়োজন। শেখার ক্ষেত্রে অক্ষম দুর্বল শিশুদের লেখার চেয়ে মুখে বলার ক্ষমতা বেশী হয় সেজন্য তাদের পরীক্ষা করা উচিত

নোট

6. ডানদিক ও বাঁদিকের মধ্যে গুলিয়ে ফেলা
7. মৌখিক নির্দেশ মনে রাখার ক্ষেত্রে অস্বাভাবিক অক্ষমতা
8. কোনো জিনিস মুখস্ত করার ক্ষেত্রে দুর্বলতা
9. নানা কাজ সময়মত শেষ করার ক্ষেত্রে ক্লান্ত ও বিব্রত হওয়া
10. পড়ার সময় অক্ষর চিনতে বিপর্যয় যেমন-b কে d, saw কে was বলা
11. সংখ্যার ক্ষেত্রেও বিপরীত সংখ্যার ব্যবহার যেমন 31 কে 13, 6 কে 9 ভাবা
12. পড়ার সময় নানা ধরনের ভুল করা—বারবার এককথা বলা, সঠিক শব্দের বদলে অন্য শব্দ ব্যবহার, কিছু শব্দ বাদ দিয়ে যাওয়া—এমন অনেক কিছু।
13. গাণিতিক হিসাবে অক্ষম বা দুর্বলতা
14. দৃষ্টিশক্তি পরিষ্কার থাকলেও বই বা ব্ল্যাকবোর্ড থেকে কিছু কপি করতে গিয়ে ভুল করা
15. অক্ষর বিন্যাসে সমস্যা—অক্ষরগুলি হয় খুব কাছাকাছি বা খুব দূরে দূরে লেখার প্রবণতা
16. মনে হয় শিশুটি ঠিক বুঝেছে কিন্তু যথাযথ উত্তর দিতে অক্ষম

8.3.2 মূল্যায়ন

বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের প্রথম অবস্থায় সনাক্ত করলে স্কুলে ঠিকমত গিয়ে ভালোভাবে পড়াশোনা করা সম্ভব হয়, সঠিক মূল্যায়ন শিশুর যথার্থ প্রয়োজন ও চাহিদা মেটাতে পারে। অনেক শিশু একটি বিশেষ সময়ে পড়তে গেলে অসুবিধা বোধ করে। তার হয়তো অল্প সময়ের জন্য সাহায্য প্রয়োজন তবে অনেক ক্ষেত্রেই এই বিশেষ চাহিদা সারাজীবনই থাকে। কটি শিশুর চাহিদা সময় ও পরিবেশের কারণে বদলে যেতে পারে তার গ্রহণ ক্ষমতাও পরিবর্তিত হয়ে যায়। তার শিক্ষা সংক্রান্ত সমস্যা নানা কারণে হতে পারে এবং এজন্য বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের উচিত নিয়ামিত পরিদর্শন ও সনাক্ত করে শিশুর চাহিদা অনুসারে তাকে বিকশিত করা শিশুর অভিভাবকদের কাছ থেকে ভালো শিক্ষকের অধীনে দায়িত্বভার অর্পনে সম্মতি লাভের পরে একটি মূল্যায়ন সংক্রান্ত খসড়া বা পরিকল্পনা গ্রহণ করা যেতে পারে। সেখানে শিশুর অভিভাবকদেরও যুক্ত থাকা দরকার।

মূল্যায়ন কিভাবে করা যায়—?

মূল্যায়ন করতে গিয়ে নিম্নলিখিত প্রশ্ন করা যেতে পারে—

1. শিশুটি কে এবং কেমন?—তার পছন্দ-অপছন্দ, দক্ষতা ভালো লাগা বা প্রিয় বিষয় ইত্যাদি।

2. শিশুটির বিশেষ চাহিদা কি?—কেন সে 'বিশেষ' ধরনের শিক্ষার আওতায় এসেছে?

নোট

3. শিশুটির পরিবার ও তার সহযোগী কারা? এর মধ্যে থাকবে তার আশা, স্বপ্ন, চাহিদা ইত্যাদি।

4. ছাত্রদের রুটিন এবং প্রাত্যহিক কাজ কি কি?

5. তার রুটিন ও কাজকর্ম দেখে বিচার করতে হবে কি করলে তার অগ্রগতি উন্নত হবে?—

— কথা বলে যোগাযোগ রক্ষা করা

— ঘুরে ফিরে বেড়িয়ে যোগাযোগ করা

— খেলা করা সকলের সঙ্গে মেলা মেশা করা

— পড়ে মনে রাখা অভ্যাস করা

— পছন্দমত জিনিস নির্বাচন করা

— বন্ধুদের সঙ্গে নানা কাজে অংশগ্রহণ করা

— স্বাধীনতভাবে কাজ করতে দেওয়ার সুযোগ

— অন্যকে সাহায্য করার শিক্ষা

6. সাহায্যকারী প্রযুক্তির জন্য কি ধরনে IEP লক্ষ্য ও কর্ম দেখবো (দুই বা তিনটির অগ্রাধিকার)—

— ভাবা ও যোগাযোগ

— খেলা করা ও মেলামেশা

— পুষ্টি

— গতিশীলতা ও অবস্থানগত সচেতনা

— 'প্রস্তুত' থাকার দক্ষতা

— নিজে তৈরি হওয়া (self help)

— প্রাত্যহিক কাজকর্মের হিসাব

— আচার আচরণ

— বন্ধুগোষ্ঠী

শিশুর চাহিদা অনুযায়ী বিশেষজ্ঞ দলের সঙ্গে একজন যোগ্য শিক্ষক। পাঠ শিক্ষাদানে অভিজ্ঞ চিকিৎসক বাচন ও ভাষণ সংক্রান্ত বিশেষজ্ঞ, মনস্তাত্ত্বিক, থেরাপিস্ট ও অন্য বিভিন্ন উপযুক্ত ব্যক্তিকে নিয়ে একটি গোষ্ঠী গঠন করা উচিত। শিশুর বিকাশের বিভিন্ন ধরনের উপর নির্ভর করে বিভিন্ন যোগ্য ব্যক্তি তার অবস্থার মূল্যায়ন করবেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় একজন মনস্তাত্ত্বিক

নোট

তার মানসবোধ বিষয়ে মূল্যায়ন করবেন। শ্রেণীশিক্ষক দেখাবেন তার পাঠগ্রহণের ক্ষমতা। নানাদিকে প্রতিবন্ধী বা দুর্বল। চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের প্রাথমিক সনাক্তকরণের জন্য একটি বিধিবদ্ধ প্রশ্নমালা তৈরি করা যেতে পারে। (Appendix-এ দেওয়া আছে) মূল্যায়ন-এর খসড়া তৈরির পর যখন শিশুটির যথাযথ মূল্যায়ন সম্পূর্ণ হবে। তখন স্কুল কর্তৃপক্ষ শিশুটির অভিভাবকদের সঙ্গে যৌথভাবে আলোচনায় বসে মূল্যায়নকারী শিক্ষক ও ব্যক্তিদের সঙ্গে কথা বলে ছাত্রের পরবর্তী অগ্রগতি বিষয়ে স্থির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন। ছাত্রের বাবা-মা শিক্ষক ওল অন্য যারা তাদের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, প্রত্যেকের কাছে লিখিত রিপোর্ট জমা দিতে হবে।

8.3.3 প্রাথমিক ব্যবস্থাগ্রহণ বা হস্তক্ষেপ

Early Intervention (EI) বা প্রাথমিক স্তরে ব্যবস্থাগ্রহণ শব্দের অর্থ। বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের অসুবিধা লাঘব করার জন্য যেসব পদক্ষেপ নেওয়া হয়—তার বৈশিষ্ট্য এই কর্মপ্রক্রিয়ার মধ্যে আছে বাচক, শারীরিক বা অন্য বিষয়ের থেরাপি, যা বাড়িতে বা অন্যত্র সম্পন্ন হতে পারে।

এই চিকিৎসা বা থেরাপি তাড়াতাড়ি প্রাথমিক অবস্থায় করা গেলে শিশুর বিকাশে পরবর্তীকালে আর 'থেরাপি' করার দরকার হবে না। অবশ্য কোনো শিশুর বিদ্যালয়ে খাবার বয়স হওয়া সত্ত্বেও যদি বিশেষ চিকিৎসা বা থেরাপির প্রয়োজন হয়—তাহলে যেসব বিদ্যালয়ে বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা আছে যেখানে পাঠাতে হবে। এই জাতীয় বিদ্যালয়ে শিশুকে বিশেষ চিকিৎসা বা থেরাপি দেওয়া পাঠ্যসূচির মধ্যেই অন্তর্ভুক্ত।

প্রথম স্তরেই হস্তক্ষেপ করা কেন এত প্রয়োজন?

প্রথম স্তরেই মধ্যস্থতা বা হস্তক্ষেপ করার তিনটি প্রধান কারণ আছে এবং যেটি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব করা দরকার—

শিশুর বিকাশে একটি সাহায্য করবে। এটি শুধু শিশুর সহায়ক নয় পুরো পরিবারের জন্য উপকারী এবং শেষ পর্যন্ত এই পদ্ধতির মাধ্যমে শিশুকে সমাজের কাজের উপযোগী করে তোলা সম্ভব।

মধ্যস্থতা করার পদ্ধতির মধ্যে আছে—

- মধ্যস্থতা করার যথাযথ পরিকল্পনা
- বাবা-মার সঙ্গে পরামর্শ করে সহযোগী হওয়া
- যথাযথ মাধ্যম (media) খুঁজে বার করার প্রয়াস
- যথাযথ উপাদান সমূহ তৈরি করা (যা ব্যবসায়িক ও স্থানিক ক্ষেত্রে তৈরী)

নোট

- কার্যকরী বস্তু (যেমন যন্ত্রচালিত খেলনা) তৈরী করা বা চিনতে পারা
- দৈনিক হিসাব মত অন্ততপক্ষে চার সপ্তাহের জন্য পরিকল্পনা মাফিক কাজ করতে হবে
- ছাত্র পঠনের ফলাফলের মূল্যায়ণ করা এবং
- সাহায্যকারী প্রযুক্তিগত বিষয় সম্পর্কে পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ

এই মধ্যস্থতা বা হস্তক্ষেপ করার বিষয়টি বিদ্যালয়কেন্দ্রিক অথবা নিজবাস গৃহভিত্তিক হতে পারে—যেখানে সংহত শিশুবিকাশের দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে শিশু বিদ্যালয়ে গিয়ে সফল হতে পারে। এই প্রক্রিয়ার দীর্ঘমেয়াদী ফল এমন হবে যা নানা উপাদান ও নীতির এক দীর্ঘ তালিকা। এর ফলে শিশুদের বৌদ্ধিক, জ্ঞানগত, ভাষাগত, সামাজিক এবং আবেগের দিকটি যথাযথ বিকাশের সুযোগ পাবে—যার ফলে অধিকমাত্রায় অক্ষম শিশু থেকে প্রাক প্রাথমিক পর্যায় পর্যন্ত শিশুরা উপকৃত হতে পারবে।

প্রতি শিশুর ভিন্ন ভিন্ন দুর্বলতার মাত্রা অনুসারে তাদের শিক্ষার পদ্ধতি ও প্রয়োগ ভিন্ন হবে। এক্ষেত্রে প্রত্যেকের জন্য আলাদা আলাদা শিক্ষাবিষয়ক পরিকল্পনা গ্রহণ করা উচিত। এই প্রক্রিয়া সরল থেকে জটিল—দুরকম হতে পারে। প্রতিটি শিশুর প্রয়োজন অনুসারে পরিকল্পনা গ্রহণে একজন শিক্ষকের ভূমিকা খুব গুরুত্বপূর্ণ। শিশুর চাহিদা অনুযায়ী সার্থক ও উপযুক্ত পাঠক্রম তৈরি করার জন্য প্রয়োজন সঠিক নিরীক্ষণ।

8.4 অক্ষমতা সংক্রান্ত নীতি ও আইন

1995 সালের Disabilities Act, তার প্রয়োগের ফলাফলের ভিত্তিতে একটি নতুন আইন দ্বারা পরিবর্তিত করার প্রস্তাব এসেছে। সেই act বা নীতি প্রয়োগে যেসব ঘটনা ঘটেছে UN Convention on the Rights of Person with Disabilities (UNCRPD) [অক্ষম মানুষের অধিকার নিয়ে ইউ. সম্মেলনে] তাই বলা হয়েছে।

এই এককে বর্তমান আইন ও নীতি সম্বন্ধে আমরা আলোচনা করবো—

অক্ষম ও প্রতিবন্ধী মানুষের মানবিক অধিকার কী?

সমাজের সব সদস্যরই সমান মানবাধিকার তার মধ্যে আছে নাগরিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং সামাজিক অধিকার। এইসব অধিকারের মধ্যে আছে—

- কোনোরকম প্রভেদ ছাড়াই সমানাধিকার
- জীবন, স্বাধীনতা ও নিরাপত্তার অধিকার
- আইনের দৃষ্টিতে সাম্যের অধিকার
- কোনোরকম অত্যাচার থেকে মুক্তির অধিকার
- সন্ত্রাস, অত্যাচার ও কুকথা-গালিগালাজ থেকে মুক্তির অধিকার

নোট

- শারীরিক ও মানসিক ন্যায়পরতা সম্মান করা
- চলাফেরা এবং জাতীয়তাবোধের স্বাধীনতা
- নিজের সম্প্রদায়ের মধ্যে থাকার অধিকার
- নিজের মতবাদ প্রকাশের স্বাধীনতা
- গোপনীয়তা রক্ষার স্বাধীনতা
- নিজের বাড়ি ও পরিবারের প্রতি শ্রদ্ধা
- শিক্ষার মৌলিক অধিকার
- স্বাস্থ্যের পরিষেবার অধিকার
- কর্মের অধিকার
- জীবনধারণের এক সুনির্দিষ্ট মান রক্ষার অধিকার
- সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যাপারে অংশগ্রহণের স্বাধীনতা
- সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে অংশগ্রহণের অধিকার

অক্ষম বা প্রতিবন্ধী সব মানুষের জীবন উপভোগ ও আনন্দ করার সম্পূর্ণ অধিকার আছে। এর মধ্যে আছে তাদের অক্ষমতাজনিত কারণে প্রভেদ বা বৈষম্য থেকে মুক্তির অধিকার। এছাড়া আছে জাতি, বর্ণ, লিঙ্গ, ভাষা, ধর্ম নির্বিশেষে সমান অধিকারের দাবী।

8.4.1 অক্ষম মানুষের অধিকার সংক্রান্ত সম্মেলন বা অধিবেশন

শারীরিক প্রতিবন্ধী অক্ষম মানুষের অধিকার সংক্রান্ত সম্মেলন একটি আন্তর্জাতিক চুক্তি যা অক্ষম মানুষের অধিকারের দাবী সমর্থন করে। রাজ্যস্তরে সেই দাবীকে উত্থাপন করে রক্ষা করার শপথ নেয়। এই অধিবেশন দুটি প্রক্রিয়ার প্রয়োগ প্রতিষ্ঠা করতে চায়—অক্ষম মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা ও রক্ষার দাবী, এবং রাজ্যদলগুলির সমাবেশে যাতে সেই দাবীগুলি যথাযথ প্রযুক্ত হয়।

এই সম্মেলনে যাতে সমাজের নাগরিক গোষ্ঠী, জাতীয় মানবাধিকার রক্ষা গোষ্ঠী এবং সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলি যোগ দেয় সে ব্যাপারে রাজ্যস্তরে উদ্যোগ নেওয়া হয়।

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ (United Nation) 2006 সালের 13ই ডিসেম্বরে এই প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং স্বাক্ষর প্রদানের জন্য 2007 সালের 30শে মার্চ পর্যন্ত সময় নির্ধারিত হয়। যেসব রাজ্য এই সম্মেলনকে অনুমোদন করেছে তারা এর মান্যতাকে স্বীকার করতে আইনত বাধ্য। অন্য রাজ্যের ক্ষেত্রে এই সম্মেলন একটি আন্তর্জাতিক মানদণ্ড হিসাবে শ্রদ্ধা ও সমর্থনের যোগ্য।

যে নীতি এখনও পর্যন্ত বিদ্যমান তা সংশোধনের প্রক্রিয়ার মধ্যে আছে। এই পরিচ্ছদে প্রদত্ত তথ্যাদি সংশোধনের পূর্বেকার নীতি।

নোট

দক্ষিণ এশিয়ার বেশিরভাগ দেশেই 'অক্ষমতা' বিষয়টি সরকারী স্বীকৃতিপ্রাপ্ত এবং স্থানীয় সরকার UNCRPD বিষয়টি কার্যকর করার ব্যাপারে দায়িত্ব নিয়ে থাকে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় ভারতে ভারতীয় সংবিধান অনুযায়ী তিনটি বিষয়ের তালিকা—কেন্দ্রীয়, সহকারী ও রাজ্যস্তরে বিন্যস্ত। যেসব বিষয় কেন্দ্রীয় আওতায় পড়ে—যেমন প্রতিরক্ষা, বিদেশমন্ত্রক সেগুলির দায়িত্ব কেন্দ্র সরকারের। সহযোগী বিষয়ের মধ্যে আছে শিক্ষা, স্বাস্থ্য ইত্যাদি। প্রতিবন্ধকতা বা অক্ষমতা (disabilities)-র বিষয়টি রাজ্য তালিকার অন্তর্ভুক্ত। এর অর্থ হল UNCRPD-র প্রয়োগের দায়িত্ব রাজ্য স্তরে ন্যস্ত এবং রাজ্য ও প্রাদেশিক সরকারের উপর নির্ভর। গ্রামীণ ক্ষেত্রে পঞ্চায়েত ও স্থানীয় শাসকের এই অক্ষমতা বিষয়ে দায়িত্বগ্রহণ করা কর্তব্য।

আমরা জানি Disability Act ভারতে আইন ও বিধিবদ্ধ ভাবে স্বীকৃত। এটির মধ্যে নীতি পরিকল্পনা ও আইনগত বিষয় একটি সনদপত্রে (document) লিখিত।

8.4.2 অক্ষমতাজনিত আইন 1995

এই বিষয়ের আইনি সংজ্ঞা দেওয়া হল। অক্ষমতার অর্থ—

- দৃষ্টিহীনতা-অন্ধত্ব—সম্পূর্ণ দৃষ্টিহীনতা
- ক্ষীণ দৃষ্টিশক্তি—যোগ্য সহায়কের সাহায্যে কাজ করার ক্ষমতা
- কুষ্ঠরোগ থেকে আরোগ্য—আরোগ্য লাভের পরও হাত ও পায়ে অসাড়তা—সেই সঙ্গে চোখে ও চোখের পাতায় অসাড়তা
- শ্রবণশক্তির দুর্বলতা—60 ডেসিবেল ও তার বেশি শ্রবণের দুর্বলতা
- গতিশীলতার দুর্বলতা—অস্থি গ্রন্থি ও পেশির দুর্বলতা যা অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সঞ্চালনে বাধা দেয় অথবা মস্তিষ্কের দুর্বলতা
- মানসিক অসুস্থতা—মানসিক প্রতিবন্ধী অবস্থা ছাড়া অন্য মানসিক দুর্বলতা
- মানসিক প্রতিবন্ধ—মানসিক গঠনের পরিপূর্ণ বিকাশের অভাব

একজন প্রতিবন্ধী বা অক্ষম ব্যক্তির প্রয়োজন চিকিৎসকের প্রমাণপত্র যে সেই ব্যক্তি 40% শতাংশের কম দুর্বলতা সম্পন্ন নয়।

অক্ষমতার চিহ্নিতকরণ ও প্রতিষেধকের প্রয়োগ

অর্থনৈতিক বিকাশ ও ক্ষমতা অনুসারে সরকারী ও স্থানীয় কর্তৃপক্ষের উচিত দুর্বলতা বা অক্ষমতা নিবারণ ও প্রতিষেধক প্রয়োগ করা যাতে অক্ষমতাকে প্রতিরোধ করা যেতে পারে—

1. অক্ষমতার বারবার ফিরে আসার কারণ জানার জন্য উচিত পরিদর্শন, পরীক্ষা ও গবেষণা।
2. প্রতিবন্ধকতা নিবারণের জন্য নানাধরনের প্রক্রিয়া ও রীতির প্রয়োগ
3. সব শিশুকেই বছরে অন্তত একবার করে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে দেখা উচিত

নোট

4. প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের কর্মীদের শিক্ষণ বা ট্রেনিং-এর সুযোগ
5. সাধারণ স্বাস্থ্যবিধি ও শৌচাগার সম্বন্ধীয় সচেতনতা বাড়াবার জন্য প্রচার ও আন্দোলন চালানো উচিত
6. শিশু জন্মের আগে, গর্ভাবস্থায় ও জন্মের পরে মা ও শিশুর যথাযথ স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রয়োজন
7. প্রাক্ বিদ্যালয়, প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের এবং গ্রামীণ ও অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের দ্বারা জনসাধারণকে শিক্ষিত করা উচিত
8. দূরদর্শন, রেডিও বা অন্যান্য গণ মাধ্যমের সাহায্যে প্রতিবন্ধী বা দুর্বলতা বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করে প্রতিষেধকের ব্যবহার ও প্রয়োগ করা উচিত।

শিক্ষা

রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকার ও স্থানীয় কর্তৃপক্ষের উচিত প্রতিটি অক্ষম ও প্রতিবন্ধী শিশুর 18 বৎসর বয়স পর্যন্ত যথাযথ শিক্ষার অধিকার বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

কর্মসংস্থান

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য নির্দিষ্ট চাকরির পদগুলি চিহ্নিত করে তাদের জন্য সুরক্ষিত রাখার দায়িত্ব সরকারের গ্রহণ করা উচিত।

এই সংরক্ষণ 3% শতাংশের কম হবে না, যার মধ্যে 1% শতাংশ নিম্নে উল্লিখিত অক্ষমতার ক্ষেত্রে রাখতে হবে।

1. দৃষ্টিহীন অথবা ক্ষীণদৃষ্টিসম্পন্ন মানুষ
2. শ্রবণজনিত দুর্বল মানুষ
3. গতিশীলতা বিষয়ে দুর্বল বা মস্তিষ্কের দুর্বলতা

সদর্থক কর্ম

দুর্বল অক্ষম ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তির জন্য সহায়ক যন্ত্রাদি সরকারের পক্ষ থেকে সরবরাহ করা উচিত। সেইসঙ্গে অক্ষম মানুষদের জন্য গৃহনির্মাণ, ব্যবসা, বিশেষ বিনোদন কেন্দ্র বিশেষ বিদ্যালয়, গবেষণাকেন্দ্র ও উদ্যোগীদের দ্বারা নির্মিত কারখানা তৈরির জন্য কম দামে জমি বণ্টন করা উচিত।

বৈষম্যহীন আচরণ

সরকারী পরিবহণ সংস্থার উচিত অক্ষম ও প্রতিবন্ধী মানুষের জন্য নানা সুযোগ ও সুবিধার ব্যবস্থা করা যাতে তারা সহজে সেই সুযোগ গ্রহণ করতে পারে—এর মধ্যে হুইল চেয়ারে আসীন অক্ষমদের কথাও মনে রাখতে হবে।

নোট

এছাড়াও সরকারী ও স্থানিক কর্তৃপক্ষকে তাদের সাধ্য অনুযায়ী কয়েকটি ব্যবস্থা নিতে হবে। যেমন রাস্তা পারাপারে লাল আলোর শ্রবণমূলক সতর্কবার্তা, হুইলচেয়ার ব্যবহারকারীদের জন্য যথাযথ ব্যবস্থা এবং অন্ধ মানুষদের জন্য বিশেষ ধরনের জেব্রা পারাপারের ব্যবস্থা।

সাবধানসূচক চিহ্ন এমন জায়গায় বসাতে হবে যাতে প্রতিবন্ধী দুর্বল লোকেরা সেটি বুঝতে পারে। বাড়ি এবং শৌচালয় এমনভাবে গঠিত হওয়া উচিত যাতে হুইলচেয়ার ব্যবহারকারীরা সহজেই সেখানে যেতে পারে। চাকুরিরত অবস্থায় কোনো কর্মী যদি হঠাৎ অক্ষম হয়ে পড়েন মালিকপক্ষ তাকে কোনোমতেই ছাঁটাই করতে পারবেন না। অক্ষমতাজনিত কারণে কোনো কর্মীর উন্নতি (প্রমোশন) বন্ধ করা যাবে না বরং তাদের জন্য উপযুক্ত কাজের ব্যবস্থা করতে হবে।

গবেষণা ও কর্মক্ষমতা উন্নয়ন

সরকারী ও স্থানীয় কর্তৃপক্ষ অক্ষমতা প্রতিরোধ, তাদের জন্য পুনর্বাসন, সহায়ক যন্ত্রের সরবরাহ, উপযুক্ত কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করবে এবং অফিস ও কারখানায় তাদের জন্য উপযুক্ত সুবিধাদানে প্রয়াসী হবে।

চূড়ান্ত প্রতিবন্ধীদের জন্য সংস্থা গঠন

যেসব ব্যক্তি 80% শতাংশ বা তার বেশী অক্ষম বা প্রতিবন্ধী তাদেরকেই চরম প্রতিবন্ধীরূপে (severe disability) গণ্য করা হয়। তাদের জন্য সরকারের বিশেষ ধরনের সংস্থা গঠন করা কর্তব্য। বেসরকারী প্রতিষ্ঠান যদি সরকারী প্রতিষ্ঠানের মানদণ্ড অনুযায়ী হয় তাহলে চূড়ান্ত অক্ষম ব্যক্তিদের পক্ষে তা যথোপযুক্ত বিবেচিত হয়।

প্রতিবন্ধী বা অক্ষম মানুষের জন্য সরকারী ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী নিয়োগ

প্রতিবন্ধী আইন কার্যকরী করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার একজন প্রধান কর্মাধ্যক্ষ বা ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী নিয়োগ করবে। প্রধান কর্মাধ্যক্ষ (চীফ কমিশনার) অন্যান্য ভারপ্রাপ্ত কমিশনারদের সঙ্গে যোগাযোগ করে। অক্ষম মানুষের জন্য গঠিত সরকারী তহবিলের যথাযথ হিসাব রাখার বিষয়টি লক্ষ্য রাখবেন; তাদের অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা যাতে বজায় থাকে তারদিকে যথাযথ দৃষ্টি দিয়ে কেন্দ্র সরকারের কাছে বার্ষিক হিসাব দাখিল করবেন।

8.4.3 2011 সালের অক্ষমতাজনিত আইন অনুযায়ী তাদের অধিকার ও দাবী

এ সম্বন্ধে প্রস্তাবিত বিল অক্ষম ব্যক্তিদের সমানাধিকারকে অনুমোদন করে (NALSAR-আইন বিশ্ববিদ্যালয়-এর নির্দেশিত পথে) 1995-এর Disability Act অক্ষমতার নির্দিষ্ট পরিমাণ অনুসারে প্রতিবন্ধকতার একটি সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা বেঁধে দিয়েছে। ফলে এই বিধি অনুযায়ী উল্লিখিত না হলে সেইসব অক্ষম মানুষেরা এই সুযোগসুবিধার আওতায় আসবেনা।

নোট

প্রস্তাবিত আইনের প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ

- সব অক্ষম মানুষের সমান অধিকার ও বৈষম্যহীনতা বিষয়ে নিশ্চয়তা (2011 সালের অক্ষম মানুষের অধিকার বিষয়ক বিল অনুসারে)।
- সব ধরনের প্রতিবন্ধী মানুষের আইনের অধিকার অনুমোদন করে প্রয়োজনমত সেটি প্রয়োগের ব্যবস্থা।
- প্রতিবন্ধী মহিলাদের ক্ষেত্রে বৈষম্যমূলক আচরণ লক্ষ্য করে লিঙ্গ বৈষম্য প্রতিরোধ করে তাদের অধিকার সুরক্ষিত করা উচিত।
- অক্ষম বা প্রতিবন্ধী শিশুদের অরক্ষিত অবস্থার দিকে মনোযোগ দিয়ে অন্য সাধারণ শিশুদের মতো তাদের সমানভাবে গ্রহণ করা কর্তব্য।
- বয়স্ক, প্রবীন, অশক্ত প্রতিবন্ধী মানুষদের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া কর্তব্য। যারা গৃহবন্দী, আত্মীয় পরিজন দ্বারা পরিত্যক্ত কোনো অনাথাশ্রম বা অন্য কোথাও আশ্রিত তাদের যথাযথ যত্ন নেওয়া উচিত।
- জাতীয় ও রাজ্যস্তরে প্রতিবন্ধী অধিকার প্রতিষ্ঠান তৈরি করে অক্ষমতা জনিত নীতি ও আইন মোতাবেক অক্ষম ব্যক্তিদের নিয়ে আলোচনায় বসা উচিত। প্রতিবন্ধী মানুষদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ প্রতিরোধ করে তাদের যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ, উন্নয়ন ও বিনোদনের দিকে লক্ষ্য রাখা উচিত।
- অন্যায় আচরণ ও অপরাধমূলক ব্যবহারের দিকে দৃষ্টি দিতে হবে।

8.5 উপসংহার

আমরা সকলেই জানি যে প্রতিটি শিশু অনেক চাহিদা নিয়ে একটি পরিবারে আসে। তারা চায় ভালোবাসা ও যত্ন, আহার ও পুষ্টি, শিক্ষা ও গ্রাসাচ্ছাদন। বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুরা এর চেয়ে আরো কিছু বেশি দাবী করে। তাদের দুর্বলতা লঘু থেকে চরম গুরুতর হতে পারে। এই শিশুরা যথাযথ যত্ন ও চিকিৎসায় সাড়া দেয় ও অনেক সুস্থ হতে পারে।

একজন শিক্ষক এই শিশুদের গঠনে ও বিকাশে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়ে থাকেন। 1995 -এর প্রতিবন্ধী আইন ও UNCRPD অনুসারে বলা হয়েছে যে শিশুর শিক্ষক তার সমস্যা বিষয়ে অভিভাবকদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার দায়িত্ব নেবেন। CWSN অর্থাৎ বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের বিষয়ে একজন শিক্ষকের ভূমিকা খুব গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর উচিত প্রতি ধরনের প্রতিবন্ধ বা অক্ষমতা বিষয়ে ধারণা এবং কোন ধরনের মধ্যে কোন শিশু আছে। সেইমত চিহ্নিত বা সনাক্ত করে তার বিষয় যথাযথ অনুধাবন ও মূল্যায়ন করে তাকে অভিজ্ঞ বিশেষজ্ঞদের কাছে প্রেরণ করা উচিত। তারপর বিশেষজ্ঞর মতামত নিয়ে শিশুর অভিভাবকদের সঙ্গে আলোচনা করে একজন শিক্ষক পরবর্তী কর্মপদ্ধতি স্থির করবেন।

নোট

8.6 আপনার অগ্রগতি পরীক্ষার জন্য উত্তর

আপনার উন্নতি পরীক্ষা 1

(ক) অপেক্ষিত শিশুরা

(খ) 20/200

(গ) ভাষা

(ঘ) দৃষ্টিগত অক্ষমতা

আপনার উন্নতি পরীক্ষা 2

(ক) UNCRPD-United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities

(খ) PWD ACT=Persons with Disability Act

(গ) Central : Defence

(ঘ) Concurrent : Health

(ঙ) State : Disability

8.7 প্রস্তাবিত পাঠ ও তথ্যসূচি

Rao Indumathi (রাও ইন্দুমতী) A Text book on Inclusive Education (2003), CBR Network, Bangalore

Rao Indumathi (রাও ইন্দুমতী) ABC of CBR (2010) CBR Network Bangalore

http://rehabcouncil.nic.in

http://trace.wisc.edu

http://en.wikipedia.org

Appendix—1

নিম্নলিখিত প্রশ্নমালাগুলি প্রাথমিক মূল্যায়নের জন্য শিক্ষকরা প্রয়োগ করতে পারেন

FORM # 4

CWSN-এর ধারণা (বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের সম্বন্ধে ধারণা)

6 থেকে 14 বছরের বয়সের শিশু

নোট

বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশু সম্বন্ধে ধারণা (সি. ডব্লু. এস. এন)

গ্রামের নাম	বাড়ির নং	শিশুদের সংখ্যা
(ক) শিশুর নাম (খ) বয়স (গ) বাবার নাম (ঘ) মার নাম		

নীচের প্রশ্নমালার সঠিক উত্তরে √ চিহ্ন দিন			
1. নির্ধারিত সময়ের পূর্বে কি প্রসব হয়েছে?—হ্যাঁ না জানিনা			
2. কথা বলতে পারা কি দেরীতে হয়েছে?— হ্যাঁ না জানিনা			
3. সমবয়সী অন্য শিশুদের চেয়ে এই কাজগুলি করতে শিশুটির দেরী হয়েছে?—			
বসা			
দাঁড়ানো			
হাঁটা			
কথা বলা			
হ্যাঁ			
না			
জানিনা			
4. শিশুটি কি দৌড়তে পারে?	হ্যাঁ	না	জানিনা
5. শিশুটি কি কথা বলার বদলে ইশারা করে?	হ্যাঁ	না	জানিনা
6. দৈনিক কাজ করা এবং পড়ার ক্ষেত্রে কি শিশুটির অসুবিধা হয়?	হ্যাঁ	না	জানিনা
7. বাচ্চাটির সঙ্গে কথা বলতে কি অসুবিধা হয়?	হ্যাঁ	না	জানিনা
8. শিশুটির শোনার ক্ষেত্রে কি অসুবিধা আছে?	হ্যাঁ	না	জানিনা
9. অন্য শিশুর তুলনায় শিশুটির কি শেখা, বোঝা বা মনে রাখায় কোনো অসুবিধা আছে?	হ্যাঁ	না	জানিনা
10.শিশুটি কি অন্যদের সঙ্গে ঠিক মেলামেশা করে?	হ্যাঁ	না	জানিনা

নোট

11. শিশুটির কি কোনো শারীরিক অক্ষমতা আছে?	হ্যাঁ	না	জানিনা
12. আপনার শিশুর কথা বুঝতে অন্যদের কি অসুবিধা হয়?	হ্যাঁ	না	জানিনা
13. আপনার শিশুর কতা তার নিজের পরিবারের বাইরে অন্য লোকের কি বোঝার কোনো সমস্যা হয়?	হ্যাঁ	না	জানিনা
14. শিশুটি কি কথা বলে (যারা form ভর্তি করবে তাদের জন্য)	হ্যাঁ	না	জানিনা
15. তারা কি খরব দিতে অস্বীকার করে?	হ্যাঁ	না	জানিনা
16. শিশুটির পরিবারের লোকজন কি মনে করে যে আপনাকে খবর দেওয়ার কোনো প্রয়োজনীয়তা নেই?	হ্যাঁ	না	জানিনা

মনে রাখার প্রয়োজনঃ

উপরের প্রশ্নের একটিও উত্তর যদি √ চিহ্নিত হয়, তাহলে বিস্তারিত তথ্য ও মূল্যায়ন লিপিবদ্ধ করা উচিত।

শিশুর অক্ষমতাজনিত সমস্যাগুলির বিস্তারিত তথ্য রাখা প্রয়োজন

6 থেকে 14 বছর বয়ঃসীমার শিশুদের জন্য

গ্রামের নাম	**বাড়ির নং**	**শিশুদের সংখ্যা**
(ক) শিশুর নাম (খ) বয়স (গ) বাবার নাম (ঘ) মার নাম		

সঠিক প্রশ্নের উত্তরের জায়গায় √ চিহ্ন দিন:

1. অন্য শিশুদের তুলনায় আপনার শিশুর কি চলাফেরায় অসুবিধা হয়?	হ্যঁ	না	জানিনা
2. শিশু কি অন্যের সাহায্য ছাড়া বসতে পারে?	হ্যঁ	না	জানিনা
3. শিশুটি কি দৈনিক কাজকর্ম-যেমন খাওয়া, স্নানকরা নিজে করতে পারে?	হ্যঁ	না	জানিনা
4. শিশুটি কি কথা ও নির্দেশ বুঝতে পারে?	হ্যঁ	না	জানিনা

নোট

বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশু সম্বন্ধে ধারণা (সি. ডব্লু. এস. এন)

5. শিশুটির কি দেখায় কোনো সমস্যা আছে?	হ্যাঁ	না	জানিনা
6. আপনার শিশু কি দশ ফুট দূরত্বে থাকা আঙুল গুণতে পারে?	হ্যাঁ	না	জানিনা
7. শিশুটি কি পাঁচফুট দূরত্বে থাকা আঙুল গুণতে পারে?	হ্যাঁ	না	জানিনা
8. শিশুটি কি টেবিলে থাকা বইয়ের ছবি বুঝতে পারে?	হ্যাঁ	না	জানিনা
9. শিশুটির শোনার কি সমস্যা আছে?	হ্যাঁ	না	জানিনা
10. দশফুট দূরত্ব থেকে তার নাম ধরে ডাকলে শিশুটি কি সাড়া দেয়?	হ্যাঁ	না	জানিনা
11. পাঁচ ফুট দূরত্ব থেকে তার নাম ধরে ডাকলে শিশুটি কি সাড়া দেয়?	হ্যাঁ	না	জানিনা
12. শিশুটি কি স্পষ্টভাবে কথা বলতে পারে?	হ্যাঁ	না	জানিনা
13. অন্যদের কি শিশুটির কথা বুঝতে অসুবিধে হয়?	হ্যাঁ	না	জানিনা
14. শিশুটির কি তড়কা আছে? যদি থাকে—			
শিশুটির কি প্রায়ই তড়কায় আক্রমণ হয়?	হ্যাঁ	না	জানিনা
(ক) রোজ হয়?	হ্যাঁ	না	জানিনা
(খ) সপ্তাহে একদিন?	হ্যাঁ	না	জানিনা
(গ) মাসে একদিন হয়?	হ্যাঁ	না	জানিনা
(ঘ) 6 মাসে একবার হয়?	হ্যাঁ	না	জানিনা
(ঙ) শিশুটি কি ওষুধ খায়?	হ্যাঁ	না	জানিনা
(চ) শিশুটিকে কি ডাক্তার দেখানো হয়?	হ্যাঁ	না	জানিনা
15. সাধারণ ছোটোখাটো কাজ করতে গিয়ে শিশুটি কি তা ফেলে দেয় বা করতে পারে না?	হ্যাঁ	না	জানিনা
16. তার নাক দিয়ে সর্দি পড়লে শিশুটি কি চুপ করে থাকে?	হ্যাঁ	না	জানিনা
17. অন্য বাচ্চাদের তুলনায় আপনার শিশু কি কম বুদ্ধিমান?	হ্যাঁ	না	জানিনা
18. শিশুটি কি তার কাজে কর্মে বোকা বলে মনে হয়?	হ্যাঁ	না	জানিনা

নোট

19. তার বয়সী শিশুদের তুলনায় আপনার শিশু কি তার কাজে অমনোযোগী?	হ্যাঁ	না	জানিনা
20. অন্য শিশুদের তুলনায় আপনার শিশু কি বেশি দুষ্টু?	হ্যাঁ	না	জানিনা
21. শিশুটি কি সমবয়সীদের চেয়ে ছোটদের সঙ্গে খেলতে পছন্দ করে?	হ্যাঁ	না	জানিনা
22. আপনার শিশু কি আগুন, জল এসবের বিপদ সম্বন্ধে জানে?	হ্যাঁ	না	জানিনা
23. শিশুটি কি তার নিজের নাম বলতে পারে?	হ্যাঁ	না	জানিনা
24. শিশুটি অনবরত চোখ দিয়ে জল পড়ে?	হ্যাঁ	না	জানিনা
25. সে কি সবসময় চোখ ঘষে?	হ্যাঁ	না	জানিনা
26. লিখতে ল পড়তে দেখতে কি তার চোখে সমস্যা আছে?	হ্যাঁ	না	জানিনা
27. কারের সাহায্য ছাড়া ও কি নিজে হাঁটতে পারে?	হ্যাঁ	না	জানিনা
28. স্কুলে ছোটাছুটি বা ব্যায়াম করতে কি অসুবিধে হয়?	হ্যাঁ	না	জানিনা
29. অন্য শিশুর তুলনায় তার পড়াশোনা ও খেলায় কি কম উন্নতি?	হ্যাঁ	না	জানিনা
30. শিশুটি কি তার বই খাতাপত্র গুছিয়ে রাখতে পারে?	হ্যাঁ	না	জানিনা
31. অন্য শিশুর তুলনায় আপনার শিশু কি ধীরে ধীরে কাজ করে?	হ্যাঁ	না	জানিনা
32. শিশুটি কি কাজের ব্যাথায় ভোগে?	হ্যাঁ	না	জানিনা
33. কান থেকে কি রস/পূঁজ পড়ে?	হ্যাঁ	না	জানিনা
34. গল্প বলতে কি অঙ্ক কষতে কি অসুবিধে হয়?	হ্যাঁ	না	জানিনা
35. কথা শুনতে গিয়ে কি শিশুটির ঘাড় সম্পূর্ণ ঘোরাতে হয়?	হ্যাঁ	না	জানিনা
36. শিশুটি কি প্রায়ই নিজে আঘাত করে?	হ্যাঁ	না	জানিনা
37. আপনার মনে কথা বলতে গিয়ে কি সে চেঁচায় বা শব্দ করে?	হ্যাঁ	না	জানিনা

নোট

38. শিশুটি কি চশমা পরে?	হ্যাঁ	না	জানিনা
39. শিশুটি শ্রবণ যন্ত্র ব্যবহার করে?	হ্যাঁ	না	জানিনা
40. শিশুটির কি শুনতে অসুবিধে হয়?	হ্যাঁ	না	জানিনা
41. শিশুটি কি সম্পূর্ণ বধির?	হ্যাঁ	না	জানিনা
42. তার এক পায়ে কি কোনো সমস্যা আছে?	হ্যাঁ	না	জানিনা
43. শিশুটির দুই পায়েই কি সমস্যা?	হ্যাঁ	না	জানিনা
44. শিশুটি কি ঠিকমত হাঁটতে পারে?	হ্যাঁ	না	জানিনা
45. শিশুটির দু হাতে কি সমস্যা আছে?	হ্যাঁ	না	জানিনা
46. সমবয়সীদের তুলনায় লিখতে কি অসুবিধে হয়?	হ্যাঁ	না	জানিনা

8.8 একক শেষের অনুশীলনী

- PWD ACT 1995-এর নির্দেশমত প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি লিখুন—
- সব ধরনের অক্ষমতার কারণ লিপিবদ্ধ করুন—

একক—9 : বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের (সি.ডব্লু.এস.এন) শিক্ষা

নোট

গঠন

9.0 – ভূমিকা

9.1 – শিখনের উদ্দেশ্য

9.2 – বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের (সি.ডব্লু.এস.এন) শিক্ষার বাধা

9.2.1 – সি.ডব্লু.এস.এনদের শিখনের উদ্দেশ্য

9.2.2 – সি.ডব্লু.এস.এনদের শিক্ষাপদ্ধতি ও চাহিদা

9.3 – পাঠক্রমের অভিযোজন

9.3.1 – পাঠ্যক্রম অভিযোজনের চাহিদা

9.3.2 – সি.ডব্লু.এস.এনদের চাহিদা পূরণের জন্য পাঠ্যক্রমের অভিযোজন

9.3.3 – সি.ডব্লু.এস.এনদের মূল্যায়ন পদ্ধতি অভিযোজন

9.4 – সি.ডব্লু.এস.এনদের শিখনের চাহিদা পূরণের জন্য সুযোগ-সুবিধা প্রদান

9.4.1 – বিদ্যালয়, সম্প্রদায়, ব্লক, জেলা ও রাজ্য স্তরে।

9.4.2 – প্রতিবন্ধকতাযুক্ত শিশুদের অন্তর্ভুক্তি শিক্ষা

9.5 – অন্তর্ভূক্তি শ্রেণীকক্ষ

9.5.1 – শ্রেণীকক্ষের সমন্বয়সাধন ও ব্যবস্থাপনা

9.5.2 – যথার্থ শিক্ষা শিখন সামগ্রী এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার

9.6 – গৃহভিত্তিক শিক্ষা

9.6.1 – ধারণা

9.6.2 – গৃহভিত্তিক শিক্ষার পদ্ধতি

9.7 – সংকলিত করণ

9.8 – আপনার অগ্রগতি-পরীক্ষার উত্তর দিন

9.9 – প্রস্তাবিত পাঠ

9.10 – একক- শেষ অনুশীলন

নোট

9.0 ভূমিকা :

শিক্ষক হিসাবে আপনি হয়তো কিছু অসামঞ্জস্য যুক্ত শিশুদের পড়ান, যাদের কিছু বিশেষ চাহিদা রয়েছে। এই বিশেষ ধরণের চাহিদা তাদের অক্ষমতার কারণে হয়। যেমন—দেখা যায় কারও অঙ্গপ্রত্যঙ্গজনিত অক্ষমতা যা জন্মের সময় বা পোলিও বা দুর্ঘটনার কারণে হয়। আবার কিছু ক্ষেত্রে যা দৃশ্যমান নয়, যেমন-বৌদ্ধিক অক্ষমতা (মানসিক প্রতিবন্ধকতা), শিখন অক্ষমতা, আপনি নিশ্চয় জানেন, আমাদের দেশে শিক্ষা প্রত্যেক শিশুর মৌলিক অধিকার। এছাড়া আমাদের দেশে প্রতিবন্ধকতাযুক্ত ব্যক্তিদের অধিকার রক্ষার্থে বিভিন্ন আইন প্রবর্তন করা হয়েছে। (সমান সুযোগ-সুবিধা অধিকার রক্ষা এবং পূর্ণ অংশগ্রহণ) যা পি.ডি. এ্যাক্ট ১৯৯৫ নামে পরিচিত। সম্প্রতি এই আইন সংশোধিত করা হয়েছে। এতে প্রতিবন্ধী শিশুদের শিক্ষার অধিকারকে অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। সর্বশিক্ষা অভিযান (এস.এস.এ)তে সূচিত করা হয়েছে যে সমস্ত শিশুদের প্রতিবন্ধী শিশু সমেত সবাইকে শিক্ষাপ্রদান করার কথা। এই একক পাঠের মাধ্যমে আমরা জানব এই ধরনের ব্যতিক্রমী শিশুদের শিখনের বৈশিষ্ট্য, পাঠ্যক্রমের সমন্বয় সাধন, শিক্ষণ শিখন সরঞ্জাম, ইনফরমেশন এ্যান্ড কমিউনিকেশন টেকনোলজির ভূমিকা এবং অন্তর্ভুক্তিকরণ ব্যতিক্রমী শিশুদের জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা সম্বন্ধে। এছাড়া যে সব ব্যতিক্রমী শিশু তীব্র প্রতিবন্ধকতার জন্য বিদ্যালয়ে পৌঁছাতে পারে না, কিন্তু শিক্ষার অধিকার তাদেরও আছে। তাই শিক্ষা তাদের কাছে পৌঁছাবে। তাই গৃহ-ভিত্তিক শিক্ষাও আমরা এই এককের মাধ্যমে জানব।

9.1 শিখনের উদ্দেশ্যসমূহ

এই একক পাঠের পর আপনি সক্ষম হবেন :

- সি. ডব্লু. এস. এন দের শিখনের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করায়।
- শিক্ষা পদ্ধতি ও তার প্রভাব সি.ডব্লু.এস.এন দের উপর তা আলোচনা করায়।
- সি. ডব্লু.এস.এন দের পাঠ্যক্রমের উপযোগী করে তোলার দক্ষতার প্রদর্শন।
- বিদ্যালয়, সম্প্রদায়, বিভাগ, জেলা ও রাজ্যস্তরের সুযোগ সুবিধা বর্ণনা করায়।
- যথার্থ শিক্ষণ-শিখন সরঞ্জাম তৈয়ারী করা এবং তার ব্যবহার ও ব্যতিক্রমী শিশুদের শ্রেণীকক্ষ পরিচালনে
- উপযুক্ত গৃহভিত্তিক শিক্ষা ও শিক্ষাদান প্রদর্শন করায়।

9.2 বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের (সি.ডব্লু.এস.এন)দের শিক্ষায় বাধা

শিক্ষক হিসাবে আপনি হয়তো 35 জন শিশুদের সঠিকভাবে পাঠ দিতে অভ্যস্ত। কারণ এটা সম্ভব হয়, তাদের নির্দিষ্ট বয়স, সক্ষমতা ও তাদের সম্ভাবনা একটি নির্দিষ্ট পরিসরে থাকার জন্য। কিন্তু যখন আপনার শ্রেণীকক্ষে একজন বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন (সি.ডব্লু.এস.এন) শিশু থাকবে,

নোট

তখন তার ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট চাহিদাও থাকবে যা সুরাহা করা অবশ্যই প্রয়োজন। তবে এই চাহিদা অক্ষমতার মাত্রার দ্বারা নির্ধারণ করা যায়, অর্থাৎ বিভিন্ন শিশুর ক্ষেত্রে বিভিন্ন রকম। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে শ্রবণ অক্ষম কোন শিশুর ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত সবকিছু চাক্ষুষ করতে পারে এবং শিক্ষকও পরিষ্কার উচ্চারণে তার মুখের দিকে তাকিয়ে পাঠ করাবেন যাতে সে শিক্ষকের ঠোঁট নড়া দেখে পাঠ অনুধাবন করতে পারে। অপরদিকে একটি দৃষ্টি অক্ষম শিশুর ক্ষেত্রে মৌখিক শিক্ষাদানের পাশাপাশি যখন শিক্ষক দৃশ্যসংক্রান্ত কোন পাঠ দেবেন, যাতে সে স্পর্শ দ্বারা অনুভব করে পাঠ নিতে পারে। মানসিকভাবে অক্ষম শিশুকে পাঠ দেবার সময় তার প্রয়োজন বাস্তব উপকরণ ও পুনঃপুনঃ শিক্ষাদান, শারীরিক সহায়তা প্রদান করতে হবে। এবার আমরা দেখব আপনি আপনার শ্রেণীকক্ষে এই ধরণের শিশুদের ব্যক্তিগত চাহিদা কিভাবে সনাক্ত ও চিহ্নিত করেন।

9.2.1 সি.ডব্লু.এস.এন দের শিখনের বৈশিষ্ট্য

সকল শিশুই এক নয় এবং তাদের বিভিন্ন রকমের ক্ষমতা ও চাহিদা থাকতে পারে। একটি অন্তর্ভুক্তি শ্রেণীকক্ষে বোঝাপড়া একটি বড় পদক্ষেপ, যেমন অন্যকে সাহায্য করা বা সাহায্যপ্রার্থীকে সাহায্য করা, একজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের জীবনে এটি একটি প্রয়োজনীয় দক্ষতা। মানুষ পরস্পর নির্ভরশীল ও স্বাধীন। জীবনের শুরু থেকেই এই ধরণের বোঝাপড়া মূল্যবোধ বৃদ্ধি করে একজন ভালো নাগরিক তৈরী করে।

এটা মানুষকে চালিত করে সদর্থক পারস্পরিক নির্ভরতার দিকে।

হাত পা ঘটিত মোটর অক্ষমতা যুক্ত একটি একটি শিশু তার শ্রেণীকক্ষের অন্যান্য শিশুর মতই শিখবে, তবে লেখার অসুবিধা, দক্ষতার সঙ্গে কোন বস্তু ব্যবহার বা ধরার অসুবিধা হবে যদি হাত ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আবার যদি পা ক্ষতিগ্রস্ত হয় তবে তার চলাফেরায় অসুবিধা হবে। এই ধরণের শিশুদের উপযুক্ত সহায়তা, বিভিন্ন সহযোগী উপকরণের প্রদান করা প্রয়োজন যাতে তাদের অক্ষমতার মাত্রা কিছুটা পূরণ করা যায়।

একটি শ্রবণ অক্ষম শিশুর শিখনের ঝোঁক লক্ষ্য করা যায়। আবার কোন ক্ষেত্রে স্পর্শ ও উপলব্ধির মাধ্যমে স্মরণ রাখতে হবে যে, শ্রবণ অক্ষম শিশু শ্রেণীর অন্যান্য শিশুদের মতই, শুধুমাত্র তার শোনার ক্ষমতা আক্রান্ত হয়েছে, সে কথা বলে না, কারণ সে শুনতে পায় না, শিশুটিকে সাহায্য করতে হবে যে ব্যক্তি তার সামনে কথা বলছে তার দিকে তাকিয়ে ব্যক্তিটির ঠোঁটের নড়াচড়া বোঝা। চক, বোর্ড, চার্ট এবং অন্যান্য দৃষ্টি সম্বন্ধীয় উপকরণ তাকে শিখনে সাহায্য করবে নিয়মিত শ্রেণীকক্ষে। শিশুটিকে সবসময় শ্রবণ সহায়ক যন্ত্র পড়ে থাকার উৎসাহ দিতে হবে। যদি শিশুটির না থাকে তবে তাকে সেটি বিনামূল্যে দেবার ব্যবস্থা করতে হবে। সরকারের তরফে এই ধরণের ব্যবস্থা আছে এবং আমাদের কর্তব্য এই শিশুদের কানের পরীক্ষা করানো ও তাদেরকে প্রয়োজনীয় সহায়তা যোগান দেওয়া।

নোট

দৃষ্টি অক্ষম বলতে অন্ধত্ব ও স্বল্পদৃষ্টি শক্তি বোঝায়। একটি শিশু যে পুরোপুরি অন্ধ, সে শেখে কানে শুনে ও স্পর্শ ও উপলব্ধির মাধ্যমে। এছাড়া সাধারণ শিশুর থেকেও বেশি মাত্রায় ঘ্রানশক্তিকে ব্যবহার করতে পারে উদাহরণস্বরূপ—যদি আপনি প্রত্যহ কোন সুগন্ধি ব্যবহার করেন তবে শ্রেণীকক্ষে প্রবেশমাত্র শিশুটি আপনি কিছু বলার আগেই আপনার উপস্থিতি বুঝে যাবে। একটি স্বল্প দৃষ্টিশক্তিযুক্ত শিশু তার জন্য নির্ধারিত চশমা ব্যবহার করে তার সাধ্যমত পাঠ করবে। সেক্ষেত্রে তার দরকার বড় বড় অক্ষর এবং অক্ষরের রঙের বিপরীত প্রেক্ষাপট। তার প্রয়োজনমত শ্রেণীকক্ষে ব্যবস্থাপনা রাখলে তবেই অন্তর্ভুক্তি করা হবে শিশুটিকে।

স্পেসিফিক লার্নিং ডিসএবিলিটি (এস.এল.ডি) একটি অবস্থা, যদিও এটি পি ডি এ্যাক্ট এর অন্তর্ভুক্ত নয়। এই অবস্থার কারণে শিশুরা নিম্নমানের পড়াশুনার মান প্রদর্শন করে। যদিও তাদের কোনও বৌদ্ধিক বা অন্য কোনও ধরণের অক্ষমতা থাকে না। এস.এল.ডি শিশুরা সচরাচর কোন তথ্য সঠিকভাবে ব্যবহার করতে পারে না স্নায়ুগত সমস্যার কারণে, ফলে এদের পড়ার সমস্যা (ডিসলেক্সিয়া), লেখার সমস্যা (ডিসগ্রাফিয়া) এবং গণিতের গণন সমস্যা (ডিসক্যালকুলিয়া)-র লক্ষণ দেখা যায়। কারও কারও আবার মনোযোগ, স্মৃতি, যুক্তি, সংগঠিতকরণের ক্ষেত্রে অসুবিধা দেখা যায়। যত্নসহকারে এদের মূল্যায়ন ও কার্যক্রম পরিকল্পনা করলে এরা ব্যাপক মাত্রায় এদের শিখন সমস্যা থেকে বেরিয়ে যেতে পারবে।

একটি বিকাশশীল অক্ষম শিশু অর্থাৎ বৌদ্ধিক অক্ষম (মেন্টাল রিটার্ডেশন), অটিজম্, সেরিব্রাল পালসি অথবা বহুবিধ অক্ষমতাযুক্ত শিশুর ও নির্দিষ্ট শিখন বৈশিষ্ট্য আছে। বৌদ্ধিক অক্ষম শিশুরা ধীরে শেখে এবং যা শেখানো হয় তা বোঝার ক্ষমতাও সামান্য। তাদের কোন বিমূর্ত ধারণা বুঝতেও অসুবিধে হয়। একটি সেরিব্রাল পলিসি শিশু শিখনে সক্ষম হয় কিন্তু তাদের হয়তো সহযোজন, চলাফেরা এবং কথা বলায় সমস্যা আছে, যদি তার মধ্যে বৌদ্ধিক অক্ষমতা থাকে তবে সেক্ষেত্রে তার মধ্যে সেইরূপ শিখন বৈশিষ্ট্যও লক্ষ্য করা যাবে। অটিজম শিশুদের সামাজিক সম্পর্ক অন্যের সাথে বাক্যালাপের অসুবিধা লক্ষ্য করা যায়। তাদের অনেকক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ আগ্রহ দেখা যায় ফলে তাদের উপযোগী বোধসম্পন্ন পাঠ দেওয়া উচিত। এদের মধ্যে যদি বৌদ্ধিক অক্ষমতা থাকে সেক্ষেত্রে অক্ষমতার মাত্রা আরও জটিল হয়ে থাকে। বহুবিধ অক্ষমতা—এই নামকরণ থেকেই বোঝা যাচ্ছে যে, এটি দুই বা ততোধিক অক্ষমতা মিশ্রিত অবস্থা এবং এদের ক্ষেত্রে প্রয়োজন স্বতন্ত্রভাবে পরিকল্পিত শিক্ষা কার্যক্রম।

9.2.2 সি.ডব্লু.এস.এন দের শিক্ষাপদ্ধতি ও চাহিদা

একজন শিক্ষক হিসাবে আপনি আমাদের শিক্ষা পদ্ধতি সম্পন্ধে অবহিত আছেন। আপনি

নোট

নিশ্চয় সেই ধরণের বিদ্যালয়ে কাজ করেন যা কেন্দ্রীয় বোর্ড বা সংশ্লিষ্ট রাজ্য বোর্ডের আওতায় সংযুক্তিকৃত, যে ধরনেরই পদ্দতি অনুসরণ করা হোক না কেন, শিশুদের দশম শ্রেণী পর্যন্ত নির্দিষ্ট সংখ্যক বিষয় শিখতেই হয়। সাধারণত শিশুদের তিনটি ভাষা শিখতে হয়, যার মধ্যে একটি তার শিক্ষার মাধ্যম। আমাদের মূল্যায়ন পদ্ধতি হল গঠনমূলক ও সমষ্টিমূলক। গঠনমূলক মূল্যায়ন হয়ে থাকে প্রতি চার মাস অন্তর (ক্লাস টেস্টের সঙ্গে) এবং সমষ্টি মূলক মূল্যায়ন বছরের শেষে হয়ে থাকে। পূর্বে এই ধরণের মূল্যায়নগুলির দ্বারা পরবর্তী শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হওয়া নির্ধারণ করা হত। আপনি নিশ্চয় জানেন বর্তমান ব্যবস্থায় পাশ-ফেল প্রথা উঠে গেছে। কার্যভিত্তিক শিখন এবং কন্টিনিউয়াস এ্যান্ড কমপ্রিহেনসিভ ইভ্যালুয়েশন (সি.সি.ই) এর মাধ্যমে বেশির ভাগ বিদ্যালয়ে শিক্ষা দেওয়া হয়, বিশেষত যে বিদ্যালয়গুলি সেন্ট্রাল বোর্ড অফ্ সেকেন্ডারি এডুকেশন (সি.বি.এস.ই) দ্বারা শাসিত।

এই ধরনের অনুমোদিত পরিস্থিতিতে যে ধরণের শিশুদের স্বল্প বৌদ্ধিক অক্ষমতা কিংবা কোন নির্দিষ্ট শিখন সমস্যা আছে তারা বেশিরভাগ সময়ে অলক্ষিত থেকে যায়। উদাহরণ স্বরূপ, আপনি এই ধরনের কোনও শিশুকে পেলেন অষ্টম শ্রেণীতে, কিন্তু দেখা গেল কিছু কিছু বিষয়ে তার কর্মক্ষমতা হয়তো দ্বিতীয় বা তৃতীয় শ্রেণীর সমতুল্য। এক্ষেত্রে এটা খুবই জরুরী যে এই ধরনের শিশুকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সনাক্ত করা এবং তাকে যথার্থ সহায়তা প্রদান করা যাতে তার ভবিষ্যত জীবনে এই সমস্যা আরও জটিলতার না হয়। আপনি মানবেন নিশ্চয় যে অক্ষমতার কারণে হীনমন্যতা, সহপাঠীদের কাছ থেকে সমর্থন না পাওয়া, এমনকি অনেক ক্ষেত্রে শিক্ষকের অবহেলা এই ধরনের শিশুর মনে চিরস্থায়ী গভীর দাগ কেটে যায়। একইভাবে চিরদিনের জন্য তার ব্যক্তিত্বকে নষ্ট করে দেয়। একজন শিক্ষক হিসাবে আপনার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে যে শিশুটির সমস্যা সনাক্ত করে তাকে যথার্থ সহায়তা প্রদান করা এর সহপাঠীরাও শিশুটিকে বুঝবে এবং সাহায্য করবে।

উপযুক্ত উপকরণ ও সরঞ্জাম যেমন ব্রেইল দৃষ্টি অক্ষম ছাত্রদের জন্য, শ্রবণ সহায়ক যন্ত্র শ্রবণ অক্ষমদের জন্য, চলাফেরার সহায়ক উপকরণ (যেমন—ওয়াকার, ক্রাচেস, হুইল চেয়ার, ক্যালিপারস) এবং লিখন সহায়ক উপকরণ (সঙ্গতপূর্ণ পেনসিল, নোট বই) চলাফেরা ও শারীরিক অক্ষমদের জন্য সরবরাহ করতে হবে যাতে তারা তাদের বাধা অতিক্রান্ত করতে পারে।

উপরন্তু এই ধরণের বাধাগুলি কম করার জন্য সরকার কেন্দ্র ও রাজ্য স্তরে প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য কিছু সুবিধা ও ছাড়ের সূচনা করেছে। কিছু উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে, একটি দৃষ্টি অক্ষম শিশু বা শিখন সমস্যা যুক্ত শিশুর জন্য লিখিত পরীক্ষা লিখে দেওয়ার জন্য কোন ব্যাক্তিকে

নোট

নিয়োগ করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে শিশুটি মুখে উত্তরগুলি বলবে ব্যক্তিকে। এছাড়া তিন ঘণ্টার পরীক্ষায় অতিরিক্ত তিরিশ মিনিট সময় তাদের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে। একটি শ্রবণ অক্ষম শিশুর ক্ষেত্রে দ্বিতীয়/তৃতীয় বিষয় নাও থাকতে পারে। সেক্ষেত্রে অন্য বিষয়ের সঙ্গে বিষয়টিকে প্রতিস্থাপিত করা যেতে পারে।

আপনার অগ্রগতির মান যাচাই করুন—

১. চারটি প্রতিবন্ধকতার নাম করুন যা আপনার শ্রেণীকক্ষে সম্মুখীন হবার সম্ভাবনা আছে।

---

২. আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় যে বাধাগুলি আছে যা কিনা সি. ডব্লু.এস.এন শিশুদের সমস্যার সাথে মিশ্রিত তা বর্ণনা করুন।

9.3 পাঠক্রমের অভিযোজন

একটি ভালো পাঠক্রমের দ্বারা জ্ঞান, দক্ষতা ও মূল্যবোধ তৈরী হয় যার প্রভাবে ছাত্রগণের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে বুদ্ধিমত্তার প্রকাশ ঘটে। যখন আমরা বিশেষ শিক্ষার কথা বলি, তখন অনেক দূরের কথা ভেবে এটাই নিশ্চিত করতে হবে যে শিক্ষাই হল শেষ কথা এবং লক্ষ্য থাকবে শিক্ষার মান উন্নত করার দিকে। একটি সর্বাঙ্গসুন্দর পাঠ্যক্রম হল শিক্ষার মান অর্জন করার চাবিকাঠি। শিক্ষায় সংশোধন আনা শিক্ষকের একার চিন্তা নয়, নীতি নির্ধারক, গণমাধ্যম ও নাগরিকদের দায়িত্বের মধ্যেও পড়ে। কারণ শিক্ষা আমাদের যথার্থই নাগরিক করে গড়ে তোলে। পাঠ্যক্রমের সিদ্ধান্ত প্রবর্তিত হয়েছিল শিক্ষার উদ্দেশ্য কিছু বিশ্বাস ও মূল্যবোধের উপর ভিত্তি করে এবং এর ফলাফলের সুবিধার কথা ভেবে। প্রতিটি পাঠ্যক্রমের লক্ষ্য হল ছাত্রদের সর্বোচ্চ সম্ভাবনাকে উপলব্ধি করা এবং তাদেরকে কার্যক্ষম ও অবদানকারী সদস্য হিসাবে সমাজে প্রতিষ্ঠিত হতে সাহায্য করা যখন আমরা অক্ষম শিশুদের দেখি, তখন তাদের সক্ষমতা ও চাহিদাও বিভিন্ন রকমের হয় জানি। সেইহেতু পাঠ্যক্রমের বিষয়বস্তু ও কার্যপরিচালনায় অভিযোজনের তাগিদকে মাথায় রাখতে হবে শিখনের ফলাফল ও উদ্দেশ্য এর কোন রকম বদল না ঘটিয়ে।

9.3.1 পাঠ্যক্রম অভিযোজনের চাহিদা

পাঠ্যক্রমের গঠন হলো একটি সুনিশ্চিত পদ্ধতি যা একজন বা অনেকজন মিলে কোন নির্দিষ্ট শিক্ষার্থীদের শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যর কথা ভেবে এটা করে থাকেন ও একটি সঠিক পাঠ্যক্রমের

নোট

পরিকল্পনা, শিক্ষার্থীদের কাছে পাঠ্যক্রমের বাস্তবায়ন এবং এটির উন্নতি ঘটে থাকে মূল্যায়নের প্রভাব ও কার্যকারিতার মাধ্যমে"—A dictonary of Education (1981)

(Source : http://www.library.valberta.ca/subject/education)

যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলির কথা সংজ্ঞাতে বলা হয়েছে—

- শিক্ষার্থীগণ
- পাঠ্যক্রম উন্নয়নকারী
- যথার্থ পাঠ্যক্রমের লক্ষ্য
- বাস্তবায়ন
- পাঠ্যক্রমের উন্নতি

এ থেকে বোঝা যায় যে পাঠ্যক্রম গঠন একটি নিরবচ্ছিন্ন পদ্ধতি যা পরিবর্তনের প্রবণতার পাশাপাশি এর প্রভাব/কার্যকারিতার উন্নতির প্রয়োজন বোঝায়। পাঠ্যক্রম গঠন পরিবর্তিত করা সেই লক্ষ্যে যাতে শিক্ষার্থীকে সর্বোৎকৃষ্ট মান প্রদান করা।

শিক্ষার্থীদের খুবই অন্ধ আগ্রহ দেখা যায়, কোন কিছু দেখার ব্যাপারে, কারণ তারা তা বুঝতে পারে না অথবা তাদের কাছে বিষয়বস্তু অপ্রাসঙ্গিক বলে মনে হয়। এর ফলে তাদের মধ্যে অনুপ্রেরণার অভাব ও কিছু অস্বাভাবিক আচরণ সৃষ্টি হয় একঘেয়েমি ও হতাশাবোধ থেকে। যদি শিক্ষক বিষয়বস্তুকে অর্থপূর্ণ করে তৈরী করেন তবে তা শিক্ষার্থীর আগ্রহ বৃদ্ধি করবে ও তাদের হতাশাবোধ দূর করবে। এটা করার জন্য দরকার পরিবর্তিত পাঠ্যক্রম এবং শিক্ষা পদ্ধতি। অন্তর্ভুক্তি শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষকের কাছে অপর একটি বাধা হলো বাঁধা ধরা নিয়মে পরিচালিত পরীক্ষার জন্য শিশুকে তৈরী করা। পাঠ্যক্রম ও মূল্যায়ন পদ্ধতির অভিযোজন খুবই গুরুত্বপূর্ণ সাধারণ বিদ্যালয়ে বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের অন্তর্ভূক্তির ক্ষেত্রে।

9.3.2 সি.ডব্লু.এস.এন দের চাহিদা পূরণের জন্য পাঠ্যক্রমের অভিযোজন

বিষয়বস্তুর অভিযোজন :

সাধারণতঃ অভিযোজন বলতে স্বাচ্ছন্দ্যবিধান ও পরিবর্তনকে বোঝায়।

স্বাচ্ছন্দ্য বলতে শিক্ষন ও শিখন পদ্ধতির মধ্যে যা শিক্ষার্থীদের যোগান দেওয়া হয় এবং তার ফলে যা তাদের কাছ থেকে ফলস্বরূপ পাওয়া যায় তার পরিবর্তনকে বোঝাচ্ছে। এটা পাঠের বিষয়বস্তু বা মূল্যায়ন পদ্ধতির পরিবর্তন করে না। এর উদাহরণস্বরূপ, স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য বিকল্প শিক্ষন পদ্ধতি যেমন—করার মাধ্যমে শেখা, ভিডিও টেপ, উচ্চারণকারী বই (কথামালা) ব্রেইল এবং আরও অন্যান্য, যেখানে অন্যান্য শিশুরা শিখবে প্রচলিত শিক্ষণের মাধ্যমে। অপরদিকে পরিবর্তন বোঝায় যে বিষয়বস্তু ও এটির মানের বদল ঘটানো, উদাহরণস্বরূপ বলা যায় শিখনের জন্য কম বিষয়বস্তু, প্রতিরূপ বিষয়বস্তু, বিভিন্ন প্রকার লক্ষ্য অর্জন অথবা বিভিন্ন প্রকার মূল্যায়ন

নোট

পদ্ধতি। একটি শ্রবণ অক্ষম শিশুর জন্য বরাদ্দ করা উচিত অন্যান্য কাজের অভিজ্ঞতার সাথে প্রতিস্থাপিত দ্বিতীয় পত্র অথবা অন্য কোন পথ যা কিনা পরিবর্তিত পাঠ্যক্রম বোঝায়।

পাঠ্যক্রম অভিযোজন বর্জন, প্রতিস্থাপন, সম্প্রসারণ :

আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি যে পাঠক্রমের অভিযোজনের জন্য প্রয়োজন স্বাচ্ছন্দ্য ও পরিবর্তন। বিশেষ চাহিদা অনুযায়ী এর অধীনে আর কিছু ধাপ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যেমন-প্রতিস্থাপন, বিষয়বস্তু বর্জন, পরিবর্তন ইত্যাদি বিশদে আলোচনা করা যাক।

বর্জন বলতে বোঝানো হচ্ছে পাঠ্যক্রম থেকে নির্দিষ্ট কোন বিষয়বস্তুর অপসারণ। উদাহরণস্বরূপ কেন্দ্র ও রাজ্যস্তরের শিক্ষাপর্ষদ অক্ষম শিশুদের জন্য শিক্ষায় কিছু ছাড়ের ব্যবস্থা রেখেছে। আমাদের দেশে শিক্ষার পাঠ্যক্রমে তিনটি ভাষাপত্র আছে যার মধ্যে একটি নির্দেশনা, দ্বিতীয়পত্র ও তৃতীয় পত্র। শ্রবণ অক্ষম শিক্ষার্থী এবং যাদের শিখন অক্ষমতা আছে তারা এই তিনটি ভাষাপত্র পাঠ করে উঠতে পারবে না। তাই মাধ্যমিক শিক্ষাপর্ষদ তাদের একটি ভাষাপত্র ছাড়ের অনুমতি দিয়েছে। এই ধরণের শিশুদের তৃতীয়পত্র পাঠের প্রয়োজন নেই।

এছাড়া পাঠ্যক্রমের কিছু বিষয়ভিত্তিক পাঠের ক্ষেত্রেও এদের ছাড় দেওয়া হয়েছে। যেমন দৃষ্টি অক্ষম শিক্ষার্থীদের রঙের ধারণা দেওয়া বা শ্রবণ অক্ষম শিক্ষার্থীদের গীতবাদ্য শেখানো।

কোন বিষয়বস্তুর প্রতিস্থাপন তখন সম্ভব হয়, যখন কোন বিষয়বস্তু অন্য কিছুর সঙ্গে বদল করা হয়। বর্জন এ যে উদাহরণ দেওয়া হয়েছিল তাতে আমরা দেখেছি দ্বিতীয় পত্র শ্রবণ অক্ষম শিশুদের ক্ষেত্রে বর্জন করার কথা বলা হয়েছে। কিছু কিছু শিক্ষাপর্ষদ অন্য কোন বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করেছে এর জায়গায়, যেমন—কম্পিউটার প্রয়োগবিধি, কর্ম অভিজ্ঞতা ইত্যাদি। এগুলো বিষয়বস্তুর প্রতিস্থাপন।

যে সব শিশুরা চলাফেরায় অক্ষম তাদের শারীরিক শিক্ষার জায়গায় ফিজিওথেরাপী বা অন্যকোন উপযুক্ত সহ-পাঠ্যক্রম যেমন-গীতবাদ্য, দেওয়া যেতে পারে।

সম্প্রসারণ হল পাঠ্যক্রমের বিষয়বস্তুর বিস্তৃতরূপ যা শিশুটিকে সেই বিষয়টিকে বুঝতে সাহায্য করে। একটি বৌদ্ধিক অক্ষম শিশুর ক্ষেত্রে অংকের শিখনের সাথে অর্থের ধারণা যাতে সংযুক্ত হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। যদিও ক্লাসে অন্যান্য শিশুরা তাদের খাতায় অংকগুলি করবে। বৌদ্ধিক অক্ষম শিশুদের মূর্ত/বাস্তব উদাহরণের পাশাপাশি প্রকৃত টাকা পয়সা ও কেনাকাটার বাস্তব অভিজ্ঞতা তাদেরকে বিষয়টি বুঝতে বেশি সাহায্য করবে। এক্ষেত্রে শিক্ষক তাকে বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতা দেওয়ার জন্য বিষয়বস্তুকে সম্প্রসারণ করল এবং এর মান বজায় রাখার জন্য খাতার সেই কাজগুলো করবেন।

বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের শিক্ষা

শিক্ষণের জন্য সময়ের নমনীয়তা

নোট

অভিযোজনের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল সময়। প্রতিটি শিক্ষাবর্ষে পাঠ্যক্রম যথাযথভাবে তৈরী করা হয়। যাতে ক্লাস পরিচালনা এবং গঠনমূলক ও সমষ্টিমূলক মূল্যায়ন পরিকল্পনা সময়ের সঙ্গে চলতে পারে। এমনকি শিক্ষাবর্ষ শুরু হওয়ার আগেই সময়সূচী নিখুঁতভাবে অনুসরণ করা হয়। একটি অন্তর্ভুক্তি শ্রেণীকক্ষে যেখানে বিভিন্ন ক্ষমতা ও চাহিদাসম্পন্ন শিশুরা রয়েছে, সেখানে বিভিন্ন কার্যকলাপের জন্য সময় বরাদ্দকরণের ক্ষেত্রে পরিবর্তন দরকার সেটা বিবেচনা করতে হবে। বৌদ্ধিক অক্ষম শিশুদের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত সময় প্রয়োজন কারণ তারা তাদের নিজস্ব গতিভঙ্গীতে লেখে। দৃষ্টি অক্ষম শিশু এবং শিখন সমস্যা যুক্ত শিশুদের পরীক্ষার সময় অতিরিক্ত সময়ের প্রয়োজন হয়। পূর্বেই বলা হয়েছে। শিক্ষাপর্ষদ দশম ও দ্বাদশ শ্রেণীর পরীক্ষায় এই ধরণের শিশুদের অতিরিক্ত 30 মিনিট সময় বরাদ্দ করা হয়েছে।

সরঞ্জাম/উপাদান এর অভিযোজন :

আপনি জানেন যে বিদ্যালয়গুলিতে ব্যাপকভাবে উপাদানগুলি ব্যবহার করা হয়ে থাকে। যার মধ্যে মুদ্রিত উপাদান যেমন-বই, খাতা ইত্যাদি এবং অমুদ্রিত উপাদান যেমন—গ্লোব, বিজ্ঞানের ল্যাব-যন্ত্রপাতি, মডেল, ভিডিও প্রভৃতি। অক্ষমতার ধরণ ও পরিমাণের উপর নির্ভর করে অভিযোজনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। একটি মানপোযোগী পাঠ্যক্রম অব্যাহত রাখার জন্য অভিযোজন নির্দেশ করে বিষয়বস্তুর প্রতিস্থাপন, বৃদ্ধিকরণ যা শ্রেণীকক্ষের বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের সঙ্গে মানানসই হয়। প্রতিস্থাপন হল একটি বিষয়বস্তুর জায়গায় অন্য বিষয়বস্তুকে আনা। আর বৃদ্ধিকরণ বোঝায় উপাদান সমূহের ব্যবহার ও কৌশল যা দীর্ঘ সময় ধরে বুঝতে ও মনে রাখতে সহায়তা করে। এই দুটিই বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুকে সর্বোত্তম শিখনে সাহায্য করে থাকে।

9.3.3 সি.ডব্লু.এস.এন দের মূল্যায়ন পদ্ধতির অভিযোজন

পরীক্ষা ও মূল্যায়ন পদ্ধতির অভিযোজন খুবই প্রয়োজন বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের ক্ষেত্রে। এই অভিযোজন হবে পরীক্ষার গঠন (উদ্দেশ্যমূলক/বিষয়মূলক), পরীক্ষা পরিচালনার সময় (অতিরিক্ত সময় প্রয়োজন অনুযায়ী), উত্তর দেবার পদ্ধতি (মৌখিক/লিখিত পরীক্ষার জন্য লেখকের ব্যবস্থা), পরীক্ষা চলাকালীন বসার ব্যবস্থা (পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা স্বল্প দৃষ্টির শিশুর ক্ষেত্রে), মান নির্ধারণ পদ্ধতি প্রভৃতির মাধ্যমে।

মূল্যায়ন শিখন-শিক্ষণ প্রক্রিয়ার অবিচ্ছেদ্য অংশ। মূল্যায়ন পদ্ধতি উল্লেখযোগ্যভাবে পৃথক কিছুই নয়, যা কিনা সাধারণভাবে পাঠ্যক্রমের বিষয়বস্তু অনুযায়ী তাদের মূল্যায়ন করা হয় এবং তাদের কাছে এটাই অর্থপূর্ণ মনে হয়। যাইহোক, বাঁধা ধরা সাধারণ শিক্ষা পরিবেশে একজন শিক্ষার্থী কতটুকু অর্জন করতে পেরেছে তার নির্ধারিত পাঠ্যক্রমের মধ্যে থেকে তার মূল্যায়ন করা নির্দিষ্ট কিছু পরীক্ষার দ্বারা। যদিও এটি একটি আদর্শ অভ্যাস। তবু বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের ক্ষেত্রে স্বাভাবিক পরিবেশে। নির্দেশনামূলক ব্যবস্থায় উদ্দেশ্যমূলক মূল্যায়ন অনেক

নোট

বেশী আদর্শ। অনেক বেশি তথ্য শিক্ষককে সাহায্য করবে অভিযোজনের প্রয়োজন অনুযায়ী গঠনমূলক সিদ্ধান্ত নিতে যা শিশুকে সর্বোত্তম শিক্ষণে সাহায্য করবে। বিভিন্ন মূল্যায়ন পদ্ধতির দ্বারা যখন শিশুটির শ্রেণীকক্ষের ভিতরে ও বাইরে নিয়মিত মূল্যায়ন করা হয়, তখন অসুবিধাগুলিও নির্ণয় করা উচিত। নিয়ম মাফিক পরীক্ষা হয়তো মূল্যায়নের একটি অংশ। মান নির্ণায়ক ভিত্তিক মূল্যায়ন, পরিবেশগত মূল্যায়ন, পর্যবেক্ষণ, ঘটনাবলীর নথি, অভিভাবকের মূল্যায়ন, শিক্ষার্থীর স্ব-মূল্যায়ন—এই সবকিছুই অসুবিধাগুলির স্তর নির্ণয়ে ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে। শিক্ষকের অভিযোজনের উপর সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর সঠিক ও ভুল উত্তরের সংগতির উপর অনেকটাই নির্ভর করে। পাঠ্যক্রম ভিত্তিক যে মূল্যায়ন/পরিমাপ করা হয় তা জনপ্রিয় হয় বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের স্থান নির্ধারণ ও পাঠ্যক্রমের অভিযোজনের ক্ষেত্রে।

9.4 সি.ডব্লু.এস.এন দের শিখনের চাহিদা পূরণের জন্য সুযোগ-সুবিধা প্রদান

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, সরকার শিশুদের শিখনের চাহিদা পূরণের জন্য কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। যার মধ্যে বিশেষ ও অন্তর্ভুক্তি বিদ্যালয় স্থাপন, গৃহভিত্তিক নির্দেশনা, পাঠক্রম ও নিদের্শনার অভিযোজন, পরীক্ষার ব্যবস্থাপনা এবং সর্বোপরি যথার্থ মানবসম্পদ যে কিনা বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুর শিক্ষার বাধাগুলি দূর করতে পারবে।

9.4.1 বিদ্যালয়, সম্প্রদায়, ব্লক, জেলা, রাজ্য ও জাতীয় স্তরে এগারোতম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় (2007-2012) বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুসহ সমগ্র শিশুদের শিক্ষার জন্য সরকারের নিম্নলিখিত উদ্দেশ্যগুলি ছিল :

- প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে স্কুলছুটের হার 2003-04 সালে 52.2% থেকে 2011-12 সালে কমিয়ে 20% করা।
- প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষা অর্জনের ন্যূনতম মান উন্নত করা এবং শিক্ষার কার্যকারিতার নিয়মিত পরীক্ষামূলক পর্যবেক্ষণের দ্বারা গুণগত মান নিশ্চিত করা।
- 7 বছর বা তার বেশী বয়সের ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে স্বাক্ষরতার হার বৃদ্ধি করা।
- নিম্ন লিঙ্গের মহিলা স্বাক্ষরতার তফাত 20%।
- এই পরিকল্পনার শেষে প্রতিটি দলের যারা উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করতে চলেছে তাদের হার 10% বাড়িয়ে 15% করা।

এই উদ্দেশ্যগুলি মাথায় রেখে কর্মসূচীকে উন্নত করা হয়। বিদ্যালয়, ব্লক, জেলা, রাজ্য ও জাতীয় স্তরে সম্পন্ন করার জন্য। এন. আই. ও. এস.-এর অধীনে এই কার্যধারা খুবই ভালো প্রয়াস শিক্ষকদের প্রস্তুতিকরণে যা অক্ষম শিশুদের স্বাভাবিক বিদ্যালয়ে অন্তর্ভুক্ত করার ক্ষেত্রে সহায়তা করবে।

একটি বিকাশশীল অক্ষম শিশু অর্থাৎ বৌদ্ধিক অক্ষম (মেন্টাল রিটার্ডেশন), অটিজম, সেরিব্রাল

নোট

পালসি অথবা বহুবিধ অক্ষমতাযুক্ত শিশুরও নির্দিষ্ট শিখন বৈশিষ্ট্য আছে। বৌদ্ধিক অক্ষম শিশুরা ধীরে শেখে এবং যা শেখান হয় তা বোঝার ক্ষমতাও সামান্য, তাদের কোন বিমূর্ত ধারণা বুঝতেও অসুবিধে হয়, একটি সেরিব্রাল পালসি শিশু শিখনে সক্ষম হয় কিন্তু তাদের হয়তো সহযোজন, চলাফেরা এবং কথা বলায় সমস্যা আছে। যদি তার মধ্যে বৌদ্ধিক অক্ষমতা থাকে তবে সে ক্ষেত্রে তার মধ্যে সেইরূপ শিখন বৈশিষ্ট্যও লক্ষ্য করা যাবে। অটিজম শিশুদের সামাজিক সম্পর্ক, অন্যের সাথে বাক্যালাপের অসুবিধা লক্ষ্য করা যায়। তাদের অনেক ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ আগ্রহ দেখা যায় ফলে তাদের উপযোগী বোধসম্পন্ন পাঠ দেওয়া উচিত।

সর্বশিক্ষা অভিযান (এস.এস.এ) কেন্দ্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় সব রাজ্য বাস্তবায়িত প্রকল্প, যা অন্য আর একটি বৃহৎ প্রকল্প ভারত সরকারের যার লক্ষ্য দেশের প্রতিটি শিশুর শিক্ষা নিশ্চিত করা। এস.এস.এ এর লক্ষ্য বৃহৎ সংখ্যক বিশেষ শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের দ্বারা যথার্থ শিক্ষক হিসাবে বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের শিক্ষায় নিয়োজিত করা। রিহ্যাবিলিটেশন কাউন্সিল অফ্ ইন্ডিয়া (RCI) পুনর্বাসন পেশাদারদের মান ও উৎকর্ষতা নিয়ন্ত্রণ ও নিশ্চিত করে সারা দেশে বিভিন্ন সংস্থা/বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে বিশেষ শিক্ষার জন্য মানব সম্পদ তৈরী করে থাকে। এই ধরণের শিক্ষকরা এস.এস.এর মাধ্যমে গ্রামের বিদ্যালয়গুলিতে বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের শিক্ষায় নিয়োজিত হন এবং এর সাথে ব্লক, জেলা ও রাজ্যস্তরে নিয়মিত পর্যবেক্ষণও করে থাকেন। ব্লক রিসোর্স সেন্টার (বি. আর. সি. এস) কিছু রাজ্যে স্থাপিত হয়েছে যার দ্বারা যে বিদ্যালয়গুলিতে সাহায্যের প্রয়োজন সেখানে প্রয়োজনীয় সামগ্রী ও পেশাদারদের সহায়তা প্রদান করা হয়। এই পেশাদার শিক্ষক বিভিন্ন বিদ্যালয়ে নির্দিষ্ট সময় অন্তর ভ্রাম্যমান শিক্ষক হিসাবে বিদ্যালয়ের অন্যান্য শিক্ষকদের সমন্বয়ে শিশুদের প্রশিক্ষণ ও শিক্ষা দিয়ে থাকেন। আশা করা যায়, এই ধরনের ব্যবস্থা সারা দেশের বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের শিক্ষায় সার্থকতা লাভ করবে।

9.4.2 প্রতিবন্ধকতাযুক্ত শিশুদের অন্তর্ভুক্তি শিক্ষা

গ্রামীণ ও শহর অঞ্চলের অনেক বিদ্যালয়ে স্বল্প প্রতিবন্ধকতাযুক্ত শিশুরা ভর্তি হয় কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে শিক্ষক দেখেন অন্যান্য শিশুদের মতো করে এই শিশুটি শিখতে পারছে না। ফলে প্রত্যাহার/প্রত্যাখ্যান-এর প্রবণতা এক্ষেত্রে দেখা যায়। স্বাভাবিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ যেহেতু বিশেষ প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত হন না এই ধরনের শিশুকে অন্তর্ভুক্ত করার ব্যাপারে, তাই এই শিশুদের বিশেষ সহায়তার কথা তাদের অভিভাবককে জানানোর প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। কিছু কিছু ক্ষেত্রে শিশুরা স্বাভাবিক বিদ্যালয়ে থাকে, কিন্তু পাঠ্যক্রমের শিক্ষামূলক বিষয়বস্তুর বৃদ্ধির কারণে প্রাথমিক শ্রেণী থেকে প্রত্যাখ্যাত হয়। কিন্তু জায়গার স্বাভাবিক বিদ্যালয়গুলিতে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত শিক্ষক থাকার কারণে সেখানে প্রত্যাখানের হার তুলনামূলকভাবে কম। কিন্তু এই ধরনের বিদ্যালয়গুলি প্রধানত বেসরকারি বিদ্যালয়, উপরে উল্লিখিত এস.এস.এ-র বর্তমান প্রচেষ্টার ফলাফল সম্ভবত ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে পারে এবং অনেক বেশি বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন

নোট

শিশু বিদ্যালয়গুলিতে অন্তর্ভুক্ত হতে পারবে। গুরুতর/গভীর মাত্রার অক্ষম শিশুদের খুব ছোট বয়স থেকে সাধারণত বিভিন্ন থেরাপি বা চিকিৎসা (ঔষধ)-র সহায়তা প্রয়োজন হয়। গৃহভিত্তিক শিক্ষা এই ধরনের শিশুদের ক্ষেত্রে কার্যকর হয়ে থাকে।

আপনার অগ্রগতির মান যাচাই করুন—2

3. কি কি ধরণের অভিযোজন আপনি করবেন পাঠ্যক্রমে তা বর্ণনা করুন।

---

4. অন্তর্ভুক্তি শিক্ষা পরিকাঠামোতে বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের কি কি অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়?

9.5 অন্তর্ভুক্তি শ্রেণীকক্ষ

পদ্ধতিগতভাবে করলে, নিয়মিত শ্রেণীকক্ষে শিশুদের অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব। অন্তর্ভুক্তির জন্য প্রচেষ্টাগুলি দ্রুত নেওয়া হয়েছে। ফলে ভালো ফলাফল হবে। প্রত্যেকটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সম্পদ কক্ষ এবং উপযুক্ত পেশাদার শিক্ষক থাকা আদর্শ, যদি একটি সম্পদ কক্ষের ব্যবস্থা করা সম্ভব না হয়, তবে আপনি বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুটিকে সহজলভ্য সম্পদগুলির মাধ্যমে শিক্ষা দিতে পারেন। সার্থক অন্তর্ভুক্তির কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক আছে। এর মধ্যে থাকবে বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুটির সাম্প্রতিকতম বিবরণ, শ্রেণী শিক্ষকের শিশুটির শিখনের সক্ষমতা সম্বন্ধে ধারণা, পিতামাতার শিশুটির সম্পর্কে ধারণা এবং শিক্ষকের উপযুক্ততা।

9.5.1 শ্রেণীকক্ষের সমন্বয়সাধন ও ব্যবস্থাপনা

শ্রেণীকক্ষের সমন্বয়সাধন ও ব্যবস্থাপনার জন্য কয়েকটি বিষয় বিবেচনা করতে হবে

- শিক্ষণের জন্য পরিকল্পনা
- সমন্বয়সাধন শ্রেণী শিক্ষকের সাথে পিতামাতা, পেশাদার শিক্ষক এবং শিশুর চাহিদানুযায়ী অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে।
- স্বতন্ত্র চাহিদাভিত্তিক শিক্ষণ
- দলবদ্ধ শিক্ষণ
- সরঞ্জামের প্রয়োজনীয়তা
- নিবন্ধকরণ ব্যবস্থা

নোট

একজন শিক্ষক হিসাবে আপনার শ্রেষ্ঠ সম্পদ হলো আপনার শ্রেণীকক্ষের ছাত্রছাত্রীরূপে যে মানবসম্পদ আপনার কাছে রয়েছে। আপনি যদি শ্রেণীকক্ষে সঙ্গীদের দ্বারা শিখন এবং আদান-প্রদানের মাধ্যমে শিখন পদ্ধতির মাধ্যমে তাদের কার্যকরভাবে ব্যবহার করুন।

ক্যাগান (1994) আদান-প্রদানের মাধ্যমে শিখন পদ্ধতির এইরূপ সংজ্ঞা করেছেন যে, এটি একটি সংগঠিত সঙ্গীদের মধ্যে কথোপকথনের মাধ্যমে শিখন যা শ্রেণীকক্ষে মানুষের ইতিবাচক সম্পর্ক সঙ্গীদের মধ্যে সহযোগিতা, সক্রিয় শিখন, শিক্ষা সম্পর্কিত কৃতিত্ব, সমান অংশ গ্রহণ এবং শিক্ষার্থীদের সমান অবস্থান-কে গুরুত্ব দেয়। এটি পাঠ্যক্রমের যে কোনও বিষয়ের শিক্ষণের কাজে ব্যবহার করা যায়। পিয়ার টিউটরিং বা সঙ্গীদের দ্বারা শিখন একটি এমন কৌশল যা অক্ষম শিক্ষার্থী এবং সকল মানের শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রেই বিস্তৃত আকারে ব্যবহার করা যেতে পারে। যাইহোক, পিয়ার টিউটরিং এর পদ্ধতি ও ভূমিকার ক্ষেত্রে সকল শিক্ষার্থীদের বাধ্যতামূলক অনুশীলনের দ্বারা এর সফল বাস্তবায়ন সম্ভব। অক্ষম শিশু বিশেষ করে মানসিক অক্ষম শিশুদের ব্যক্তিগত শিক্ষা বিষয়ক কার্যক্রম ও শিক্ষণের প্রয়োজন হয়। একটি নিয়মিত শ্রেণীকক্ষে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের মধ্য দিয়ে বৃহৎ আকারে মানব সম্পদ গড়ে তোলেন। একজন করিতকর্মা/বুদ্ধিমান শিক্ষক এই শিক্ষার্থীদের সঙ্গীদের শিক্ষক/পিয়ার টিউটর হিসাবে অক্ষম শিক্ষার্থীদের শিক্ষণের কাজে কার্যকরভাবে ব্যবহার করতে পারেন। এর ফলে শুধুমাত্র তার কাজের চাপই কমবে না। অক্ষমতাযুক্ত ও অক্ষমতাহীন শিক্ষার্থীরাও উপকৃত হবে। যে সব শিক্ষার্থীরা অক্ষমতাহীন তাদের মধ্যে অক্ষম শিক্ষার্থীদের প্রতি দায়িত্ববোধ বাড়বে, পাশাপাশি সাহায্য করার চেষ্টা ও এই সাহায্যের দ্বারা অক্ষম শিশুদের সম্মান জানানোও তাদের মধ্যে তৈরী হবে।

9.5.2 যথার্থ শিক্ষা শিখন সামগ্রী এবং ইনফরমেশন কমিউনিকেশন টেকনোলজির ব্যবহার

যখন আমরা অক্ষম শিশুদের নিয়ে কাজ করি, তখন শিক্ষণ শিখন উপকরণগুলি নির্বাচন ও ব্যবহার করার ক্ষেত্রে বিশেষ যত্ন ও বিবেচনা করতে হবে, কারণ আমরা শিক্ষকরা এই সরঞ্জামগুলির ব্যবহারের দ্বারা তাদের অক্ষমতা পূরণ করতে হবে। পাশাপাশি পাঠ্যক্রম সম্পন্ন করার জন্য সামগ্রীগুলি এমনভাবে ব্যবহার হবে যাতে তারা বিষয়টি ভালোভাবে শিখতে পারে। শিক্ষণ পদ্ধতির একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো শিক্ষণ সামগ্রী নির্বাচন। বিভিন্ন পদ্ধতি ও কৌশলের মাধ্যমে যে শিক্ষণ কার্যক্রম স্থিরীকৃত হয়, সে ক্ষেত্রে জরুরী যে, হয় শিক্ষণ সামগ্রী নির্বাচন নয় অভিযোজন অথবা তৈরী করতে হবে, যা নির্দিষ্ট পাঠ শেখাতে ব্যবহৃত হবে।

শিক্ষণ শিখন সামগ্রী নির্বাচন করার ক্ষেত্রে যে বিষয়গুলি বিবেচনা করতে হবে—

- **বয়সোচিত**—উদাহরণস্বরূপ, একটি ১০ বছরের বৌদ্ধিক অক্ষমতাযুক্ত শিশুর মানসিক সক্ষমতা হয়তো ৫ বছর বয়স্ক শিশুদের অনুরূপ। এক্ষেত্রে এই শিশুটি কিন্তু তার বয়স অনুপাতে শিক্ষণ সামগ্রী ব্যবহার করবে। বরং তার খেলনাগুলি হওয়া উচিৎ পাঁচ বছর বয়স অনুযায়ী।

নোট

- সক্রিয় অংশগ্রহণ—শিক্ষার্থী সামগ্রী ব্যবহার, বিশ্লেষণ করতে সক্ষম হবে এবং শিখতে পারবে।
- সৃজনশীল ব্যবহার—বহুমুখী হতে হবে। বিভিন্ন সৃজনশীল ব্যবহারের অনুমতি থাকবে।
- উপলব্ধতা—সহজেই পাওয়া যাবে, সাশ্রয়ী, মূল্যের হবে এবং সুলভ হতে হবে কারণ শিক্ষার্থীর গৃহে অনুশীলনের জন্য কিনতে হতে পারে।
- মান উপযোগী—একটি মানসিক অক্ষম শিশুর কার্যকরী মান অনুযায়ী সামগ্রীগুলো হতে হবে। যাতে তার শেখা অর্থপূর্ণ হয়।
- অনুশীলনের স্থানান্তকরণ—সামগ্রী ব্যবহারের মাধ্যমে শিশু অন্যান্য প্রসঙ্গ ও পরিস্থিতিতে বিষয়বস্তুকে সাধারণীকৃত করতে পারবে।

ইনফরমেশন এ্যান্ড কমিউনিকেশন টেকনোলজি (আই.সি.টি) তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি।

আপনি সম্মত হবেন যে বর্তমান প্রজন্মের শিশুরা পুরানো প্রজন্মের তুলনায় অনেক বেশি প্রযুক্তি জ্ঞান সম্পন্ন। বর্তমানে প্রযুক্তির অগ্রগতির কারণে যে কেউ, যে কোন জায়গায়, যে কোন সময়ে যোগাযোগ করতে পারে। একটি বোতাম স্পর্শ করলে অনেক কিছুই সম্পন্ন হতে পারে। বিভিন্ন সরঞ্জাম ও সহায়ক সামগ্রীর ব্যবহার এবং প্রযুক্তি নির্ভর শিক্ষণ পদ্ধতি আজকাল খুবই জনপ্রিয়। বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের জন্য অভিযোজিত কম্পিউটার প্রয়োগশালা আজকাল অনেক বিদ্যালয়ে রয়েছে। দৃষ্টি অক্ষম শিশুদের জন্য কথা বলা বই, কম্পিউটার ব্যবহার হচ্ছে। এছাড়া অত্যাধুনিক হুইল চেয়ার, শিক্ষাগত সফ্টওয়ারগুলির ব্যবহার বর্তমানে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

9.6 গৃহভিত্তিক শিক্ষা

আমরা আগে উল্লেখ করেছি যে গুরুতর/একাধিক অক্ষমতাযুক্ত শিশুদের নানা অসুবিধা থাকার কারণে তারা বিদ্যালয়ে পৌঁছাতে পারে না। যেহেতু শিক্ষা আমাদের দেশে প্রতিটি শিশুরই মৌলিক অধিকার, তাই যথার্থ শিক্ষা এদের কাছেও পৌঁছাবে। অতএব, এই শিশুরা বাড়িতেই শিক্ষিত হবে।

9.6.1 ধারণা

যদিও শিক্ষাগত সুযোগ সুবিধা ক্রমবর্দ্ধমান, তব্যু বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের শিক্ষার ক্ষেত্রে অনেক বাধার সৃষ্টি হয়। কিছু শিশু যাদের গুরুতর অক্ষমতা আছে, তাদের জটিল অবস্থার কারণে তারা বিদ্যালয়ে পৌঁছাতে পারে না। আমাদের দেশে প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চল, উপজাতি বা পাহাড়ী ভূখণ্ডে বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুর বিদ্যালয়ে পৌঁছানো সম্ভব নয়। আবার কিছু দূরবর্তী স্থানের বিদ্যালয়গুলিতে বিশেষ, চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের পৌঁছানো সম্ভব হয়ে ওঠে না। এই ধরনের পরিস্থিতিতে শিক্ষাকেই শিশুর কাছে পৌঁছাতে হবে। শিশুকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য পরিবারের সদস্যদের প্রশিক্ষণ দেওয়া এইসব শিশুদের শিক্ষা নিশ্চিত করার একটি উপায়। অতএব, যে সব শিশুরা বিদ্যালয়ে পৌঁছাতে পারে না, তাদের শিক্ষা দেওয়ার জন্য অন্যতম একটি পদ্ধতি হলো গৃহভিত্তিক শিক্ষা।

নোট

9.6.2 গৃহভিত্তিক শিক্ষার পদ্ধতি

একজন বিশেষ শিক্ষক যিনি ভ্রাম্যমান শিক্ষক হিসাবেও পরিচিত। তিনি সাধারণত ছাত্রের বাড়িতে যান এবং শিশুটির ও শিশুটি যে পরিবেশে বসবাস করে তার মূল্যায়ন করে থাকেন। এই শিক্ষক এবং শিশুটির পরিবার, উভয়ে মিলে ঠিক করেন পর্যায়কালীন পরিদর্শন ও তার সময় নির্ধারণ। একটি বিস্তারিত মূল্যায়নের পরে উপযুক্ত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সঙ্গে একটি শিক্ষাগত পরিকল্পনা করা হয়। পরিবারে যিনি শিশুটির প্রশিক্ষক হিসাবে নির্বাচিত হন, তাকে শিক্ষণ কৌশলগুলি প্রদর্শন করে শিক্ষক শিখিয়ে দেন। পদ্ধতিগত তথ্যগুলি শিক্ষক দ্বারা প্রতিপালিত হয়। কিছু শিশুর বাচনভঙ্গী ও অঙ্গসঞ্চালক পেশী সংক্রান্ত চিকিৎসার প্রয়োজন হয় এবং এগুলিও শিক্ষক দ্বারা সমন্বিত হয়। শিশুর উন্নতির সাথে সাথে পরবর্তী কার্যক্রম পরিকল্পনা করা হয়।

আপনার অগ্রগতির মান যাচাই করুন—3

5. শিক্ষণ শিখন সামগ্রী নির্বাচন করার সময় কোন কোন বিষয়গুলি বিবেচনা করবেন?

_____

_____

_____

6. কাদের জন্য গৃহভিত্তিক শিক্ষা উপযুক্ত?

_____

_____

_____

9.7 সংকলিত করণ

এই এককে আমরা আলোচনা করলাম বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশু, বিশেষত অক্ষমতাযুক্ত শিশুদের শিক্ষাগত চাহিদা ও বাধাগুলি সম্পর্কে। অক্ষম শিশুদের অক্ষমতার ধরন ও প্রবলতার মাত্রার উপর ভিত্তি করে নির্দিষ্ট চাহিদা থাকে। একটি অন্তর্ভুক্তি শ্রেণীকক্ষে শিক্ষক দৃষ্টি অক্ষম, শ্রবণ অক্ষম, চলন অক্ষম, মানসিক অক্ষম বা বিশেষ শিখন অক্ষম শিশু চিহ্নিত করবেন তাদের চাহিদানুযায়ী। অক্ষম শিশুদের অন্তর্ভুক্ত করার জন্য সরকার কর্তৃক কেন্দ্রীয়, রাজ্য, জেলা, ব্লক এবং বিদ্যালয় স্তরে শিক্ষামূলক ব্যবস্থা তৈরী করা হয়।

আমাদের দেশে পাঠ্যক্রম যা মূল্যায়ন পদ্ধতির দ্বারা তৈরী হয় সেটি কেন্দ্রীয় ও রাজ্য শিক্ষা পর্ষদ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। তবে কোন ধারণা নীতি না থাকাতে, শিশুদের দক্ষতা নিশ্চিত না করেই পরবর্তী পর্যায়ে উন্নীত হতে সাহায্য করে। এটি বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের ক্ষেত্রেও সত্য।

নোট

এদের ক্ষেত্রে নিরপেক্ষতা বজায় রাখার জন্য শিক্ষক পাঠ্যক্রম ও নির্দেশদান পদ্ধতির অভিযোজন করবেন, যথার্থ শিক্ষণ শিখন উপকরণ ব্যবহার করবেন, সচেতন থাকবেন এবং নির্দিষ্ট অক্ষমতার ক্ষেত্রে সরকার কর্তৃক নির্মিত মূল্যায়ন বিধানগুলি ব্যবহার করবেন। অভিযোজন বলতে বোঝায় শিশুদের চাহিদা অনুযায়ী পাঠ্যক্রমে সংযুক্তিকরণ, বিযুক্তিকরণ, পরিবর্তন এবং সম্প্রসারণ। শিক্ষক শিশুদের সাহায্য করার জন্য তাদের সঙ্গীদের কার্যকরভাবে ব্যবহার করতে পারেন।

শিশুরা, যারা গুরুতর অক্ষমতা অথবা দূরবর্তী অঞ্চলে বসবাসের কারণে বিদ্যালয়ে পৌঁছাতে পারে না তাদের গৃহভিত্তিক শিক্ষা প্রদান করা হয়। এই পদ্ধতিতে শিক্ষক শিশুটির বাড়িতে যান এবং উপযুক্ত শিক্ষা প্রদান করেন।

9.8 আপনার অগ্রগতি পরীক্ষার উত্তর দিন

1. দৃষ্টি অক্ষম, স্বল্প দৃষ্টিসম্পন্ন, শ্রবণ অক্ষম, গতিশীল অক্ষমতা, বৌদ্ধিক অক্ষমতা, বিকাশ সম্বন্ধীয় অক্ষমতা, অটিজম, সেরিব্রাল পালসি, নির্দিষ্ট শিখন অক্ষমতা (যে কোন চারটি)
2. ধারণাহীন নীতি, তিনটি ভাষা নীতি, প্রতিটি শ্রেণীতে বেশী সংখ্যক শিশু (আপনার অভিজ্ঞতা থেকে আরও বেশী সংযুক্তকরণ)
3. স্বাচ্ছন্দ্যবিধান, পরিবর্তন সাধন, বর্জন, প্রতিস্থাপন, সম্প্রসারণ।
4. শিশুরা বিদ্যালয়ে ভর্তি হয় কিন্তু তাদের বিদ্যালয় ছেড়ে দেওয়া/প্রত্যাখ্যাত হওয়ার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায় কারণ শিক্ষক দেখেন যে তারা অন্যান্য শিশুদের মত শিখতে পারছে না। একটি নিয়মিত বিদ্যালয়ে শিক্ষকগণ এই ধরনের শিশুদের অন্তর্ভুক্তি করার ব্যাপারে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত হন না। সেক্ষেত্রে শিশুকে বিশেষ সহায়তা প্রদান করার জন্য পিতামাতাকে জানানোর প্রবণতা দেখা যায়। শিশুরা নিয়মিত বিদ্যালয়ে থাকে। কিন্তু পাঠ্যক্রমের শিক্ষাগত বিষয়বস্তুর ক্রমবৃদ্ধির কারণে তারা প্রাথমিক শ্রেণী থেকে প্রত্যাখ্যাত হয়।
5. বয়স উপযোগী, সক্রিয় অংশগ্রহণ, সৃজনশীল ব্যবহার, প্রাপ্যতা, মান উপযুক্তি, প্রশিক্ষণ স্থানান্তর।
6. গুরুতর/বহুবিধ অক্ষমতাযুক্ত শিশু এবং সেইসব শিশু যারা বিদ্যালয়ে যেতে পারে না।

9.9 প্রস্তাবিত পাঠ

- ব্রাউডার ডি. এম. এণ্ড, স্নেল, এম.ই (1983) ফাংশনাল একাডেমিকস্ ইন এম.ই. স্নেল্ (এডুকেশন) ইন্সট্রাকশন অফ্ স্টুডেন্টস্ উইথ সিভিয়ার ডিস্এবিলিটিস্ নিউ ইয়র্ক : ম্যাক মিলান পাবলিশিং কোং (Page/পৃষ্ঠা 443)

নোট

- ইলেভেন্‌থ্‌ ফাইভ ইয়ার প্ল্যান (2007-2012) Planning Commission.nic.in/Plans/Planrel/11thg.htm
- জি ও আই. মিনিষ্ট্রি অফ্‌ সোশাল জাষ্টিস এ্যাণ্ড এমপাওয়ার মেন্ট (1995) রিহ্যাবিলিটেশন কাউন্সিল্‌ অফ্‌ ইণ্ডিয়া এ্যাক্ট, নিউ দিল্লী : গভর্মেন্টি প্রেস্‌
- জানি আর. এণ্ড স্নেল্‌ এম. ই. (2000) মডিফাইং স্কুল ওয়র্ক, বালটোমোর : পল্‌ ব্রুক্‌স্‌ পাবলিশিং কোং পেজ ১৮-১৯ পৃষ্ঠা
- কেগান এস্‌ (1994). কো অপারেটিভ লানিং, স্যান্‌ফ্লিমেন্‌টি রিসোর্স ফর টিচার্‌স্‌

9.10 একক শেষ অনুশীলনী

1. আপনার বিদ্যালয়ে পড়ানো বিষয়টির পাঠ্যপুস্তক থেকে একটি পাঠ নির্বাচন করুন। নিম্নোক্ত বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের শিক্ষা দেবার জন্য পাঠের অভিযোজন করুন দৃষ্টি অক্ষম, শ্রবণ অক্ষম, বৌদ্ধিক অক্ষম।
2. আপনার বিদ্যালয় যে সরকারি শিক্ষা বোর্ডের সংশ্লিষ্ট তার দ্বারা প্রণীত ব্যবস্থাগুলি বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের জন্য সংকলন করুন।
3. এমন একটি খেলা প্রস্তুত করুন, যার মধ্যে আপনি আপনার শ্রেণীর বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশু সহ সমস্ত শিশুকে খেলায় যুক্ত করতে পারবেন।
4. একটি প্রকল্পের পরিকল্পনা করুন এবং সেটি সম্পন্ন করার জন্য দলগত সহযোগী শিখন পদ্ধতি ব্যবহার করুন।

নোট

একক - 10 অভিযোজন/মানিয়ে নেওয়া কৌশলগুলির বিকাশ, সহায়ক যন্ত্রাবলী, বিশেষ চিকিৎসা

গঠন

10.0 – ভূমিকা

10.1 – শিখনীয় উদ্দেশ্যাবলী

10.2 – অভিযোজন/মানিয়ে নেওয়া কৌশল

10.2.1 – অভিযোজন/মানিয়ে নেওয়া কৌশলের অর্থ

10.2.2 – শ্রবণ ও বাচনজনিত অক্ষম শিশুদের অভিযোজন কৌশল

10.2.3 – বহু অক্ষমতা/মস্তিষ্কের পক্ষাঘাতজনিতদের অভিযোজন কৌশল

10.2.4 – শিখনে অক্ষমদের অভিযোজন কৌশল

10.2.5 – বুদ্ধিজনিত অক্ষমদের অভিযোজন

10.2.6 – দৃষ্টিজনিত অক্ষমদের অভিযোজন

10.2.7 – চলনজনিত অক্ষমদের অভিযোজন

10.2.8 – শিক্ষকদের দায়িত্ব

10.2.9 – অনুশীলন

10.3 – সহায়ক যন্ত্রাবলী

10.3.1 – সহায়ক যন্ত্রাবলীর অর্থ

10.3.2 – বিভিন্নভাবে বাধিত এবং অক্ষম ব্যক্তিবর্গের সহায়ক যন্ত্রাবলী (সারণী)

10.3.3 – শ্রেণীকক্ষে শিক্ষকের দায়িত্ব

10.3.4 – বহু অক্ষম ব্যক্তিবর্গের সহায়ক যন্ত্রাবলী (মস্তিষ্কের পক্ষাঘাত, চলনজনিত অক্ষমতা)

10.3.5 – দৃষ্টিবাধিত

10.3.6 – শিখনে অসুবিধা

10.3.7 – শ্রবণ বাধিত

10.3.8 – বাচনিক অক্ষমতা

নোট

10.4 – বিশেষ পদ্ধতি

10.5 – সংক্ষিপ্তসার

10.6 – প্রগতিমূল্যায়নের জন্য উত্তর

10.7 – সহায়কমূলক পঠন ও তাঁর খোঁজ

10.8 – একক শেষের অনুশীলন

10.0 ভূমিকা

আগের অধ্যায়গুলোতে তোমরা বিভিন্ন অক্ষম শিশুদের প্রকৃতি, চাহিদা, ধরন, অক্ষমতার কারণ এবং শিক্ষাগত চাহিদা সম্পর্কে জেনেছো। দৈহিক, স্নায়বিক এবং বৌদ্ধিক অক্ষমতাগুলি স্বাভাবিক শিক্ষণ ও শিখনের প্রক্রিয়াকে ব্যাহত করে। শিক্ষণ প্রক্রিয়া এমনভাবে বানাতে হবে যাতে শিক্ষার্থীরা যথোপযুক্ত শিখন উপলবব্ধ করতে পারে। এক্ষেত্রে, অক্ষম শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয় এবং সামাজিক পরিবেশে অভিযোজন কৌশল, সহায়ক যন্ত্রপাতি এবং বিশেষ পদ্ধতির প্রয়োজন। এই ইউনিটে, এই সমস্ত সমস্যাগুলি বর্ণনা করার একটা প্রচেষ্টা করা হল।

10.1 শিখনীয় উদ্দেশ্যাবলী :

এই একক পাঠের পর, তোমরা জানতে সক্ষম হবে—

- অভিযোজন/মানিয়ে নেওয়ার কৌশলের অর্থ বর্ণনা
- বিভিন্ন অক্ষমদের বিভিন্ন অভিযোজন কৌশলের তালিকা
- অক্ষম শিশুদের সাহায্যদানের ক্ষেত্রে শিক্ষকের ভূমিকা
- সাহায্যকারী যন্ত্রাবলীর অর্থের বর্ণনা
- পরিবেশে শিশুদের সহায়ক যন্ত্রের ব্যবহারের বর্ণনা
- উন্নত কার্যকলাপের ক্ষেত্রে বিশেষ পদ্ধতির ব্যবহারের বর্ণনা

10.2 অভিযোজন মানিয়ে নেওয়া কৌশল

অক্ষম শিশুদের বিভিন্ন অক্ষমতা রয়েছে। তাদের অক্ষমতার জন্য তারা সাধারণ শিশুদের মতো জীবনযাত্রা পরিচালনা করতে পারে না। তাদের অক্ষমতা, ব্যক্তিগত ও বৌদ্ধিক বৃদ্ধির ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করে।

এক্ষেত্রে, অক্ষমতা পূরণের জন্য এসমস্ত শিশুদের অভিযোজন/নতুন দক্ষতা শেখার প্রয়োজন। বিদ্যালয়ে এবং দৈনন্দিন কার্যকলাপের ক্ষেত্রে, এ সমস্ত অভিযোজন কৌশলগুলি তাদেরকে

নোট

সাহায্য করে। দৈনন্দিন কার্যকলাপগুলি পরিপূরণের জন্য, তারা সাধারণ পদ্ধতির পরিবর্তে নতুন অর্জিত পদ্ধতিকে ব্যবহার করে। লব্ধতা ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন যেটির উত্তর দেওয়া বাঞ্ছনীয়। ব্যক্তি বিশেষে এই অভিযোজনগুলি পরিবর্তিত হয়। যেমন—বৌদ্ধিক অক্ষমতাসম্পন্ন শিশুদের অভিযোজন। এক্ষেত্রে বৌদ্ধিক অক্ষমতা শিশুদের শিক্ষকের দক্ষতা থাকা আবিশ্যক।

10.2.1 অভিযোজন মানিয়ে নেওয়া কৌশলের অর্থ :

অক্ষম ব্যক্তিদের দক্ষতা ও কৌশল অর্জনের জন্য পিতামাতা ও শিক্ষক দ্বারা নির্মিত সহজ পদ্ধতিগুলিই হল অভিযোজন। শিক্ষার্থীরা সাধারণ পরিবেশে, তাদের দক্ষতা অর্জনের জন্য অভিযোজনকে প্রয়োগ করে। অভিযোজন, নিজে বাঁচার ক্ষেত্রে সাহায্য করে। এগুলির মধ্যে পড়া, লেখা ও গণিত বিদ্যমান (3R)। অভিযোজনের দ্বারা সহজে শেখার ক্ষেত্রে দক্ষতাগুলিকে অনেকগুলি সহজকাজে ভাগ করা হয়।

10.2.2 শ্রবণ ও বাচনজনিত অক্ষম শিশুদের অভিযোজন কৌশল :

এখানে অক্ষম শিশুরা সাধারণ শিশুর মতো হয় এবং বোধপরিক্ষণের ক্ষেত্রে কোন অসুবিধা হয় না। এদের অভিযোজনের ক্ষেত্রে প্রথমত মনস্তাত্ত্বিক বিষয়বস্তুগুলি সঠিক করার প্রয়োজন, যাতে তারা স্বাভাবিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ কৌশলগুলি শিখতে পারে। উচ্চ বার্তালাপে এদের শ্রবণ, তীক্ষ্ণতা ও তীব্রতাকে সঠিক করতে পারে। সাধারণভাবে জীবনশুরুর বছরগুলিতে সাধারণ শ্রবণ অক্ষম শিশুরা কথা/বাচনকে অর্জন করে। কথা বা বাচন অর্জনের ক্ষেত্রে যোগাযোগ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং শ্রবণ অক্ষমতার দরুণ এটা সম্পূর্ণ ভিন্ন রকম হয়। যোগাযোগ বিশেষত দুই ধরণের—বাচনিক (Verbal) এবং অবাচনিক (Non-verbal)। শ্রবণ অক্ষম শিশুদের ক্ষেত্রে অবাচনিক পন্থা যোগাযোগের একমাত্র উপায় হয়ে দাঁড়ায়। এদের ব্যবহৃত Sign language হল-ASL (Amarican sign language) BSL (British sign language), ঈশারা এবং বার্তালাপ বোর্ড (Talking Boards) এক্ষেত্রে তাদের শুধুমাত্র ঈশারা না শিখিয়ে শ্রবণ, বাননিক পাঠ ও ঈশারার সাহায্যে ভাষা শেখানো। এক্ষেত্রে আয়নার সামনে দাঁড় করিয়ে ওষ্ঠপাঠ ও মুখের অঙ্গ-ভঙ্গি শেখানো তাদেরকে অনেকটা সাহায্য করে।

10.2.3 বহু অক্ষমতা/মস্তিষ্কের পক্ষাঘাতজনিতদের অভিযোজন কৌশল :

মস্তিষ্কের পক্ষাঘাত, মস্তিষ্কের অকার্যকারীতার জন্য বয়স বাড়ার সাথে সাথে এই সমস্ত ব্যক্তিদের পেশী সঞ্চালন ও পেশী সমূহের দৃঢ়তার (Tightness of the muscle) সমস্যা হয়। যে ব্যক্তির দুই বা ততোধিক অক্ষমতা থাকে তাদের বহু অক্ষমতা বলে। এবং এদের বিশেষ শিক্ষা পদ্ধতির প্রয়োজন হয়। এদের জন্য পাঠক্রমের পরিবর্তন ও অভিযোজন প্রয়োজন। এই সমস্ত শিশুদের ক্ষুদ্রতর এবং দীর্ঘতর স্মৃতিতে (Short and long term memory) তথ্য সংরক্ষণের ক্ষেত্রে অসুবিধা হয়। এদের অদৃঢ় চিন্তনের (abstract thinking) ক্ষেত্রেও অসুবিধা হয়। প্রতিটি

নোট

শিশুর রাগের প্রকৃতি, অভিজ্ঞতা এবং অক্ষমতা ভিন্ন প্রকৃতির হয়। এক্ষেত্রে প্রতিটি শিশুর জন্য একক, সুসংগঠিত দলগত প্রয়াসের নক্শা এবং তার প্রয়োগ প্রয়োজন। পরিবারের সদস্য শিশুদের দেখাশোনাকারী এবং বিভিন্ন বিশেষজ্ঞদের নিয়ে এই দল তৈরী হয়। মূলত বহু বিষয়ভিত্তিক (Multi-diciplinary) দল তৈরী হয়—

- বিশেষ প্রশিক্ষক
- ফিজিওথেরাপিস্ট
- অকুপেশান্যাল থেরাপিস্ট
- মনোবৈজ্ঞানিক
- সমাজ সেবী
- পরিবারের সদস্যগণ

10.2.4 শিখনে অক্ষমদের অভিযোজন কৌশল :

সাধারণ পাঠক্রমের পরিবর্তন ও অভিযোজন শিখনে অক্ষম শিশুদের সাহায্য করে। অনেক সময় এদের ভুল করে ধীর শিক্ষার্থী (Slow learner) হিসাবে ধরে নেওয়া হয়। শিখনে অক্ষম শিশুদের প্রকারভেদগুলি হল—

- Dyslexia (পঠনে অসুবিধা) : এই সমস্ত শিশুরা পড়ার সময় বর্ণ ও শব্দকে পরিবর্ত বা উল্টো করে বা কিছু ক্ষেত্রে বাদ দিয়ে পড়ে।
- Disgraphia (লেখার অসুবিধা) : এই সমস্ত শিশুদের একটানা লিখতে অসুবিধা হয়। কোন কোন সময় লাইনে ছাড় দিয়ে লেখার ক্ষেত্রে অসুবিধা হয় ও বাজে হাতের লেখা হয়।
- Dyscalculia (ক্যালকুলেশানে অসুবিধা) : এই সমস্ত শিশুদের স্বাভাবিক বা সাধারণ ক্যালকুলেশনগুলো করতে অসুবিধা হয়।
- ADHD (মনোযোগ দেওয়ার অসুবিধা) : এই সমস্ত শিশুদের মনোযোগের বিস্তার সীমাবদ্ধ হয় এবং এরা একটু অস্থির প্রকৃতির হয়। অপ্রয়োজনীয় উদ্দীপকের ক্ষেত্রে এরা বেশী মনোযোগ দিয়ে থাকে এবং কোন কোন সময় মাত্রাতিরিক্ত অস্থিরতা প্রদর্শন করে। বেশীক্ষণের জন্য এরা একটি নির্দিষ্ট স্থানে বসে থাকতে পারে না।
- Dysphasia (ভাষাজনিত অসুবিধা) : এটি দু-ধরণের হয়—একদিকে যেমন এই সমস্ত শিশুরা মৌখিক শব্দ বুঝতে পারে না, অন্যদিকে অর্থপূর্ণ সঠিক ভাষা প্রয়োগ করতেও এরা অসমর্থ হয়।

কার্য বিশ্লেষণ :

- প্রথমে শিক্ষক শিখনীয় কাজগুলিকে বেছে নেয়।
- এরপর ব্যবহারিক দিক থেকে এগুলোকে বর্ণনা করে।
- মূল কার্যকে ছোট ছোট সহজ কার্যে ভাগ করে দক্ষতাকে শেখানো হয়।

নোট

- ধাপে ধাপে এই শেখানো পর্ব চলে।
- এটির অন্য নাম হল—গঠন বা গড়ন (Shaping) দেওয়া।
- প্রতিটি ধাপে পুনঃ অনুপ্রেরণা বা reinforce দেওয়া হয়।
- প্রথম ধাপে শেখা বিষয়বস্তু দ্বিতীয় ধাপকে প্রেষণা দান করে।
- গঠনগত পাঠ প্রদর্শন করা হয়।

10.2.5 বুদ্ধিজনিত অক্ষমদের অভিযোজন :

(1) বৌদ্ধিকভাবে অক্ষম :

বিশেষ শিক্ষাব্যবস্থার অন্যতম উদ্দেশ্য হল বৌদ্ধিকভাবে অক্ষম শিশুদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাদেরকে বিভিন্ন উপায়ে বিভিন্ন পরিবেশে প্রয়োজনভিত্তিক ব্যক্তিগত চাহিদা, খাওয়া, পান করা, টয়লেট করা, ব্রাশ করা, জামা কাপড় পরে নিজেদের সুন্দর করে তোলা। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে—আমরা বাড়িতে বা স্কুলে অথবা হোটেলে খাবার খাই এবং পানীয় বস্তু পান করি। বেশীরভাগ সময়ই বৌদ্ধিকভাবে অক্ষম শিশুদের পিতামাতারা এই সমস্ত জায়গায়, বা কোন বিশেষ অনুষ্ঠানে নিয়ে যেতে চায় না। কারণ এই সমস্ত শিশুরা নিজেরা খাবার খাওয়ার কৌশল রীতিগুলো জানে না। এগুলোকে নিম্নোভাবে শেখানো যেতে পারে প্রত্যেক কাজের বিশ্লেষণ

- **কাজের বিশ্লেষণের ব্যবহার :** প্রত্যেক কৌশলগুলিকে ছোট ও সহজতর ধাপে ভাগ করতে হবে।
- কাজের জন্য সঠিক ও যথোপযুক্ত শিক্ষণ সামগ্রির ব্যবহার (TLM) করতে হবে।
- প্রত্যেক সফল ধাপের পরে শিশুদের পুরস্কার দিতে হবে পড়া (Sight word-টয়লেট, বিষ, বিপদ) লিখন (ডট, লাইন, অক্ষর)।

গণিত (সহজ থেকে কঠিন পদ্ধতির অভিযোজন বা মানিয়ে নেওয়া) শেখানোর ক্ষেত্রে উপরিউল্লিখিত পদ্ধতিগুলি প্রয়োগ করা যেতে পারে। এইভাবে, আমরা বৌদ্ধিকভাবে অক্ষম শিশুদের অভিযোজনের মাধ্যমে শেখার পদ্ধতিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারি।

10.2.6 দৃষ্টিজনিত অক্ষমদের অভিযোজন :

দৃষ্টিজনিত অক্ষম শিশুদের জন্য ব্যবহৃত জিনিসগুলি হল—

- ব্রেলে লেখা
- বেশী পরিমাণে optical যন্ত্রাবলী
- লেন্স-ক্ষীণ দৃষ্টিকে নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত সংশোধন করা যায়।
- বিশেষ ক্ষমতাসম্পন্ন চশমা যা অক্ষরগুলিকে বর্ধিত করে পঠনে সুবিধা প্রদান করে বড় হরফে লেখা বই।
- ভালো প্রজ্জ্বলতা যা বস্তুর চিহ্নিতকরণে সাহায্য করে।

নোট

- দৃষ্টি সঠিক করতে রেটিনার অপারেশন।
- ছানি ও অন্যান্য আনুসঙ্গিক অসুবিধাগুলি সংশোধন করা যেতে পারে।

10.2.7 চলনজনিত অক্ষমদের অভিযোজন :

এই সমস্ত ব্যক্তিদের অঙ্গহানি, অঙ্গের ব্যথা ও জড়তা এবং অঙ্গের নড়াচড়াতে অসুবিধা হয়ে থাকে। এদের বিশেষ অভিযোজনগুলি হল—

- মালিশ করে দুর্বল পেশীগুলির ক্ষমতাগুলিকে পুনরুদ্ধার করা।
- সাধারণ পেশীগুলিকে শক্তিশালী করে তোলা।
- Splint ও Caliper-এর মাধ্যমে সাহায্য প্রদান করা।
- **অস্ত্রোপচার :** স্টীল রডের প্রতিস্থাপনের মাধ্যমে সম্পূর্ণভাবে সাহায্য প্রদান যা ব্যক্তিদের চলাফেরায় সাহায্য করে। চলন সংক্রান্ত অক্ষম ব্যক্তিবর্গের ব্যথা অমানীয় ও অপরিমেয়। এটা প্রকৃতির একটি সতর্কীকরণ যেটা তাদের শরীরকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। এই অসহ্যনীয় ব্যথা কেবলমাত্র ব্যথা নিরামক ঔষধ বা ব্যথাগ্রস্ত স্থানে গরম ও ঠাণ্ডার প্রলেপ সাহায্য করতে এক্ষেত্রে চলন সংক্রান্ত অক্ষম ব্যক্তিদের হতে পারে। ব্যক্তিদের ব্যবহৃত বিছানার চাদরের পরিবর্তন, স্বাস্থ্যকর পরিবেশ এবং বোরিক পাউডারের ব্যবহার এই সমস্যাগুলির সমাধান করতে পারে।

10.2.8 শিক্ষকদের দায়িত্ব :

যে কোন ধরণের অক্ষম শিশু দুধরনের অসুবিধার সম্মুখীন হয়। প্রথমত, অন্যান্য সাধারণ শিশুর মতো তারা তাদের প্রাত্যহিক ক্রিয়াকর্ম সম্পাদন করতে পারে না। দ্বিতীয়ত, অক্ষমতার কারণে, তারা শিক্ষাগ্রহণের ক্ষেত্রে বিভিন্ন অসুবিধার সম্মুখীন হন। এক্ষেত্রে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে তাদের অসুবিধাগুলি বুঝে, উপযুক্ত সাহায্য প্রদান করা উচিত। শিক্ষককে বিশেষত বইগুলিতে দেওয়া জ্ঞান ও শিশুর মধ্যে সংযোগ স্থাপক হিসাবে কাজ করা উচিত এবং এর জন্য তাদের এমনভাবে প্রশিক্ষণ নেওয়া দরকার যাতে তারা অক্ষম শিশুদের অসুবিধাগুলি বুঝতে পারে।

উপরের বিষয়বস্তু বোঝার জন্য উদাহরণ স্বরূপ বিখ্যাত সিনেমা, ‘‘Taare Zamen Par’’ পরিস্থিতি বিবেচনা করতে হবে। এই সিনেমাতে, শিশুটির শিক্ষক শিশুটির যে শিখন অসুবিধা (Dyslexia) আছে তা বুঝতে পারেনি এবং ক্লাসে অমনোযোগী ও কম নাম্বার পাওয়ার জন্য তাকে শাস্তি দিত।

এক্ষেত্রে শিক্ষককে এমনভাবে শিক্ষিত হওয়া উচিত যাতে তারা অক্ষমতাগুলিকে সনাক্ত করতে পারে এবং বিশেষ অভিযোজিত পদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমে তারা শিশুকে সাহায্য করে তাদের স্বপ্ন পূরণ করতে সমর্থ হয়। এক্ষেত্রে শিক্ষককে শিশুদের অক্ষমতাকে ব্যতিরেকে এমনভাবে শিক্ষাদান করা উচিত যাতে তারা শিশুদের শিক্ষার লক্ষ্যে পৌঁছতে পারে। শিক্ষক এ সমস্ত শিশুদের নানাভাবে সাহায্য করতে পারে। এর প্রথম ধাপ হিসাবে শিক্ষককে প্রথমে অক্ষমতা

নোট

কি সেটা বোঝা ও পূর্ণ জ্ঞান অর্জন করতে হবে। শিশুদের যথপোযুক্ত বসার ব্যবস্থা করে শিক্ষাদানের সময়সীমা বাড়িয়ে তাদের পড়াশুনায় সাহায্য করতে হবে। চলনে অক্ষম ও মস্তিষ্কের পক্ষাঘাতজনিত অক্ষম শিশুদের ক্ষেত্রে, নতুন অভিযোজিত শিক্ষাদান পদ্ধতি গ্রহণ করতে হবে।

10.2.9 অনুশীলন :

আপনার অগ্রগতির পরীক্ষা—1

অনুশীলনী-I

নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর 1/2 টি বাক্যে দাও—

1. অভিযোজন কৌশল সম্পর্কে তুমি কি জানো?
2. নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের অভিযোজন কৌশলগুলি লেখ—
   - চলন সংক্রান্ত অক্ষম
   - মস্তিষ্কে পক্ষাঘাত জনিত অক্ষম
   - শ্রবণ অক্ষম
   - দৃষ্টিজনিত/দৃষ্টিবাধিত অক্ষম

অনুশীলনী-II

নিম্নলিখিত বিষয়বস্তুর উপর সংক্ষিপ্ত টীকা লেখ।

1. সাহায্যকারী যন্ত্র বলতে কি বোঝ?
2. অক্ষম ব্যক্তিদের সাহায্যকারী যন্ত্র
3. শিক্ষকের দায়িত্ব
4. চলনে অক্ষম এবং মস্তিষ্কের পক্ষাঘাতজনিত ব্যক্তিদের অভিযোজন কৌশল
5. শ্রবণ অক্ষম এবং শিখনে অক্ষম ব্যক্তিদের অভিযোজিত কৌশল।

10.3 সহায়ক যন্ত্রাবলী :

অক্ষমতার জন্য এই সমস্ত শিশুদের বিভিন্ন কাজে অসুবিধা হয়, বিশেষত প্রতিদিনকার কাজগুলি। এক্ষেত্রে তারা সাধারণের থেকে পিছিয়ে পড়ে। এজন্য এদেরকে এমনভাবে স্বনির্ভর ও উপযুক্ত বানানোর প্রয়োজন যাতে তারা সাধারণ শিশুর মতো কাজ করতে সমর্থ হয়। সহায়ক যন্ত্র এমন এক যন্ত্র যার সাহায্যে শিশুরা দৈনন্দিন কাজগুলি সহজভাবে সম্পাদন করতে পারে। এগুলি মূলত দুই ধরণের। প্রথমটি অক্ষম শিশুরা নিজেই ব্যবহার করে এবং অন্যটি অক্ষম শিশুরা অন্যদের সাহায্য নিয়ে ব্যবহার করে থাকে।

নোট

সহায়ক যন্ত্রাবলী সেই সমস্ত যন্ত্রাবলীকে বোঝায় যাকে ব্যবহার করে অক্ষম শিশুরা সর্বাধিক উপকারিতা পেতে পারে। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, সঞ্চালন সম্পর্কিত অক্ষম ব্যক্তিরা সহায়ক যন্ত্র হিসাবে হুইল চেয়ার ব্যবহার করে। এই সহায়ক যন্ত্রগুলি তাদের আংশিক পরিবর্তন হিসাবে কাজ করে। অথবা শ্রবণ অক্ষম ব্যক্তিরা অন্যদের কথাবার্তা শোনার জন্য শ্রবণযন্ত্র ব্যবহার করে ও অন্যদের সঙ্গে ভাবের আদান-প্রদান করতে বক্তৃতা ও গান শুনতে সক্ষম হয়।

10.3.1 সহায়ক যন্ত্রাবলীর অর্থ :

সহায়ক যন্ত্রগুলি এমন ধরনের যন্ত্র যার সাহায্যে অক্ষম ব্যক্তিরা তাদের প্রতিদিনকার বেঁচে থাকার জন্য কাজগুলি সম্পাদন, শিক্ষাগ্রহণ, তথ্য সংগ্রহ, পরিবেশে অবাধ বিচরণ, কার্য সম্পাদন এবং দৈনিক দক্ষতা বাড়াতে অবসরকালীন কাজগুলি সম্পাদন করতে পারে। এছাড়া এগুলি তাদের আকাঙ্ক্ষা পূরণের ক্ষেত্রেও সাহায্য করে থাকে। সহায়ক যন্ত্রাবলীগুলি ব্যবহারের মাধ্যমে পরবর্তী অক্ষমতাকে প্রতিরোধ এবং অবশিষ্ট ক্ষমতাগুলি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আত্মনির্ভর বেঁচে থাকার লক্ষ্যগুলি পূরণ করা যেতে পারে।

10.3.2 বিভিন্নভাবে বাধিত এবং অক্ষম ব্যক্তিবর্গের সহায়ক যন্ত্রাবলী (সারণী) :

বাধিত/অক্ষমতার ধরন	যন্ত্রাবলী
চলনগত অক্ষমতা	Standing Frame, Splinters.
মস্তিষ্কের পক্ষাঘাত	হাঁটার সাহায্যকারী যন্ত্র, হুইলচেয়ার
দৃষ্টিজনিত অক্ষম/বাধিত	Abacus, Braille, Arithmatic Frame
শ্রবণ অক্ষম/বাধিত	কানের শোনার যন্ত্র, যোগাযোগকারী যন্ত্র যোগাযোগ বোর্ড, কথাবলা বোর্ড
বাচনিক অক্ষম	ওষ্ঠপাঠ, বাচনিক মডেল, আয়না ব্যবহার যোগে ঠোঁট নাড়াচাড়ার দেখাশোনা
শিখনে অক্ষম	বড়ো আকর্ষণকারী অক্ষর, ছবি ও বস্তু মেলানো
বহু অক্ষম	Ramps, ভালো বসার ব্যবস্থাপনা, Crutches, Walker, হুইলচেয়ার
বুদ্ধিগত অক্ষমতা	শ্রবণ বা দৃষ্টিজনিত অক্ষমতার সঙ্গে এটি থাকতে পারে। এদের সাহায্যকারী যন্ত্রের প্রয়োজন নতুবা এগুলির দরকার হয় না।

নোট

10.3.3 শ্রেণীকক্ষে শিক্ষকের দায়িত্ব :

বিভিন্নভাবে অক্ষম শিশুদের জন্য আলাদা আলাদা সহায়ক যন্ত্র দরকার। এক্ষেত্রে শিক্ষকের প্রথম কাজ হল তাদের শ্রেণীকক্ষে সঠিকভাবে বসানো। এক্ষেত্রে বুদ্ধিগত অক্ষম শিশুদেরকে "U" অথবা "Y" আকারে বসানো হয়। শ্রেণীকক্ষে আকারে বড়, রঙিন এবং আকর্ষিত শিক্ষণ-শিখন দ্রব্য (TLM) ব্যবহার করা হয়ে থাকে। চার্ট, বিডস ও ফ্লাসকার্ডের ব্যবহার এদের ক্ষেত্রে খুবই উপযোগী। একক শিক্ষাদান এসমস্ত শিশুকে খুবই সাহায্য করে থাকে। বহু অক্ষম ও মস্তিষ্কের পক্ষাঘাতজনিত শিশুদের কেবলমাত্র চলন সংক্রান্ত অসুবিধা হয়ে থাকে।

শ্রেণীকক্ষে উন্নত শিক্ষালাভের জন্য, বাধামুক্ত পরিবেশ ও ভালো বসার ব্যবস্থাপনা এসমস্ত শিশুদের সাহায্য করে থাকে। শব্দ বিবর্ধক ব্যবস্থাপনা এবং শ্রবণ সহায়ক যন্ত্র, শ্রবণ অক্ষম শিশুদের শ্রেণীকক্ষে শিখন প্রক্রিয়া চালানোর ক্ষেত্রে সহায়তা করে। দৃষ্টিজনিত অক্ষম শিশুদের ক্ষেত্রে White Cane ও Braille material সাহায্য করে। এক্ষেত্রে একজন বিশেষ শিক্ষক এমনভাবে প্রশিক্ষণ নেয় যাতে তারা শ্রেণীকক্ষে দুই বা তিন ধরণের অক্ষম শিশুদের পরিচালনা করতে পারে। বিশেষ বিদ্যালয়ে, শিক্ষকদের সম্মিলিত প্রচেষ্টা অক্ষম শিশুদের শিখন প্রক্রিয়ায় সাহায্যকারী উপাদান হিসাবে কাজ করে।

10.3.4 বহু অক্ষম ব্যক্তিবর্গের সহায়ক যন্ত্রাবলী (মস্তিষ্কের পক্ষাঘাত ও চলন জনিত অক্ষমতা)

একের অধিক বেশী অক্ষমতা থাকলে তাকে বহু অক্ষমতা (Multiple Disability) বলে। এক্ষেত্রে বৌদ্ধিক অক্ষমতার সঙ্গে দৃষ্টিজনিত অক্ষমতা থাকতে পারে।

আবার শ্রবণ অক্ষমতার সঙ্গে দৈহিক অক্ষমতাও থাকতে পারে। এই ব্যক্তিদের বোঝা, চলা, শিখন এবং দৈহিক বিকলতার দরুণ বিভিন্ন অসুবিধা হয়ে থাকে। ফলস্বরূপ এরা স্বাধীনভাবে নিজেদের কাজ সম্পূর্ণ করতে পারে না। এই সমস্ত ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে সহায়ক যন্ত্রাবলীগুলি হল—

* আরামদায়ক Potty chair
* অবাধ বিচরণের জন্য wheel chairs, walkers, crutches, Ramps, Tricycles ইত্যাদি।
* মস্তিষ্কের
* পাশ্চাত্য দেশীয় টয়লেট
* সহায়ক যন্ত্রাবলী বেসরকারী সংস্থাগুলিতে সুলভ, সহজলভ্য ও পরিবর্তনযোগ্য হতে হবে ও সম্পূর্ণ বিনামূল্যে সরকারী সংস্থা কর্তৃক দিতে হবে।
* Knee bracesগুলি হাল্কা হতে হবে
* Walking framesগুলি হাঁটার প্রশিক্ষণে সাহায্য করবে।
* Caliper
* যারা শ্রেণীকক্ষে সাধারণ চেয়ারে বসার উপযোগী নয় তাদের corner chair দিতে হবে।

নোট

10.3.5 দৃষ্টিবাধিত :

একজন দৃষ্টিহীন ব্যক্তি তার দৃষ্টিজনিত অক্ষমতার জন্য যেখানে দৃষ্টি প্রয়োজন সেই কাজগুলো করতে পারে না। অপরক্ষেত্রে বেশীরভাগ দৃষ্টিজনিত অক্ষম ব্যক্তিদের কিছুটা অবশিষ্ট দৃষ্টিশক্তি থাকে, যেটাকে তারা সহায়ক যন্ত্রের সাহায্যে যথোপযুক্তভাবে ব্যবহার করতে পারে। দৃষ্টি আংশিক হতে পারে অথবা বোঝার ক্ষেত্রে সবসময় দৃষ্টি প্রয়োজন নাও হতে পারে। এসমস্ত ব্যক্তিদের জন্য প্রয়োজনীয় সহায়ক যন্ত্রগুলি হল—

* অবাধ ও সুরক্ষিত বিচরণের জন্য white cane.
* গণনার ক্ষেত্রে ABACUS (Beads Frame)
* গাণিতিক সমস্যা সমাধানের জন্য (Arithmatic Frame)
* স্বল্প গণিতে শিখনের জন্য দৃষ্টিহীন শিশুদের ডট্ পদ্ধতি (BRAILLE)
* বলতে পারা থার্মোমিটার
* বলতে পারা ঘড়ি
* বলতে পারা মোবাইল

10.3.6 শিখনে অসুবিধা :

শিখনে অক্ষম ব্যক্তিদের মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশে তথ্য সংযোগীকরণের ক্ষেত্রে অথবা দেখে ও শুনে কোন তথ্য প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে বোঝার ক্ষেত্রে অসুবিধা হয়। এই অসুবিধাগুলি স্কুলের কাজ এমনকি পড়া, লেখা ও অঙ্ক করার ক্ষেত্রে হতে পারে। সহায়ক যন্ত্রাবলীর সাহায্য ছাড়াও এদের শ্রেণীকক্ষে সাহায্যের বিশেষ প্রয়োজন হয়। সহায়ক যন্ত্রাবলীগুলির সাহায্য ছাড়াও অন্যান্য সাহায্যগুলি হল—

* চোখ-হাতের সমন্বয়ে উন্নতিসাধন
* পর্যায় ক্রমিক বুদ্ধিজনিত কাজের উন্নতিসাধন
* অক্ষরের সঠিক অবস্থান নির্ণয়
* উল্টো, ঘুরানো অবস্থায় অক্ষর বা শব্দাবলীর সঠিক নির্বাচন।
* বস্তুর সাথে ছবি মেলানো
* শোনা তথ্যগুলি লেখার মাধ্যমে প্রকাশ
* শ্রেণীবদ্ধ লেখার স্বরূপগুলি অনুকরণ করে লেখা

10.3.7 শ্রবণ বাধিত :

কিছু শিশুদের শ্রবণ অক্ষমতা থাকে। এদের শব্দ শোনা, চেনা ও বোঝার ক্ষেত্রে অসুবিধা হয়ে থাকে। এসবের জন্য সাধারণভাবে ভাষা ও কথা শেখার পদ্ধতি বাধাপ্রাপ্ত হয়। যত তাড়াতাড়ি না পর্যন্ত সমস্যা দূর করা যায় এর দূরবর্তী ও ব্যাপক ফল দেখতে পাওয়া যায়। এদের সহায়ক যন্ত্রাবলীগুলি হল—

নোট

* শ্রবণ সহায়ক যন্ত্র
* শোনার সুবিধাস্বরূপ যন্ত্র হিসাবে Tape recorder, Overhead Projector
* স্বর প্রবর্তক হিসাবে Talk Pad.
* Computers
* Overhead Projector-এর মাধ্যমে বানান শেখানো
* এদের সাধারণ বুদ্ধি থাকে।

10.3.8 বাচনিক অক্ষমতা :

ভাষার সাহায্যে যোগাযোগের ক্ষেত্রে বাচন হল একটি প্রাথমিক মাধ্যম। কোন শব্দের, সাইন ও ঈশারা যোগাযোগের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। যোগাযোগের ক্ষেত্রে Sign language বহু ধরনের হয়। যেমন—American Sign Language (ASL) British Sign Language (BSL) Indian Sign Language (ISL)

এই সমস্ত ব্যক্তিদের জন্য সহায়ক যন্ত্রাবলী হল—

* যোগাযোগ বোর্ড (Communication Board)
* Finger Signal আঙুলের নির্দেশ
* বলতে পারা বোর্ড
* Flash Card
* Charts
* Sight word যেমন— “toilet”, “Danger”, “Exit”, “Enter”, “Poison” ইত্যাদি।

10.4 বিশেষ পদ্ধতি :

বিশেষ পদ্ধতিগুলির মধ্যে কিছু পদ্ধতি অক্ষম ব্যক্তিদের উপর বিশেষ প্রভাব ফেলে এবং পরিবেশে বাধাহীনভাবে কাজ করাকে ত্বরান্বিত করে। মাত্রাতিরিক্ত অক্ষমদের ক্ষেত্রে চিকিৎসা পদ্ধতি প্রয়োগ করা যেতে পারে। এগুলি নিম্নে দেওয়া হল—

- **পারিবারিক পরামর্শদান :** অক্ষম ব্যক্তিবর্গের অক্ষমতার স্বরূপকে তাদের পরিবেশের লোকজনকে জানানো বিশেষভাবে দরকার। এই আবেগপূর্ণ সহায়তা পরিবারকে পরবর্তীকালে অক্ষম ব্যক্তিদের সাহায্য করার রসদ যোগায়।
- **ত্রুটিপূর্ণ ব্যবহারের সংশোধন :** এটি ধনাত্মক ব্যবহারগুলি সংশোধন করতে সাহায্য করে।
- **খেলার মাধ্যমে সংশোধন :** খেলাধূলা, মাত্রাতিরিক্ত চিন্তা করা দৈহিক জড়তা কম করে এবং এটি অবসর সময় অতিক্রান্ত করার একটি অন্যতম মাধ্যম হিসাবে কাজ করে।
- **যোগা :** একটি নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত যোগা অক্ষম ব্যক্তিবর্গের অক্ষমতার স্বরূপ/প্রকৃতিকে

নোট

কমানোর চেষ্টা করে এবং এদেরকে fit রাখতে সাহায্য করে।

- **বাচনিক অসুবিধার সংশোধন :** এটি অক্ষম ব্যক্তিদের বাধাহীনভাবে নিজেকে অন্যের সামনে যোগাযোগের মাধ্যমে প্রকাশ করতে সাহায্য করে।
- **দৈহিক ও মানসিক উদ্দীপনা :** এটির মাধ্যমে দৈহিকভাবে ভালো থাকা ও তথ্য সংরক্ষণ বৃদ্ধি পায়।
- **অনুশীলন পদ্ধতি :** এটি দৈহিক ও মানসিক পীড়াকে কমিয়ে তোলে।
- **বয়সোপযুক্ত কাজকর্ম :** বয়স অনুযায়ী কাজকর্মগুলি দেওয়া অক্ষম ব্যক্তিদের বোঝা ও চিকিৎসা পদ্ধতির প্রথম ধাপ
- **সঠিক অবস্থান ও সংযোগী মাধ্যম :** দৈহিকভাবে অক্ষম ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে, সঠিকভাবে বসা একটি অন্যতম মাধ্যম হিসাবে কাজ করে।

10.5 সংক্ষিপ্তসার

এই অধ্যায়ে তোমরা অক্ষম শিশুদের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত বিভিন্ন কৌশলগুলি শিখেছো যা তাদের প্রাত্যহিক জীবনে ও শিক্ষালাভের ক্ষেত্রে সাহায্য করে। মানিয়ে নেওয়া অভিযোজন কৌশলগুলিকে শিশুদের বিভিন্ন পন্থা গ্রহণ করে বিভিন্ন কাজ করতে সাহায্য করে। শিশুকে তার আরামদায়ক অবস্থায় জীবনযাপন করতে সাহায্যকারী যন্ত্রগুলি স্বাভাবিক অবস্থায় প্রতিবর্ত হিসাবে কাজ করে।

অক্ষম ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে ভিন্নধর্মী পন্থাগুলি পদ্ধতিগুলি অত্যাবশ্যকীয়। পরিবেশে অক্ষম ব্যক্তিদের বাধাহীন ক্রিয়াকলাপের ক্ষেত্রে বিভিন্ন পদ্ধতি যেমন—যোগা, খেলাধুলা, পারিবারিক পরামর্শদান, দৈহিক ও মানসিক উদ্দীপনা বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। এগুলি তাদের পিতামাতাকে তার শিশুদের যত্ন নেওয়ার ক্ষেত্রে সাহায্য করে।

এই সমস্ত অক্ষম শিশুদের শিক্ষালাভের ক্ষেত্রে শিক্ষকের ভূমিকা অনস্বীকার্য। এক্ষেত্রে শিক্ষককে বিভিন্ন অক্ষমতাজনিত শিশু সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা থাকতে হবে। এবং বিশেষ পদ্ধতি প্রয়োগের ধারণা থাকতে হবে যার দ্বারা এসমস্ত শিশুরা অন্য সাধারণ শিশুদের মতো জ্ঞান লাভ করতে পারে।

বিভিন্ন অক্ষম শিশুদের জন্য বিভিন্ন সহায়ক যন্ত্র আছে। এবং এদের পরিবেশে মানিয়ে নেওয়া অভিযোজন কৌশলগুলি আলাদা হয়। এক্ষেত্রে সর্বাধিক সুবিধালাভের জন্য কৌশলগুলি সঠিকভাবে প্রয়োগের প্রয়োজন হয়।

নোট

10.6 প্রগতি মূল্যায়নের জন্য উত্তর

অনুশীলনী : 1

1. অক্ষমতার প্রয়োজন অনুসারে, পরিবর্তিত মানিয়ে নেওয়ার কৌশলগুলিকে অভিযোজন কৌশল বা মানিয়ে নেওয়া কৌশল বলে। বিভিন্ন অক্ষমতা অনুযায়ী এই সমস্ত কৌশলগুলি পরিবর্তিত হয়। অভিযোজন কৌশলগুলি ব্যক্তিবর্গের প্রাত্যহিক ক্রিয়াকর্ম, লেখা, পড়া ও পরিবেশের সঙ্গে নিজেদের মানিয়ে নিতে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।
2. (a) **চলনগত অক্ষমতা :** কম বুদ্ধিসম্পন্ন শিশুদের ক্ষেত্রে, অভিযোজন কৌশল সাধারণ শিক্ষাপদ্ধতি বা কার্যবিশ্লেষণ হতে পারে। কিছু ক্ষেত্রে, Individualized Educational Programme (IEP) ও Lesson Plan হতে পারে।

   (b) **মস্তিষ্কের পক্ষাঘাত :** যদি এটা ছাড়া অন্যান্য সহযোগী অসুবিধা না থেকে থাকে তবে সাধারণ শিক্ষাপদ্ধতি ব্যবহার করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে, কোন অভিযোজন না করলেও চলবে। তবে চোখ ও হাতের সমন্বয়ের উন্নতিসাধন খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

   (c) **শ্রবণ অক্ষম :** যদি শ্রবণ অক্ষমতার সাথে Mental Retardation বা epilepsy থাকে তবে সাধারণ শিক্ষাপদ্ধতির থেকে বিশেষ শিক্ষাপদ্ধতি কার্যকর হয়। এক্ষেত্রে, ব্যক্তিকেন্দ্রিক বা শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষণ কৌশল প্রয়োজন।

   (d) **দৃষ্টিজনিত অক্ষমতা :** এদের ক্ষেত্রে, বাধাহীন পরিবেশ, শ্রেণীকক্ষে বিশেষ বিশেষ সুবিধা, Abacus, Braille-এ শিক্ষাদান, IEP এবং Plus Curriculum বা যুক্ত পাঠক্রম উপযোগী।

অনুশীলনী : 2

1. সাহায্যকারী যন্ত্র/সহায়ক যন্ত্র এমন একটি যন্ত্র যা শিশুদের প্রতিদিনকার কাজ সম্পাদন করতে সাহায্য করে। এই যন্ত্রাবলী সংযোজনকারী হিসাবে কাজ করে। এগুলি মূলত দুই ধরনের—একটি উপযোগী ব্যক্তিরা ব্যবহার করে এবং অপরটি, অন্য ব্যক্তিদের সাহায্যে ব্যবহৃত হয়।
2. (a) **বুদ্ধিগত অক্ষমতা :** clutches, কোণে বসার সিট, শ্রবণ সহায়ক যন্ত্র, সমান্তরাল বার (Parallel Bars), white cane etc.

   (b) **বাচনিক অক্ষমতা :** ওষ্ঠ পাঠ ট্রেনার, শ্রবণ বিষয়ক পদ্ধতি, শ্রবণসহায়ক যন্ত্র, কথাবলা বোর্ড, সাইন ল্যাঙ্গুয়েজ।

   (c) **শিখনে অক্ষমতা :** বড়ো আকর্ষণকারী অক্ষর, ছবি ও বস্তু মেলানো।

   (d) **বহু অক্ষমতা :** Ramps, ভালো বসার আয়োজন, বৈশাখী (Crutches), হাঁটার যন্ত্র, হুইলচেয়ার।

নোট

(e) **দৃষ্টি অক্ষমতা :** সংযোগী পাঠক্রমের ব্যবহারযোগে পাঠ পরিকল্পনা, White Cane, বিশেষ চশমা, পরীক্ষার লেখার জন্য সহায়ক, Tailor Frame, Abacus, Braille trainer.

3. **শিক্ষকের দায়িত্ব :** একজন বিশেষ শিক্ষক এই সমস্ত শিশুদের অসুবিধাগুলি বুঝতে পারে। শিক্ষক একজন সংযোজনকারী হিসাবে কাজ করে। এদেরকে এমনভাবে শিক্ষালাভ করতে হবে যাতে তারা শিশুদের চাহিদাগুলি বুঝতে পারে। শিক্ষককে এসমস্ত শিশুকে অনুপ্রাণিত বা উৎসাহিত করতে হবে যাতে তারা তাদের লক্ষ্যে উন্নীত হতে পারে। এক্ষেত্রে, শিক্ষক বিভিন্নভাবে শিশুদের সাহায্য করতে পারে।

অনুশীলনী-3 :

1. **বিশেষ পদ্ধতি :** কিছু বিশেষ পদ্ধতি, অক্ষম ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করে এবং পরিবেশে সুষ্ঠভাবে কাজ করার ক্ষেত্রে সহায়তা করে।
   (a) পারিবারিক পরামর্শদান
   (b) খেলা পদ্ধতি
   (c) যোগা/যোগ
   (d) অনুশীলন
   (e) সঠিক স্থানলাভ ও বহন
   (f) মাত্রাতিরিক্ত অক্ষমের জন্য চিকিৎসাপদ্ধতি

10.7 সহায়কমূলক পঠন ও তার খোঁজ

- Special Education for mentally handicapped pupils — A teaching manual 1987 times mirror
- Help me to help my child — Jill Bloom & Co 2001 McGraw Co.
- Class management and control — A teaching skills workbook 2010 journal of psychology extract author EBALY STEWARTW
- DES teacher education project focus books—EC Wragg NIMH PUB 1999
- Text book on physiotherapy — DSEMR course book 1993 PUB NIMH
- Moving away from labels — Indumathi Rao, Vidya Pramod 2010 CBR PUB
- Assistive devices and therapy — book 4 — FCED, course material 2009 IGNOU STUDY MATERIAL

10.8 একক শেষের অনুশীলনী

বিশেষ পদ্ধতি সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত টীকা লেখ।